** সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1030

আঁধার ঘরের আলো
কিষাণ
সর্বোৎকৃষ্ট
ফোন-২২-৩৫৮০
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,কলিকাতা-১

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

বিশ্বের সেরা মানে প্রস্তুত
সুপ্রা স্পেশাল কালি
ব্যবহার করুন

৫০ বর্ষ, ২২ সংখ্যা   সোমবার, ২২ চৈত্র, ১৩৭৭ (১৫ চৈত্র, ১৮৯৩ শক)   Monday, April 5, 1971   মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

যুদ্ধ বিধ্বস্ত যশোর শহরে পাক ফৌজের কবল থেকে মুক্ত মানুষ রাস্তার নতুন নামকরণ করেছেন—শহীদ সড়ক। চিত্র—তারাপদ ব্যানার্জি

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত নীরব দর্শক থাকতে পারে না
— প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ঘোষণা করেন : ভারতের সীমান্তের ওপারে পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে, তাতে ভারতের পক্ষে নীরব দর্শক থাকা সম্ভব নয়—বাঞ্ছনীয়ও নয়।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সমাপ্তি ভাষণে এই মন্তব্য করায় সদস্যরা বিপুল হর্ষধ্বনি করে ওঠেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, ভারত কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কখনও নাক গলায়নি। সেইসঙ্গে বিশ্বের কোন অংশে উৎপীড়ন বা অন্যায় ঘটলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে ভারত কোন দিন কার্পণ্য করেনি।

তিনি বলেন : বাংলা দেশে যা ঘটছে, তা মোটেই স্বাভাবিক নয়। সারা পৃথিবীতে এত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন : এই মুহূর্তে আমরা পূর্ব বাংলার জনগণকে কী ধরনের সাহায্য করতে পারি, তা মাথা ঠান্ডা করে আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

তিনি আরও বলেন : পূর্ববাংলায় পরিস্থিতিতে এ দেশের জনগণ যে কতটা উদ্বিগ্ন, তা এখন সুবিদিত। এ ব্যাপারে দলমতনির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ দেখে তিনি খুশি।

দলের নীতি রূপায়িত করা হবে

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন, দলের নির্বাচনী ইসতাহারে যে মৌল নীতি ও কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে, বেশি দেরি না করে তা রূপায়িত করা হবে।

তিনি বলেন : কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য হাতে সময় কম। জনগণ দলের নীতির প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা বেশী দিন বসে থাকতে পারেন না।

তিনি বলেন : এ ব্যাপারে যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাতে সমাজের এক-শ্রেণীর লোকের কষ্ট হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু না করেও উপায় নেই। আমাদের জোর কদমে এগিয়ে চলতে হবে। গত নির্বাচনে জনগণের দাবিই হল এই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন : গত নির্বাচনে যাঁরা নবকংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁদের দলে টেনে নিয়ে সংগঠনকে জোরদার করে তুলতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আধ ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। তিনি প্রথমে বলেন হিন্দীতে, তারপর কয়েক মিনিট ইংরাজিতে।

শ্রীমতী গান্ধী স্বীকার করেন, কংগ্রেসে এমন কিছু লোক আছেন, যাঁরা সর্বান্তঃকরণে দলের নীতি সমর্থন করেন না। কিন্তু তাই বলে আমরা তাঁদের জন্য বসেও থাকতে পারি না।—পি টি আই ও ইউ এন আই

রক্তপাত বন্ধ করুন

রাশিয়ার কড়া দাবি

মসকো, ৩ এপ্রিল—বাংলাদেশে "রক্তপাত" ও "হত্যাকাণ্ড বন্ধের জন্য রাশিয়া আজ পাকিস্তানের কাছে আবেদন জানিয়েছে। আবেদনের ভাষা অবশ্য দস্তুরমত কড়া।

সোভিয়েট পারলামেনটের পক্ষ থেকে পাক প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খানের কাছে এই আবেদন করেছেন সোভিয়েট প্রেসিডেনট শ্রীনিকোলাই পদগোরনি।

শেখ মুজিবর রহমান সহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার নিরাপত্তার ব্যাপারে ক্রেমলিন যে খুবই উদ্বিগ্ন সোভিয়েট প্রেসিডেনট তাঁর আবেদনে সে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

সোভিয়েটের কূটনৈতিক ইতিহাসে এ-ধরনের আবেদনের কোন নজির নেই। আর এই ব্যাপারে ভারতের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশে গণহত্যা বন্ধের জন্য তাঁদের প্রভাবকে কাজে লাগাতে গত কদিন ধরেই ভারতীয় প্রতিনিধি রুশ নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করে আসছিলেন। তারই ফলশ্রুতি এই আবেদন।

বাংলাদেশের অবস্থা গুরুতর, জটিল

চীনা পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ

বেলগ্রেড, ৪ এপ্রিল—যুগোশ্লাভ সংবাদ সংস্থা তানযুগ-এর একজন সংবাদদাতা পিকিং থেকে জানাচ্ছেন : চীনা পত্রিকাগুলি এই প্রথম বাংলা দেশ সম্পর্কে খবর দিয়েছে। তারা কোন মন্তব্য করেনি, কিন্তু এমনভাবে তথ্য প্রকাশ করেছে, যা থেকে মনে হয় যে সেখানকার (বাংলা দেশের) পরিস্থিতি গুরুতর ও জটিল। 'ভারত পাকিস্তানের ভিতরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে'—পাকিস্তানের এই 'অভিযোগ' চীনা পত্রিকাগুলি ফলাও করে ছেপেছে।

এ বিষয়ে হংকং থেকে খবর : পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে এই প্রথম খবর দিতে গিয়ে চীনের

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ সরকার শীঘ্রই কয়েকটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেতে পারে

তুষার পণ্ডিত

আখাউড়া (বাংলাদেশ), ৪ এপ্রিল—বিশ্বের কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আশু স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে মনে হয়।

শেখ মুজিবর রহমানের কয়েকজন প্রতিনিধি এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে যান। ওই সব দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁরা যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা থেকেই এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জঙ্গী নায়ক ইয়াহিয়া কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এই সম্ভাব্য স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছেন।

কয়েকদিন আগে শ্রীহট্টের কোন এক জায়গায় পাক জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক সভার নবনির্বাচিত সদস্যগণ এক সভায় মিলিত হয়ে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পরিবর্তে এক পূর্ণাঙ্গ জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে এই অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল। নির্বাচিত সদস্যদের সরকার গঠিত হলে স্বভাবতই এই সরকারের কার্যকাল শেষ হয়ে যাবে।

জনপ্রিয় সরকার গঠনের প্রশ্নে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবং দফতর বণ্টনের প্রাথমিক কাজও প্রায় শেষ।

বিদেশী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রাক্কালে এই নতুন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দখলদার পাক সেনাদল কর্তৃক অধিকৃত এলাকাগুলি পুনর্দখলের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে চলেছেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এখন দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং প্রশাসন ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে চালু করার উদ্যোগ আয়োজন করছেন। অনেক এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে ইসলামাবাদ বুঝতে পেরেছেন যে, বাংলাদেশে তাঁদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। 'বুলেট' এবং 'বেয়নেট' দিয়ে যে বাংলার মানুষকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না তা তাঁরা অনুমান করে নিয়েছেন। বাঙালীদের স্বাধীনতা লাভের দৃঢ় প্রত্যয় এবং বাংলাদেশে স্বীয় কুকীর্তির জন্য বিশ্ব জনমতের প্রতিক্রিয়ার কাছে পাক জঙ্গী শাসকদের যে নতি স্বীকার করতে হবে তা এখন সূর্যের মত সত্য।

যশোরের চাঁচড়া রাজবাড়ির দেওয়ালে পাক ফৌজী কামানের গোলাবর্ষণের দাগ। চিত্র—তারাপদ ব্যানার্জি

রাম ঠাকুরের আশ্রমের ২০ জন অধিবাসী নিশ্চিহ্ন

আগরতলা, ৪ এপ্রিল—চট্টগ্রামের একশ বছরের পুরাতন রাম ঠাকুরের আশ্রম কৈবল্যধাম গত সপ্তাহে পাক সেনারা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। কৈবল্যধামের কুড়িজন অধিবাসীই নিখোঁজ। আশংকা করা হচ্ছে যে তাঁদের মেরে ফেলা হয়েছে।

ওই মন্দিরে ছিল একটি স্বর্ণকমলের উপর দাঁড়ানো রাম ঠাকুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। ওই স্বর্ণকমলটি লোভী দস্যুর দল ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

—পি টি আই

সম্ভব হলে মুজিবর নিজেই রাষ্ট্রপুঞ্জে যাবেন

তুষার পণ্ডিত

আগরতলা, ৪ এপ্রিল—পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের যে ক্ষতিসাধন করেছে তা পূরণ করতে বহু সময় লাগবে। এখানে অনেকেই বলছেন যে, যদি সম্ভব হয় তবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ইসলামাবাদের বর্বর অত্যাচারের প্রতি বিশ্বের জনমত আকৃষ্ট করার জন্য নিজেই রাষ্ট্রপুঞ্জে যেতে পারেন।

বাংলাদেশে পাক জঙ্গী শাসকদের বর্বর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা

নব কংগ্রেসের সমাপ্তি অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল—নিখিল ভারত কংগ্রেস (নব) কমিটি আজ বাংলা দেশের সাহসী জনগণকে পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের মুক্তি সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গে ভারতীয় জনগণের আন্তরিক সমর্থন ও সহানুভূতির পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছেন।

বাংলা দেশ সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণের পর দুই দিনব্যাপী অধিবেশন আজ সমাপ্ত হয়। প্রস্তাবে জনপ্রিয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার জন্য পাক সামরিক শাসকদের বর্বর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করা হয়।

কয়েকজন সদস্য এই দাবি জানান যে, ভারত সরকারের উচিত এখনই বাংলা দেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ওপার বাংলার দুর্গত জনগণের সাহায্যার্থে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া।

প্রধানমন্ত্রী বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন যে, কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের ইচ্ছা নেই, তবে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর যে অত্যাচার ও অবিচার চলছে তাতে ভারত নীরব

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলা দেশের আইনসভার বৈঠক ডাকা হচ্ছে

আগরতলা, ৪ এপ্রিল—পূর্ববঙ্গে এই জোরদার লড়াইয়ের মধ্যেও শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আজ রাতে ঘোষণা করেন, লোকায়ত্ত সরকার গঠনের খুঁটিনাটি তৈরি করার জন্য 'দু-একদিনের মধ্যেই' প্রাদেশিক আইনসভার বৈঠক বসবে। —পি টি আই

রণাঙ্গনের খবরের আলো-আঁধারি

দিনাজপুর শহর, ঢাকার লালবাগ মুক্ত, শ্রীহট্টের পতনও আসন্ন

কিন্তু যশোরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ চাচড়ার মোড় হানাদারেরা ফের কেড়ে নিয়েছে

রবিবার সারা দিন জুড়ে রণাঙ্গনের খবরের আলো-আঁধার চলেছে। মুক্তি ফৌজের বিরাট জয় দিনাজপুর শহর দখল। ওদিকে পালটা আক্রমণ চালিয়ে পাক ফৌজ যশোরের নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগস্থল চাচড়া আবার কেড়ে নিয়েছে।

দিনাজপুর মুক্তি ফৌজের হাতে আসায় "বাংলাদেশের" উত্তর-পশ্চিমাংশের প্রায় সব কটি বড় শহরই মুক্ত। রংপুরেও জোর লড়াই চলছে। হানাদারদের কামানের গোলাবর্ষণের বিরাম নেই।

অন্য এক সূত্রে পাওয়া সংবাদ, ঢাকার পুলিশ সদর লালবাগ মুক্তি ফৌজের দখলে। শিলং-এর একটি খবরে জানা যায়, শ্রীহট্টের মুক্তি আসন্ন।

পাক সেনাবাহিনীকে এদিনও বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজ বিভিন্ন স্থানে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। পাক সৈন্যরা প্রধানত ছাউনি এলাকার মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়। বর্ষা শুরু হবার আগেই বিভিন্ন স্থান পুনরুদ্ধারের জন্য পাক বাহিনীর উৎকণ্ঠা দেখা যায়।

যে সব শহর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দখলদার বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই সব শহরে রবিবারও প্রচুর বোমাবর্ষণ করা হয়। দখলদারদের মোকাবিলায় রত মুক্তি ফৌজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের বহু সংগ্রামী এদিন রংপুরের দিকে এগিয়ে যান।

স্বাধীনতা সংগ্রামীরা শ্রীহট্টের বিমানঘাটি ধ্বংস করেছেন, ঢাকা-শ্রীহট্ট সড়কে ভৈরব সেতু এবং জকিগাঁও-শ্রীহট্ট সড়কে চরখাই সেতু উড়িয়ে দিয়েছেন। অবশ্য এ খবরও পাওয়া যায় যে, শ্রীহট্টকে ঘিরে মুক্তি ফৌজের ঘাটিগুলিতে পাক দখলদাররা নতুন করে হানা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বামুনগাছি এলাকায় পাক বাহিনী ছত্রী সেনা নামিয়েছে। গত কয়দিন যাবত অবিরাম বোমাবর্ষণের ফলে সমশেরনগর রেল স্টেশন এবং কয়েকটি পেটরোল স্টেশন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

যশোরে কোণঠাসা দখলদার বাহিনী বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে মুক্তি ফৌজ তাদের পর্যুদস্ত করে আবার তাদের পিছনে হটিয়ে দিয়েছেন।

পাক সেনারা কুমিল্লা বিমানঘাটির পাঁচ কিলোমিটার থেকে সমস্ত অধিবাসীকে সরে যেতে বলেছে। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আবার চালু করার জন্য দখলদারদের চেষ্টা ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে মুক্তি ফৌজ শুভাপুরে একটি সেতুর ক্ষতি করেছেন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র থেকে তিস্তা পর্যন্ত সমস্ত এলাকাই এখন মুক্তি ফৌজের নিয়ন্ত্রণে। সৈন্যরা পাটগ্রাম এবং লালমণিরহাটের মধ্যে রেল সড়কের ক্ষতি করেছে। মুক্তি ফৌজ এই লাইন আবার ঠিক করে ফেলেছেন।

রাজশাহীতে লড়াই

রাজশাহীতে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে বলে খবর পাওয়া যায়। এখানে মুক্তি ফৌজ ইয়াহিয়ার সৈন্যদের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলেও জানা যায়।

পাকিস্তানের চারটি সামরিক ট্রাক লোক এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রংপুর থেকে দিনাজপুরে যাওয়ার পথে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে পড়ে। অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

শনিবার পাকিস্তানী স্যাবার জেট ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দিতাস গ্যাস প্ল্যানটে মেসিনগানের গুলি চালায়। আশুগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ শহরের উপরও গুলি চালানো হয়। এর ফলে হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছে বলে জানা যায়।

বগুড়ার নতুনবাজারে একটি অফিসবাড়ির উপর বোমা পড়ে এবং নমাজরত কয়েক ব্যক্তি নিহত হন।

কুষ্টিয়া এবং রাজশাহী এলাকা থেকে বহু উদ্বাস্তু রবিবারও ভারতে আসেন। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের কয়েকজন পাঠান এবং বুড়িমারার দুজন অবাঙালী রেল অফিসারও আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

জনসাধারণকে নিহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়াও পাক সেনারা সংগঠিতভাবে মেয়েদের অপহরণ এবং নির্যাতন করছে বলে খবর পাওয়া যায়। যে সমস্ত গ্রামের উপর এখনও পাক সেনার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, সেই সমস্ত গ্রামের নারীরা অসীম নির্যাতন ভোগ করছেন।

চট্টগ্রামে প্রচুর কারফিউর পর সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ জারী করলেও মাল খালাসের জন্যও তারা কোন লোক জোগাড় করতে পারেনি। জাহাজগুলিতে সামরিক সরবরাহ নেই এরূপ আশ্বাসেও কোন কাজ হয়নি।

চাঁচড়ার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলটি পুনর্দখল করার পর হানাদার সেনারা কৃষি সংস্থার তিনতলা বাড়িটি দখল করে নিয়েছে এবং দক্ষিণে খুলনার দিকে প্রায় আট কিলোমিটার এগিয়ে গিয়েছে।

যশোরগামী ইউ এন আই-এর সংবাদদাতাকে শহরের ছয় কিলোমিটার দূরে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের লোকেরা এগোতে দেননি। প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে বলে তাঁকে ফিরে যেতে বলেন। তাঁকে আরও বলা হয়, শনিবার বেলা আড়াইটা নাগাদ বিমানে নতুন সরবরাহ সৈন্য আসার পর পাকি-

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

পাক বিমানের ভারতের আকাশ-সীমা লংঘন

কৃষ্ণনগর, ৪ এপ্রিল—বাংলা দেশের মুক্তিপ্রাপ্ত কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গায় বিমান থেকে বোমা বর্ষণের সময় পাকিস্তানী জেট বিমানগুলি সীমা লঙ্ঘন করে ভারতীয় আকাশে প্রবেশ করে।

জেট সামরিক বিমানগুলি জেড সহর ও কয়েকটি সীমান্তবর্তী গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যায়।

গতকাল সন্ধ্যায় এবং আজ ভোর হবার ঠিক আগে ভারতীয় সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির ওপর দিয়ে পাকিস্তানী জেট বিমানগুলিকে উড়ে যেতে দেখা যায়।

ইউ এন আই

পূর্ববঙ্গের সঙ্গে টেলি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

পাক বেতারের কবুল

গৌহাটি, ৪ এপ্রিল—পাক বেতার আজ কবুল করেছে যে, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে টেলি-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এক সংবাদ বুলেটিনে বলা হয়েছে যে দুই অংশের মধ্যে সীমিত ক্ষেত্রে টেলি-যোগাযোগ আবার চালু হচ্ছে।

বেতারে আরও বলা হয়েছে : পাকিস্তানী নৌবাহিনীতে পূর্ববঙ্গের লোকেরা কাজে যোগ দেননি।

রেডিও পাকিস্তান আজ রাতে জানায়, ঢাকা শহরে কলেরা-বসন্তের মড়ক রোধ করার জন্য ব্যাপকভাবে প্রতিষেধক ইনজেকশন ও টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। স্বেচ্ছাকর্মীরা শহরের পথগুলি পরিষ্কার করছেন।

—পি টি আই

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২ উইঃ ৮৬ রান

ব্রিজটাউন, ৪ এপ্রিল—চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচের চতুর্থ দিনে চা-পানের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ৮৬ রান করেছে।

—রয়টার

চট্টগ্রাম থেকে ব্রিটিশ জাহাজ ভারতে আসছে

স্টাফ রিপোর্টার

চট্টগ্রাম থেকে ব্রিটিশ নাগরিকদের নিয়ে একটি জাহাজ শীঘ্রই ভারতের দিকে রওনা হবে বলে রবিবার কলকাতায় নির্ভরযোগ্যসূত্রে খবর পাওয়া যায়।

এই ব্রিটিশ জাহাজটি পাক দখলদার বাহিনীর আক্রমণ শুরু হবার আগে চট্টগ্রামের জন্য মালপত্র নিয়ে রওনা হয়েছিল। কিন্তু জাহাজটি যখন সেখানে পৌঁছল তখন চট্টগ্রাম জ্বলছে। কাজেই জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়তে বা মাল খালাস করতে পারেনি। বন্দরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

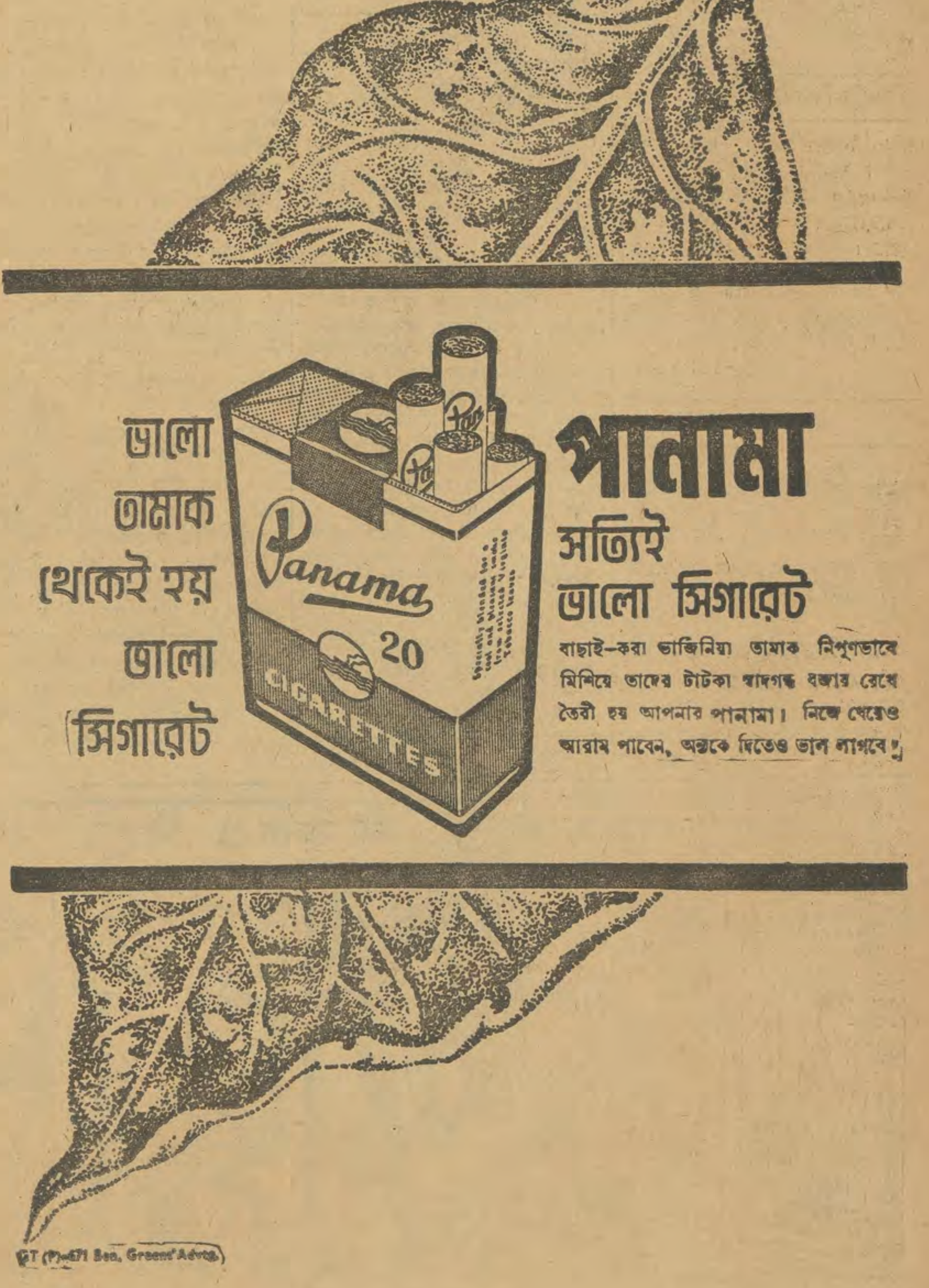

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯০.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	× × × ×
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	× × × ×

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ

টেণ্ডার

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, ১নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন সার্কল, ১০৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪, আর এইচ এস-এর অধীন নেতাজী সুভাষ রোড এবং মুর অ্যাভিনিউয়ের জংসনে ৪ তল বিল্ডিং নির্মাণ—একটি ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০০ ফুট গভীরে রিভার্স সারকুলেশন রিগ মেথড টিউবওয়েল বসাইবার জন্য পি ডবলিউ ডি-এর প্রথম শ্রেণীর এবং অন্যান্য যথোপযুক্ত শ্রেণীর (পি ডবলিউ ডি-এর রুল অনুসারে) বাহিরের প্রকৃত বিল্ডিং ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন। অনুমিত বরাদ্দ : ৩২,০০৮, টাকা। বায়নার পরিমাণ : ৬৪০, টাকা। উক্ত অফিসে/এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, হাউসিং কনস্ট্রাকশন ডিভিসন নং ৬এর অফিসে বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে টেণ্ডারের বিস্তারিত কাগজপত্র দেখা যাইবে। ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে

১১৯৪(২) আই পি আর/এ/৭১ (৫১৬২)

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার শুকনা ফরেস্ট লোকেশন ডিপো হইতে প্রসেস করা ও তাজা প্রায় ৭০০ কুইণ্টাল হলুদ বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। ইউটিলাইজেসন ...

মারকিন, সোভিয়েত দূতাবাসের সামনে আজ অনশন ব্রত

স্টাফ রিপোর্টার

"বাংলাদেশ" থেকে মারকিন ও সোভিয়েত অস্ত্র তুলে নেওয়ার জন্য ওই দুই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আজ সোমবার ৫ এপ্রিল সকাল ৬টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত কলকাতায় মারকিন ও সোভিয়েত দূতাবাসের সামনে পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট নাগরিকরা অনশনব্রত পালন করবেন।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ও পি শাহ শনিবার ওই সংবাদ দেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক সমীর গাঙ্গুলি প্রমুখের এই অনশনে যোগ দেওয়ার কথা আছে।

বুধবার শহীদ মিনারে জনসভা

বাঙলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি বাঙলাদেশ-এর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য ব্যবস্থাদি জোরদার ও সংহত করবার উদ্দেশ্যে আগামী বুধবার সন্ধ্যায় শহীদ মিনার ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করছেন। সমিতির সভাপতি, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি তাতে সভাপতিত্ব করবেন।

এই সর্বদলীয় সমিতিতে আছেন—শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি সভাপতি; অধ্যাপক সমর গুহ এবং শ্রীসুধীর দাস সহ-সভাপতি; অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত, অধ্যাপক নির্মল বসু, শ্রীহরিদাস মিত্র, ডাঃ জয়নাল আবেদিন, শ্রীঅরুণকুমার মৈত্র সাধারণ সম্পাদকগণ; শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ — কোষাধ্যক্ষ। কমিটির ঠিকানা—৩৪ ইনডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা—১৩।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়তা সমিতি

লোকসভা সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরীকে সভাপতি এবং ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়তা সমিতি নামে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির অফিস ১২৪সি লেনিন সরণি,

রোশেনারা দিবস পালনের আবেদন

ঢাকা মহিলা কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী রোশেনারা বুকে 'মাইন' বেঁধে পাকিস্তানী ট্যাংকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্যাংক ধ্বংস করে স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য আত্মবলিদানের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন সেই দেশপ্রেমিক নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটি পশ্চিমবাংলার সমস্ত মহিলা সংগঠন, ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমস্ত মহিলা সাধারণের কাছে আগামী ৫ এপরিল রোশেনারা দিবস পালনের আহবান জানান হয়। সোমবার বেলা ৩টায় শহীদ মিনারে জমায়েত হয়ে পাকিস্তান হাইকমিশন ও বরমা কনসুলেট দফতরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে শনিবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ডি ওয়াই ও এবং পথিকৃৎ আয়োজিত একটি জনসভা হয়। সভার পর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে একটি মিছিল বেরিয়ে ব্রিটিশ দূতাবাসে ও পরে পাকিস্তান দূতাবাসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বুধবার বাংলাদেশ সংহতি দিবস

১২ জুলাই কমিটি মনে করে যে, শুধু দাবী উত্থাপনের মধ্য দিয়েই ভারত সরকারকে দিয়ে দায়িত্ব প্রতিপালন করান সম্ভব হবে না এবং তার জন্য ব্যাপক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন। ১২ জুলাই কমিটি তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে আগামী ৭ এপ্রিল বুধবার ১২ জুলাই কমিটির আহবানে "বাংলাদেশ সংহতি দিবস" প্রতিপালন করা হবে। ঐদিন রাজ্যের সর্বত্র মিছিল সমাবেশ গণ-ডেপুটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করা হবে। কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে গণ ডেপুটেশনে যাওয়া হবে।

বিভিন্ন দূতাবাসের সামনে মিছিল যাবে

আজ সোমবার ৯-৩০ মিনিটে পারক স্ট্রীটে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির সামনে থেকে একটি মিছিল বিভিন্ন দূতাবাসের সামনে বাংলী দেশের সহায়তা দাবি করতে যাবে।

পাবলিক নোটিস

দরখাস্ত পাইয়াছেন এবং যেহেতু এই রেজিস্টারিং অথরিটি প্রস্তাবিত হস্তান্তর সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা প্রয়োজন মনে করেন, সেইহেতু এক্ষণে উল্লেখিত ভেহিকলগুলির যে-কোন একটির হস্তান্তর সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে সাত দিন মধ্যে আহবান করা যাইতেছে। উক্ত আপত্তি যে কোন কাজের দিন বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১২-৩০টার মধ্যে স্বয়ং অথবা কোন উকিল মারফত অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর (রেজিস্ট্রেশন) পাবলিক ভেহিকলস ডিপার্টমেণ্ট-এর নিকট পেশ করিতে হইবে। আপত্তির দরখাস্ত তিন প্রস্থে হইতে হইবে; উহাতে বিশদভাবে আপত্তির হেতুসমূহ থাকা চাই এবং আপত্তির যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য উহার সঙ্গে প্রামাণিক কাগজপত্র (যে ক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে) থাকা চাই। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি পেশ করা না হইলে আর কোন বিজ্ঞপ্তি না দিয়াই মালিকানার হস্তান্তর অনুমোদন করা হইবে।

স্বাঃ এস কে চক্রবর্তী,
রেজিস্টারিং অথরিটি,
কলিকাতা

তারিখ—২৯-৩-৭১
১১৮৮(৫) আই পি আর/এ/৭১ (৫১৬৫)

ভোলটাস লিমিটেড

নোটিস

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ১৫৪ ধারা অনুযায়ী এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, বোনাস শেয়ার ইস্যুর জন্য সদস্যদের রেজিস্টার ২৩ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ শুক্রবার হইতে ৩০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ শুক্রবার (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

কোম্পানির শেয়ার ট্রানসফার বহিও উপরোক্ত সময়ে বন্ধ থাকিবে।

এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ৩০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে যাঁহাদের নাম থাকিবে সেই সমস্ত সদস্যকে বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হইবে। যে ...

আজ সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক

স্টাফ রিপোর্টার

আজ, সোমবার সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ডাক দিয়েছেন একদিকে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদ এবং অপরদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (বাম), গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও এফ আর এস একযোগে। দু' পক্ষ দুই ভিন্ন দাবিতে এই ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের সহঃ সভাপতি শ্রীসমীর রায় এক বিবৃতিতে শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রনেতা শ্রীতপন ঘোষ ও শ্রীনির্মল ভট্টাচার্যের ওপর সি পি এম সমর্থকদের গুলিচালনা এবং যুব কংগ্রেস কর্মী শ্রীরঞ্জিত ওঝাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার প্রতিবাদে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও অনুরূপ বিবৃতি দেওয়া হয়।

ছাত্র ফেডারেশন (বাম), গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও এফ আর এস ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন ছাত্র ফেডারেশনের (বাম) সম্পাদক শ্রীসুভাষ চক্রবর্তীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে। ওই তিনটি সংগঠনের পক্ষ থেকে যথাক্রমে সর্বশ্রী বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অশোক দত্ত এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, শ্রীচক্রবর্তীকে রবিবার দমদম পুলিশ গ্রেফতার করে।

বিবৃতিতে পুলিশের 'প্ররোচনামূলক ও স্বৈরাচারী আচরণের' নিন্দা করা হয়েছে। এদিন বেলা ১টায় শহীদ মিনারে তাঁরা এক ছাত্র-যুব সমাবেশেরও ডাক দিয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যামপাসে আজ, সোমবার ও কাল সমস্ত ক্লাস ও অফিসের কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ভবনগুলিতে অবশ্য ক্লাস ও কাজকর্ম যথারীতি হবে। রবিবার উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনের বাড়িতে কর্তৃপক্ষস্থানীয় কয়েকজন এবং সেনেট-সিনডিকেটের কয়েকজন সদস্য এক বৈঠকে মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেন। ওই দুদিন কলেজ স্ট্রিট ক্যামপাসের আশুতোষ, দারভাঙ্গা ও শতবার্ষিকী ভবনগুলিতে নির্ধারিত কমিটি মিটিংগুলিও হবে না।

শোক-সংবাদ

শ্রীগুরু লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা স্বত্বাধিকারী শ্রীভুবনমোহন মজুমদার (৬৯) ২রা এপ্রিল সজ্ঞানে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র ও চার বিবাহিতা কন্যা বর্তমান।

আপনার জীবনসঙ্গী

৫০ গুলির জার্মান অটোম্যাটিক রিভলবার। লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। বিনা লাইসেন্সের ৫০ গুলির এই অটোম্যাটিক পিস্তল আপনার রক্ষা কবচ। চোর এবং বন্য জন্তু থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। বনভোজন, ভ্রমণ, নাটক, শুটিং ও ফাইটিং ইত্যাদিতেও প্রয়োজনীয়। অটোম্যাটিক, জোর আওয়াজ এবং চোখ ধাঁধানো আলো। দাম ২২, টাকা, ভি পি পি চার্জ টাঃ ৩·৫০ পঃ। ১০০টি গুলি বিনামূল্যে। অতিরিক্ত ১০০ গুলি ৩, টাকা। চামড়ার কেস ৫, টাকা।

Rolex India (22)
2098 Piple Mahadeo, P. Box 1574
Delhi-6
(৪৮৫১-এ)

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

এ-৫ গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি

আবশ্যক

সম্পাদক : (বারটি পদ) : অহমিয়া, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি, কানাড়া, মালয়ালম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, তামিল, তেলুগু এবং উর্দু ভাষার প্রত্যেকটির জন্য একজন করিয়া। বেতন : চাকরিকালে মোট পারিশ্রমিক : মাসিক ১০০০, টাকা (নির্দিষ্ট)। বয়স : ১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে অনধিক ৪০ বৎসর। যোগ্যতাবলী : (১) সংশ্লিষ্ট ভাষায় পারদর্শিতা তৎসহ ইংরেজিতে উত্তম জ্ঞান এবং মাস্টার্স ডিগ্রি : (২) কোন পাবলিশিং হাউসে অনুবাদ/সম্পাদনা/লেখা সম্পর্কে পাঁচ বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা।

পদগুলি অস্থায়ী তবে পাঁচ বৎসর চলিতে থাকার সম্ভাবনা। যে ক্ষেত্রে প্রার্থীর উন্নততর অভিজ্ঞতা আছে সেরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ও যোগ্যতা সিলেকসন কমিটির ইচ্ছানুযায়ী শিথিল করা যাইতে পারে।

দরখাস্ত ৩০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ মধ্যে সেক্রেটারি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-৫, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি—১৬ ঠিকানায় পৌঁছা চাই। যাঁহারা ইতিমধ্যেই কর্মরত রহিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের নিয়োগকর্তার মারফৎ দরখাস্ত করিবেন। ইণ্টারভিউর জন্য টিএ/ডিএ দেওয়া হইবে না।

ডিএভিপি ৭৭৭(১)/৭১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাজস্ব পর্ষদ

বিজ্ঞপ্তি

ভূমি-সংস্কার আইন অনুসারে ১০নং ফরমে প্রদেয় প্রথম রিটার্ন দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৭১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বর্ধিত হলো।

প্রত্যেক রায়তকে ১৯৬৯ সালের ভূমি-সংস্কার (২য় সংশোধনী) আইন অনুসারে ভূমি-সংস্কার নিয়মাবলীর ১৫(ক) ও ১৫(খ) নিয়মে প্রকাশিত ১০নং ফরম অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭০। বর্তমানে সেই রিটার্ন দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৭১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৩০শে জুন মধ্যে ১০নং ফরমে আপনার রিটার্ন দাখিল করুন

পঃ বঃ (জনসংযোগ)বি ১০৭৩(৪)/৭১

টেণ্ডার

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড

হলদিয়াস্থ হলদিয়া রিফাইনারী প্রজেক্টের জন্য "১নং ক্রুড স্টোরেজ ট্যাঙ্কের প্রিলোডিং" কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত প্রকৃত, অভিজ্ঞ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে জেনারেল ম্যানেজার, ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড, হলদিয়া রিফাইনারী প্রজেক্ট (রিফাইনারীজ ডিভিসন), হলদিয়া-এর পক্ষে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে।

নিম্নলিখিত অফিসগুলিতে ১৯৭১ সালের ৮ এপ্রিল হইতে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন অফিসের কার্যকালে টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে এবং টেণ্ডারের কাগজপত্রের প্রতি প্রস্থ বাবদ নগদ ২০, টাকা (কুড়ি টাকা মাত্র) (অফেরৎযোগ্য) দিয়া উহা পাওয়া যাইবে।

চীফ এঞ্জিনীয়ারের অফিস,
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড
(রিফাইনারীজ ডিভিশন)
হলদিয়া রিফাইনারী প্রোজেক্ট,
পোঃ হলদিয়া,
জেলা মেদিনীপুর (পঃ বঃ)

ম্যানেজার (এ অ্যাণ্ড টি)-এর অফিস,
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ,
৯, সৈয়দ আমীর আলী অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৭

বায়না জমা হিসাবে ২০০০, টাকা সহ টেণ্ডার হলদিয়াস্থ চীফ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে ১৪ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত এবং সেই দিন বিকাল ৪টায় হলদিয়াস্থ উপরোক্ত অফিসে খোলা হইবে। টেণ্ডার সম্পর্কে কোন কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হইলে, তাহা করিবার জন্য টেণ্ডারদাতাদিগকে টেণ্ডার খোলার সময়ে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত তাঁহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে।

টেণ্ডারের কাগজপত্র কেবল সেই সব ঠিকাদারের নিকট ইস্যু করা হইবে, যাঁহারা দলিলগত প্রমাণপত্র দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, তাঁহারা এই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং তাঁহাদের যথোপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম আছে। (৫১৬৮)

শনিবার বাদে যেকোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন অনুরোধক্রমে এই অফিসে পাওয়া যাইবে।

আর এন মিত্র
সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার
(এস অ্যাণ্ড পি)
(৫০৯০/২-এ)

কলিকাতার ১৪ স্ট্র্যাণ্ড রোড (৫ম তল)স্থিত নিম্নবর্ণিতের নিকট/দানাপুরস্থ ডিভিশনাল এঞ্জিনিয়ার (সি)'এর নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

চীফ এঞ্জিনিয়ার (কন)
জি ১০/৯এ/পিআরও/কনস—১ (৫১৬৯)

রিডাক্সন সেল

খবরী, ৪৭/সি, সেক্সপীয়র সরণী, ফোন—৪৪-৮২৮০। নববর্ষ উপলক্ষে ছাপা এবং ঢাকাই শাড়ির অভিনব সমাবেশ। (সি ১৩০২)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে

আনন্দ বাজার পত্রিকা

[বৃহস্পতিবার ২২শে চৈত্র, ১৩৪০ ইং ৫-৪-৩৪]

নোয়াখালী জেলার সদর শহর

মাইজদী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত

নোয়াখালী, ৩রা এপ্রিল

বিভাগীয় কমিশনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি পত্রে জানাইয়াছেন যে, নোয়াখালী জেলার সদর সহর মাইজদীতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য নোয়াখালী তদন্ত কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে।

তীরভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া খাসমহল ও ফৌজদারী আদালতগৃহ সত্বর নদীগর্ভে পতিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। ...

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেণ্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় বন্ধ হয়

ছোট বড় সকলেই ফরহ্যান্স টুথপেষ্টের অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ কারণ মাড়ির গোলযোগ আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট আশ্চর্য কাজ করেছে। এই প্রশংসাপত্রগুলি জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ-এর যে কোনো অফিসে দেখতে পারেন।

"ফরহ্যান্স টুথপেষ্টের কাছে এবং যে ডাক্তার রোজ এই টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে বলেছিলেন তাঁর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ ...কারণ এঁদের দৌলতে এমন কি এই ৭৩ বছর বয়েসেও আমার সমান সারির ঝকঝকে দাঁত খুব মাড়ির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ..."
—বিভূতিভূষণ বোস, কলকাতা

"একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আপনাদের বিশ্ববিখ্যাত টুথপেষ্ট আমি নিয়মিত ব্যবহার করে আসছি। আজ আমার প্রত্যেকটি দাঁত অটুট, মজবুত! ফরহ্যান্সকে আমি সবকিছু থেকে ওপরে ঠাঁই দিই, কারণ এই টুথপেষ্ট একজন দাঁতের ডাক্তারের সৃষ্টি—এই তো বড় কথা!"
—এস্ এন্ চাটার্জি, কোয়েম্বাটুর

ভালোভাবে দাঁতের যত্ন নিতে হলে রোজ রাত্তিরে আর সকালে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ও ফরহ্যান্স ডবল্ এ্যাকশন টুথব্রাশ ব্যবহার করুন...আর নিয়মিত আপনার দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বিনামূল্যে: তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা, "দাঁত ও মাড়ির যত্ন"

এই পুস্তিকা ১০টি ভাষায় পাওয়া যায়। এর জন্যে, এই কুপনের সঙ্গে ২০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান, এই ঠিকানায়—ম্যানার্স ডেন্টাল এডভাইসরী ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বোম্বাই ১।

নাম ______ বয়েস ______

ঠিকানা ______

* অনুগ্রহ করে যে ভাষায় চান তার নিচে দাগ কেটে দিন: ইংরিজি, হিন্দী, মারাঠি, গুজরাটি, উর্দু, বাংলা, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী। A4

ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট—এক দন্তচিকিৎসকের সৃষ্টি

90F-182 BEN

সোমবার—৫ এপরিল

বেতারবার্তা

১ম অধিঃ—৬টা সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ দেবব্রত রায়—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—খেয়াল, নিসার হোসেন খাঁ; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ সতীনাথ মুখোঃ—রাগপ্রধান ও ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ স্বপ্না ঘোষাল—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা মণীন্দ্র দাস ও সহশিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি; ৮-১৫ উমা রুদ্র—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৩০ মালবিকা কানন—খেয়াল; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ নজরুলগীতি; ৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ মঞ্জুলা গুহ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা সমরকুমার চট্টোঃ—এসরাজ; ১০-৩০ মৃণালিনী যোশী—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সঙ্কেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা নিসার হোসেন খাঁ—খেয়াল ও তারানা; ১-৩০ সুগম সংগীত; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (ষষ্ঠ শ্রেণী); ২-৪৫ মঞ্জুলা গুহ—রবীন্দ্রসংগীত (শর্ট ওয়েভে); ২-৫০ দেবব্রত রায়—গীটার; ৩টা অনুরোধের আসর; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সঙ্কেত, শোভা ঘোষ—সেতার; ৫-৩০ বিজয়া চৌধুরী—ভজন; ৫-৪৫ নারায়ণ চট্টোঃ—আধুনিক; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা—বাং ও ইং; ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ কালিদাস বিশ্বাস—লোকগীতি; ৬-৪০ রোগপ্রতিরোধে : ডায়াবেটিস কথিকা; ৬-৫০ কল্যাণী দত্ত—পদাবলী কীর্তন; ৭টা কৃষিকথা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা বাংলা গদ্যের ধারা (৪) টেকচাঁদ ঠাকুর : বাংলা কথিকা; ৮-১৫ মঞ্জুশ্রী গুপ্ত—নজরুলগীতি, ৮-৩০ সিদ্ধেশ্বর মুখোঃ—রাগপ্রধান; ৮-৪৫ উমা রুদ্র—আধুনিক; ৯টা মালবিকা কানন—খেয়াল ৯-৩০ মঞ্জুশ্রী গুপ্ত—অতুলপ্রসাদের গান ৯-৪৫ সিদ্ধেশ্বর মুখোঃ—পুরাতনী; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ মণীন্দ্র দাস ও সহশিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি; ১০-৩০ স্বপ্না ঘোষাল—রবীন্দ্রসংগীত ১০-৪৫ সতীনাথ মুখোঃ—আধুনিক; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সঙ্কেত, আলোর গান : মণিকা সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ দিনের আলোয় : কথিকা—দেবরঞ্জন বসুমল্লিক; ৬-১০ রাগরঙ : রীতা রায়—খেয়াল; ৬-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো : আলপনা মুখোঃ—গীটার ৬-৪০ নানারঙের গান : প্রতিমা কর—শ্যামাসংগীত, নিরঞ্জন দাস—আধুনিক ও লোকগীতি; ৭টা যুবসংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৭-৫ প্রতিতরঙ্গ : আলপনা মুখোঃ—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : মণিকা সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ সুরলহরী : যন্ত্রসংগীত; ৭-২৫ দিগন্তের গান : সুজাতা বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৭-৩৫ সওর দশকের চোখে : দর্শক ও শিল্পী : বাংলা কথিকা—অমৃত বন্দ্যোঃ; ৭-৪০ সুরকল্লোল—আলপনা মুখোঃ—গীটার; ৭-৪৫ শহরের খবর; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা সময় সঙ্কেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১-৪০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সঙ্কেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠোসুর, নিরঞ্জন দাস—লোকগীতি ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে, স্বরচিত কবিতা—কমল মজুমদার; ৫-২৫ প্রতিতরঙ্গ—আলপনা মুখোঃ—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ মেঠোসুর : প্রতিমা কর—শ্যামাসংগীত; ৫-৪৫ সুরবাহার—আলপনা মুখোঃ—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : মণিকা সেনগুপ্ত ও সুজাতা বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬টা ইংরেজী সংবাদ; ৬-৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ৬-৩০ খেলাধুলোর জগৎ; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা—সুজাতা বন্দ্যোঃ—আধুনিক, রীতা রায়—ভজন; ৬-৫০ রাগরঙ : রীতা রায়—খেয়াল; ৭টা আমাদের নাটক ৭-৩০ গানের বৈঠক : সুজাতা বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্রসংগীত, প্রতিমা কর—শ্যামাসংগীত, রীতা রায়—ভজন; নিরঞ্জন দাস—আধুনিক ও লোকগীতি, আলপনা মুখোঃ—গীটার; ৮টা প্রবোধকুমার চক্রঃ—রাগপ্রধান; ৮-১৫; ন্যাশনাল মেরিটাইম ডেঃ ইংরেজীতে আলোচনা; ৮-৩০ মালবিকা কানন—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উর্দু অনুষ্ঠান — অবকাশরঞ্জন (দিল্লী থেকে); ৯-৩০ ইং কথিকা; ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০-৩৫ সমরকুমার চট্টো—এসরাজ; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

গ : (সন্ধ্যায়) ৬টা মৃণালিনী যোশী—খেয়াল; ৬-১৫ প্রবোধকুমার চক্রঃ—ঠুংরী; ৬-৩০ শোভা ঘোষ—সেতার; ৬-৪৫ শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান ৭টা বিজয়া চৌধুরী—ভজন; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ নারায়ণ চট্টোঃ—আধুনিক; ৭-৪৫ কল্যাণী দত্ত—পদাবলী কীর্তন; ৮টা সমাপ্তি।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাঁটা আরম্ভ	
সোমবার—	৬-৩৯	৬-৫৪	১১-৫	১১-০

বিপ্রনো ক্রীম

সুরভিত ক্রীম

এ, সি, কেমিক্যালস্-এর তৈরী

(সি ১১০২)

সকলেরই পোষায়...

সেঞ্চুরির কাপড়! সেঞ্চুরির কাপড়ের দাম খুবই ন্যায্য। তাই সকলেই সহজে কিনতে পারেন। প্রত্যেক দিনপরবার জন্য, যে-কোন উৎসবে ও শুভকর্মে পরবার জন্য সেঞ্চুরির শাড়ীগুলি অতুলনীয়। অনুরাধা, বিনোদিনী, টু×টু মোনিকা, লেক্স বিউটি এই নতুন শাড়ীগুলির মধ্যে যেটি আপনার পছন্দ বেছে নিন।

দি সেঞ্চুরি স্পি. এণ্ড ম্যানু. কোং লিঃ বোম্বাই-২৫ ডিডি

সেঞ্চুরি শাড়ী

সেঞ্চুরি—১০০% সুতী কাপড়ের জন্য

Adroit CM 119-Ben

সোল এজেণ্ট : মেসার্স রাধেশ্যাম কৃষ্ণকুমার অ্যাণ্ড কোং, ১১৬, মদনগোপাল দত্ত লেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৭।

অনুমোদিত রিটেলার : ক্যালিক হাউস, ৩৬, হাঁক জাদের কিদোয়াই রোড (পার্ক স্ট্রীট ক্রসিং), কলিকাতা—১৬

MPC-178

MUKAND IS STEEL

MUKAND STIMULATES NEW TRENDS IN ALLOY STEEL CASTINGS

Alloy steel castings for industry. Among the many which Mukand is equipped to serve are the chemical, petrochemical and fertiliser industries, the engineering and electrical industries—including furnace manufacture. Components of varied sizes to specific requirements in alloy steel castings in high and low alloy steels—among them, high nickel based alloys with as iron content as low as 4%, high silicon alloys and heat and corrosion resistant alloys, including stainless steels. Mukand's range of castings covers furnace components, turbine castings and chemical process equipment—and several others.

Mukand also provides answers to specific problems in alloy steel castings, with sophisticated research and development facilities such as the Mohawk furnace to work out the optimum heat treatment cycle for different alloy steel castings. And comprehensive quality control—chemical, mechanical, metallographic and non-destructive—which is carried out to ensure a uniformly high standard.

Mukand Iron & Steel Works Ltd. Kurla, Bombay-70 AS.

Calcutta Office: Commercial House, 3-A Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13

MEMBER

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

সোমবার, ২২ চৈত্র, ১৩৭৭

দিনের বাণী

বাংলার চরিত্র ও ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই নূতন যুগেও সেই পুরাতন বাঙ্গালী চরিত্র ও স্বধনাই অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। কেবল রূপের পরিবর্তন হইয়াছে, মূল বস্তুটি নষ্ট হয় নাই; তাহা যেমন ছিল, তেমনই আছে। সে মূল বস্তুটি স্বাধীনতা।

—বিপিনচন্দ্র

মানবিকতার আহ্বান

আন্তর্জাতিক রেডক্রশের একটি ঔষধ-বোঝাই বিমান দিন দুই করাচিতে অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বিমানটি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁকে কুর্নিশ করিতে আসে নাই—আসিয়াছিল ঢাকার আর্তদের সেবার সামগ্রী লইয়া। আশা ছিল পাকিস্তানী হুকুমতের মেজাজ যতই উগ্র এবং রূক্ষ হউক না কেন, মানবিকতার দাবি অন্তত সে উপেক্ষা করিবে না। ঢাকায় রেডক্রশকে তাহার কর্তব্যপালন যথারীতি করিতে দিবে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের ধার ইয়াহিয়া খাঁ এবং তাঁহার দলবল আদৌ ধারেন না। রেডক্রশই হউক আর ইউনাইটেড নেশনস্ই হউক, কাহার তোয়াক্কা তাঁহারা করেন? কাজেই রেডক্রশের সাধ্যসাধনার কোনও ফল হয় নাই। ঢাকা রওনা হইবার ছাড়পত্র তাহার নামঞ্জুর করিয়াছেন পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। রেডক্রশের ভাগ্য ভাল যে, তিনি শুধু ওইটুকু করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। জনতাকে দিয়া বিমানটি যে করাচি এয়ারপোর্টে আগুনে পোড়াইয়া ধ্বংস করেন নাই কিংবা সোজাসুজি সেটিকে ক্রোকের পরোয়ানা জারি করিয়া বাজেয়াপ্ত করেন নাই, এ তো রেডক্রশের বহু ভাগ্য!

কিন্তু তামাসা থাক। বাংলা দেশ আজ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে। তাহার সমস্যা আজ তামাসার বিষয় নয়। জঙ্গীশাহীর বর্বর অত্যাচার সহ্য করিয়া সে যে আজও টিঁকিয়া আছে সে তো মানব-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। কিন্তু গোটা দেশটা যে মৃত ও আহতে ভরিয়া গিয়াছে সেটা তো আর অলীক কিছু নয়। যে মরিয়াছে সে তো বাঁচিয়া গিয়াছে। তাহার সমস্যা তো শেষ। কিন্তু লক্ষ লক্ষ আহতের সেবা ও শুশ্রূষা তো একান্ত দরকার। তাহার ব্যবস্থা করে কে? বাংলা দেশের সামর্থ্য সীমিত। তাহার উপর সে সামর্থ্যকেও কাজে লাগাইবার সুযোগও পশ্চিম-পাকিস্তানের নির্মম শাসকেরা দিতেছে না। স্থান কাল পাত্র কোনও কিছুই বিবেচনা না করিয়া তাহারা এখনও বোমা বর্ষণ করিতেছে। সে নিষ্ঠুর আক্রমণ কদাচিৎ সামরিক লক্ষ্যের উপর। সাধারণত তাহার লক্ষ্য জাতিধর্মনির্বিশেষে নিরস্ত্র বাঙালী। শিশু বৃদ্ধ নারী রোগী আতুর কেহই বাদ যাইতেছে না। মার্কিন মারণাস্ত্র এবং বিমানের ইয়াহিয়া খাঁ সদ্ব্যবহার করিতেছেন বটে! রাশিয়া ও চীনের দানও এতদিনে কাজে লাগাইবার মওকা মিলিয়াছে।

এ পরিবেশে রেডক্রশের বিমানের আকস্মিক আগমনে ইসলামাবাদের মাথায় বাজ যে পড়িবে তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। যে বাংলা দেশ হইতে কুলার বাতাস দিয়া ইয়াহিয়া খাঁ দুনিয়ার সাংবাদিকদের বিদায় দিয়াছেন সেখানে সাধ করিয়া আন্তর্জাতিক রেডক্রশের জাত সাপকে ডাকিয়া আনিবেন এমন মূর্খ পশ্চিম-পাকিস্তানের জঙ্গী ডিক্টেটর অন্তত নন। রেডক্রশকে ঢাকায় যাইতে দেওয়ার অর্থ দুনিয়ার হাটে নিজের হাঁড়ি ভাঙিয়া দেওয়া। অতটা চালে ভুল কি আর তিনি করিতে পারেন? পত্রপাঠ তাই রেডক্রশের বিমানকে তিনি মানে মানে সরিয়া পড়িবার নির্দেশ দিয়াছেন। হুকুম তিনি না হয় দিলেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সে হুকুম তামিল করিল কেন? পলিটিক্স করা তো আর রেডক্রশের কাজ নয়। তাহার কাজ আর্তের সেবা, বিপন্নের সহায়তা। ঢাকা যে আজ পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত এ কথা ইসলামাবাদ ঢাকিতে চাহিলেও তামাম দুনিয়ার তো অজানা নাই। ইয়াহিয়া খাঁর দাবড়ানিতে ঘাবড়াইয়া আন্তর্জাতিক রেডক্রশ কেন কর্তব্যভ্রষ্ট ও আদর্শভ্রষ্ট হইল?

ইয়াহিয়া খাঁ ছাড়পত্র মঞ্জুর না করিলে বাংলা দেশে যাওয়া অসম্ভব তো আর নয়। করাচি ছাড়া সেখানে যাইবার ভিন্ন পথ নাই, এও তো মিথ্যা। আর কোনও পথ না থাকিলে কলিকাতা দিয়া সেখানে অনায়াসে যাওয়া যাইত এবং এখনও যায়। আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সত্যই যদি বাংলা দেশে আর্ত ও বিপন্নের সেবার ব্রতী হইতে চায় তাহার পথ তো খোলা রহিয়াছে। আর সে মতি যদি তাহার ইয়াহিয়া খাঁর চোখ রাঙানিতে চলিয়া গিয়া থাকে তবে ভারত সরকারই সে ভার লউন না কেন। যুদ্ধে আহত ও বর্বর বিমান-আক্রমণে বিপন্নদের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য আম্বুলেন্স সহ নার্স ও ডাক্তার বাংলা দেশে পাঠাইতে বাধা কোথায়? স্পেনে ও চীনে যখন গৃহযুদ্ধ চলিতেছিল তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে জাতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক এবং মেডিক্যাল কোর পাঠাইয়াছিল। আজ সেই কংগ্রেস দেশ শাসন করিতেছে। বিদেশী শাসনের সময় যাহা সম্ভব হইয়াছিল আজ স্বাধীন ভারতে সেটা অসম্ভব হইবে কেন? বাংলা দেশের আর্তবাণী আমাদের কানে যখন নিত্য পৌঁছিতেছে তখনও আইনের কচকচিতে সময় নষ্ট করিব, আমরা কী এতই হৃদয়হীন?

আর্কিমিডিসের হত্যা

বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসে যিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, যিনি পদার্থতত্ত্বের গাণিতিক সূত্র নিরূপণ করিয়া বিজ্ঞানকে সম্ভাবনার নবযুগের পথে উপনীত করিয়াছিলেন, সেই বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের জীবনের শেষ ঘটনাটি স্মরণ করিয়া মানবীয় বিজ্ঞানের ইতিবৃত্তকে আজিও অশ্রু-পাত করিতে হয়। বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস সেদিনও সিরাকিউজের একটি ভবনের প্রকোষ্ঠে বিজ্ঞানের একটি গাণিতিক সূত্র উদ্ভাবন করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। সহসা খোলা তলোয়ার হাতে লইয়া একজন রোমান সৈনিক সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস বিস্মিত হইয়া তাকাইলেন; কিন্তু কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, কারণ আগন্তুক রোমান সৈনিক সেই মুহূর্তে তরবারির আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করিল। আর্কিমিডিস নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন নাই এবং সন্দেহও করিতে পারেন নাই যে, আগন্তুক সেই রোমান সৈনিক সিরাকিউজের রাজনীতিক শত্রুপক্ষের নির্দেশে জল্লাদের কাজ করিতে আসিয়াছে। ইতিহাসের তাত্ত্বিক বিচার অনুযায়ী ধারণা করিতে হয় যে, রাজনীতিক শত্রুতাই জল্লাদ-সৈনিকের নৃশংস তৎপরতার রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

দিল্লি হইতে প্রচারিত একটি সংবাদের বিবরণ পাঠ করিয়া বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতের অনেকেই মনে করিবেন যে, আবার নূতন করিয়া আর্কিমিডিসের হত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবং ইহাও মনে হইবে যে, ইহা আরও ভয়ানক নৃশংসতার ঘটনা। সিরাকিউজের জল্লাদ-সৈনিকের হিংস্রতায় সেদিন নিহত জ্ঞানীর যে রক্ত ঝরিয়াছিল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শোণিত ঝরাইয়াছে ঢাকাতে পাকিস্তানী সৈনিকের নৃশংস হত্যা-সুখী মত্ততা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় জন বিশিষ্ট প্রধান অধ্যাপক পাক-সৈনিকের আক্রমণে নিহত হইয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, সাংবাদিকের প্রাণও রেহাই পায় নাই। ইতিহাস, দর্শন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, পদার্থ বিজ্ঞান, ইংরাজী সাহিত্য, পরি-সংখ্যাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের প্রধান গবেষক ও অধ্যাপকেরা জল্লাদ-সৈনিকের ঘাতকতায় প্রাণ হারাইয়াছেন। নাৎসীর বর্বরতার একটি তথ্য আজিও বিশ্বচিত্ত শিহরিত করিয়া থাকে, এবং বিশ্বজনমতে সে-জন্য অজস্র ভর্ৎসনাও উদ্বেল হইয়া ওঠে। নাৎসীর জল্লাদীর আহ্লাদ ও আক্রোশে বিপুল সংখ্যক গুণী গবেষক শিল্পী ও বিজ্ঞানীকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। জানিতে ইচ্ছা করে, ঢাকার ঘটনায় বিশ্বচিত্ত শিহরিত হইয়াছে ও হইতেছে কি না!

আলেকজান্ডার দিগ্বিজয়ী বলিয়া ইতিহাসে আখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার সামরিক দক্ষতা ও কৃতিত্বের অনেক কথাও ইতিহাসের গ্রন্থ বহন করিতেছে। এই আলেকজান্ডার কিন্তু থীবস্ শহর দখল করিবার পর সৈনিকদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, কবি পিন্ডারের বাড়িটিকে বিনষ্ট করিও না। আলেকজান্ডারের সামরিক চরিত্রের অনেক সমালোচনা করিবার অবকাশ থাকিলেও স্বীকার করিতে হয় যে, অন্তত কবি পিন্ডারের স্মৃতিকে অপমানিত না করিবার মতো মনুষ্যত্ব তাঁহার ছিল। কিন্তু অধ্যাপক-দিগকে বস্তুত পাইকারী প্রথায় হত্যা করিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের শত্রুতা ইহাই প্রমাণিত করিল যে, তাহার রাজনীতিক ও সামরিক সত্তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলিয়া কিছু নাই। আছে শুধু মনুষ্যত্বভ্রষ্ট উদ্দাম জল্লাদবৃত্তি।

গ্রীক পুরাণের দেবী নেমিসিসের প্রকৃতি এই যে, তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করেন, অনাচারের মত্ত ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করেন। তাহার পর সহসা প্রতিশোধ হানিয়া সব অনাচার ও অনাচারীর বিনাশ সাধন করেন। কথিত আছে, দেবী নেমিসিসের দ্বারা নিহত অনাচারীর দেহ রক্তের হ্রদে ডুবিয়া যায়, ভাসিয়া ওঠে না।

যৎকিঞ্চিৎ

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের জন্য স্কুল-ফাইন্যাল ও হায়ার-সেকেন্ডারি পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিন সপ্তাহ আগে নির্বাচন চুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কবে এবং কত মাস পরে পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। পর্ষৎ যে-তারিখেই পরীক্ষা গ্রহণ করুন না কেন, সেই তারিখটি জানাইয়া দিলেও পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। পরীক্ষা-হলে গোলমালের জন্য অনেক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারে না, প্রশ্নপত্র আগেই ফাঁস হইয়া যাওয়া, পরীক্ষা-হলে ব্যাপকভাবে নকল করা—এ-সব তো আছেই। কিন্তু যাহারা ঠিক-মতো পরীক্ষা দিতে চায়, মধ্যশিক্ষা পর্ষতের কল্যাণে তাহারা সে-সুযোগও পাইতেছে না। মধ্যশিক্ষা পর্ষতের অফিসে কর্মীরা কাজকর্মের ব্যাপারে অসহযোগিতা করিতেছেন। এই অবস্থা নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। অফিস থাকিবে, কর্মী থাকিবে অথচ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা হইবে না, এমন জিনিস আর চলিতে দেওয়া উচিত নয়। ছাত্রছাত্রীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার অধিকার পর্ষৎ বা তাহার কর্মী—কাহারও নাই। পরীক্ষাগ্রহণের ব্যাপারটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

আশ্রয়প্রার্থীদের যথোচিত সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলা দেশ থেকে আগত আশ্রয়-প্রার্থী মুসলমান, হিন্দু, সকলের জন্য ত্রাণ সাহায্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকার জেলা শাসক-দের ওই তথ্য জানিয়ে সীমান্তে অস্থায়ী ক্যাম্প খুলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন দফতরের দুজন অফিসার কলকাতায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে উত্তরবঙ্গ ও আসাম সীমান্তে রওনা হয়ে গিয়েছেন।

"বাংলাদেশের" বিশেষ দূত দিল্লিতে?

পাক রাজনীতির ভাষ্যকার

আওয়ামী লীগে শেখ মুজিবর রহমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সূত্রের একটি খবর: ২৩ মার্চ মঙ্গলবার অনেক রাত পর্যন্ত "বঙ্গবন্ধুর" প্রধান সহকারীরা তাঁর ধানমন্ডীর বাড়িতে একটি বৈঠকে বসে "বাংলাদেশ" যদি অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয় তবে কি কি করণীয় সে বিষয়ে একটি কর্মসূচী স্থির করেছিলেন।

এতে ঠিক হয়েছিল যে "স্বাধীন" ও "সর্বভৌম" "বাংলাদেশের" যে সরকার গঠন করা হবে তার রাষ্ট্রপতি হবেন স্বয়ং শেখ মুজিব এবং প্রধানমন্ত্রী আওয়ামি লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন থাকবেন দলের সংগঠন ও পরিচালনার সর্বোচ্চ দায়িত্ব নিয়ে।

এই বৈঠকেই স্থির হয়েছিল যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হবেন সিলেটের অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ সামরিক অফিসার কর্নেল ওসমানী।

এই প্রসঙ্গে প্রায় সুনিশ্চিত একটি খবর যে কর্নেল ওসমানীই ছদ্মনামে "মেজর জিয়া খান" যিনি অস্থায়ী "বাংলাদেশ" সরকারের ভার আপাতত নিয়েছেন।

শেখ মুজিবের বাড়িতে ২৩ মার্চের এই বৈঠকে নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি ছিল: যদি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাজনৈতিক আলোচনা ভেঙে দিয়ে সামরিক নিষ্পেষণ চালান তবে তৎক্ষণাৎ "বাংলাদেশের" স্বাধীনতা ঘোষণা করে আওয়ামী লীগের ৪৫জন নির্বাচিত সদস্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে "বাংলাদেশের" কথা তুলে ধরবেন, "স্বাধীনতার" স্বীকৃতি চাইবেন। একটি প্রতিবেশী বন্ধু দেশের মধ্য দিয়ে তাদেরই সাহায্যে এ'রা যাবেন।

নিকটতম প্রতিবেশী ভারতে আসবার জন্য যাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি হলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলি—আওয়ামি লীগের উচ্চসারির নেতা এবং শেখ মুজিবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকর্মী।

"বাংলাদেশের" ভিতরে গিয়ে নির্ভরযোগ্য যাদের সঙ্গেই আমি কথা বলেছি সবারই বিশ্বাস মনসুর আলি এখন দিল্লিতে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে ২৩ মারচ রাত্রেই পাকাপাকিভাবে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল কেন?

কারণ শেখ মুজিবের কাছে খবর এসেছিল যে এই দিনই "প্রেসিডেন্ট-ভবনে" মিলিটারি অফিসার-দের সঙ্গে ইয়াহিয়ার একটি গোপন বৈঠকে ২৫ মারচ রাত্রি থেকে (যে তারিখে ইয়াহিয়ার রাষ্ট্রপতিত্বের দুবছর পূর্ণ হোল) ব্যাপক সামরিক ব্যবস্থা নেবার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছিল।

এই ২৩ মারচই "বাংলাদেশ" "পাকিস্তান দিবসের" জায়গায় "প্রতিরোধ দিবস" পালন করছিল, পাকিস্তান পতাকার বদলে উড়িয়েছিল "বাংলাদেশের" পতাকা আর পুড়িয়ে দিয়েছিল যেখানে যত জিন্নার ছবি। তাই এইদিনই জেনারেল ইয়াহিয়া মনস্থির করেছিলেন: না, আর দেরি নয়। "পাকিস্তান অবজারভার"-এর সংবাদ অনুযায়ী অন্য এক জেনারেল যিনি প্রেসিডেনটের তলব পেয়ে এইদিন গোপনে ঢাকায় হাজির ছিলেন তিনি হলেন: পাক-ফৌজের অধ্যক্ষ হামিদ খান। আর তাদের দোস্ত জুলফিকর আলি ভুট্টোতো এইদিন ঢাকাতে ছিলেনই।

এই বিশাল কুরবানি ব্যর্থ হবে না

যুদ্ধমাত্রেরই বিরুদ্ধে যাঁদের বিবেকী আপত্তি, সকল সভ্যদেশের আইনে সাধারণত তাঁদের যুদ্ধে যোগদানের নাগরিক কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়ে থাকে। এ'রা মনে করেন যে, এমন কোনো অন্যায় নেই যার শাস্তি হিসাবে আরেকজনের জীবন ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারে, এমন কোনো কাম্য নেই, যা পাবার উপায় আরেকজন লোকের মৃত্যু। এই ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গ নীতিবোধ বলে মানুষের প্রাণ নেওয়া পাপ এবং প্রাণহানির প্রত্যুত্তরেও প্রাণহানি করা শুধু পাপের বোঝা বাড়ানো। যে মানুষ এইমাত্র গুলি খেয়ে মারা গেল, সে আর ফিরবে না, চোখ মেলবে না, দেশ স্বাধীন হলো কি না হলো তাতে তার কিছুমাত্র এসে যাবে না, মানুষের তৈরী স্বাধীনতা-পরাধীনতার, ন্যায়-অন্যায় যুদ্ধের বেড়াজাল পেরিয়ে সে এখন পোকার খাদ্য। এই ভীষণ বোধ থেকেই জন্মায় সেই ধার্মিক অনীহা যা বলে যুদ্ধমাত্রই অন্যায় এবং যেহেতু প্রচার-কল্যাণে সব সরকারই নিজের জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, এই যুদ্ধ ন্যায় ও অনিবার্য, তাই জনগণের একমাত্র কর্তব্য নিরপেক্ষভাবে বিচার করে যুদ্ধমাত্রের বিরুদ্ধেই বিবেকী আপত্তি তোলা, যোগ দিতে অস্বীকার করা বিবেকী প্রতিবাদীরা আরও বলেন, দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে খুনের ডাক যখন দেওয়া হয়, যখন বোঝানো হয়, খুন না করলে খুন হয়ে যাবো, তখনও এই ব্যক্তিগত নীতিবোধে কিছুমাত্র চিড় ধরা উচিত নয়, কেননা জীবনহানির চেয়ে বড়ো পাপ নেই এবং এক পাপ দিয়ে আরেক পাপের শান্তি হয় না।

মানুষী চরিত্রের কিছু কিছু মহৎ গুণ আছে, যা স্বল্প সংখ্যকতার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে; টিঁকে থাকতে হলে হয় এই গুণগুলিকে সকল মানুষের দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে, যা কখনো হয় না, নতুবা খুব নগণ্য সংখ্যক মানুষের দ্বারাই যেন সমর্থিত হয়। ঝড়ের মতো অগ্রসর নাজি-বাহিনীর সম্মুখীন মিত্র দেশগুলির সকল অধিবাসী যদি বিবেকী আপত্তির বশে নিরস্ত্র দর্শক হয়ে দাঁড়াতো, তাহলে সন্দেহ নেই, বহু লোক নিশ্চিহ্ন হতো ও ইওরোপের বুকে এক দীর্ঘ জীবঘ্ন অন্ধকার নেমে আসতো। বেশির ভাগ লোকই দেশপ্রেমের অন্ধ আবেগে যুদ্ধে নামে বলেই কিছু বিবেকী লোক ব্যক্তিগত নীতিবোধ অবিচলিত রাখে এবং নিঃসঙ্গ শুদ্ধ থাকে।

'ন্যায়-অন্যায় মানিনে, শুধু হে দেশ-মাতৃকা তোমাকেই জানি' এই পতাকা-চুম্বনকারী আবেগ এবং নির্বিচার পরাঙ্মুখতা এই দুই প্রবৃত্তিই অস্বীকার করে সেই মৌলিক প্রশ্নকে যা সামাজিক মানুষের উপর এক নিরপনেয় ও চূড়ান্ত বর্শার মতো বিঁধে আছে: দায়িত্ব বিচারের, সিদ্ধান্তে উপনীত হবার এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজের। যেহেতু আমরা সমাজে বাস করি এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের রক্ষক, তাই আমার প্রতিটি কাজ বা নিষ্ক্রিয়তার একটি প্রতিফল আছে। এমন কোনো কোনো মুহূর্ত আসে যখন ব্যক্তিগত শুদ্ধি বলে কিছু একেবারেই থাকে না, কেননা হয় আমি খুন করে খুন থামাবার অপরাধে কলঙ্কী কিংবা কিছু না-করে খুনের পৃষ্ঠপোষকতা করার পাপে পাপী। এইসব মুহূর্তে কী করবো বা কী করবো না এই প্রশ্নের কষ্টিপাথর ব্যক্তিগত আত্মিক শুদ্ধি নয়, যা কল্পিত ও অস্তিত্বহীন, আমার ব্যক্তিগত বিচারে যাকে প্রাথমিক অপরাধী মনে করি তা কিসে রোধ হতে পারে, এই সমস্যার নির্দয় বিচারে। চেতনাসম্পন্ন মানুষমাত্রেরই দায়িত্ব এই বোঝাপড়া নিজের সাথে করে নেওয়ার, পথ নির্ধারণ করার এবং চূড়ান্ত ঝুঁকি সত্ত্বেও সেই পথ মেনে চলার। খুন যখন সমাজের বুকে একবার উৎসারিত হতে শুরু করে, তখন রক্তে সকলেই ভিজে যাই, কেউ শুদ্ধ থাকে না; এই সার্বিক অশুদ্ধির মধ্যে আকণ্ঠ দাঁড়িয়ে একটিই প্রশ্ন থাকে: আরও খুন কোন পথে রুদ্ধ করা যায় কিনা।

পূর্ব বাংলার আজ যে বিপ্লব দেখা দিয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে প্রথমেই এই-সব কথা মনে হয়। রক্তপাত মাত্রেই আমরা যারা অসুস্থ, আনন্দে কাঁপতে পারি না, তাদের একথা মনে হতেই পারে এই অগণিত মৃত্যু, এই ব্যাপক ধ্বংসের শেষে যে স্বাধীনতা আসবে, সে স্বাধীনতা কে, কীভাবে ভোগ করবে? সমস্ত যুব সম্প্রদায়ের প্রাণহানি ও পোড়ামাটির মতো পড়ে থাকা দেশ কি জাতীয়তাবাদী স্বায়ত্তশাসনের পথে বড়ো বেশি মূল্য নয়? স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে দুই বছর আগের যে গণ-আন্দোলন, যার উচ্ছ্বসিত বিকাশ আমরা দেখলাম স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগের ব্যাপক নির্বাচনী জয়লাভের মধ্যে, তার আজকের রূপ সশস্ত্র যুদ্ধের, যে যুদ্ধের চেহারা, বাংলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর, আন্তঃরাষ্ট্রিক। অথচ জাতীয়তাবাদী যুদ্ধমাত্রই ভালো এ সিদ্ধান্ত করার মতো মানসিক শৈশব যুদ্ধবিক্ষত ইতিহাস আমাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমরা দেখেছি, উত্তেজিত জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের বিশালতম খুনী; আমরা দেখেছি, সম্পূর্ণ অর্থহীন প্রথম মহাযুদ্ধে রাজনৈতিকদের দ্বারা প্রচারিত বিজাতিঘৃণার উন্মত্ত হয়ে ছুটে যেতে ইওরোপের সমস্ত যৌবনকে, ফ্ল্যানডারসের কাদায় রাশি রাশি মরে পড়ে থাকতে; এবং এও দেখেছি যে, জাতির এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর উপর কেমন বাস্তব অত্যাচার চালাতে পারে। কতকগুলি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ঘটনায় একটি রাষ্ট্রের সীমা-রেখা নির্ধারিত হয় এবং রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অনেক সময়েই বিশিষ্ট জাতি-চরিত্র নিহিত থাকে, যেমন ওয়েলশীয়, স্কটল্যান্ডীয় বা আইরিশ মানুষের সাথে ইংলন্ডীয় লোকেদের তফাৎ আছে; যেমন সোভিয়েট রাশিয়ার এশীয় অঞ্চলে, পূর্ব ইওরোপে জায়গায় জায়গায়, কিছুটা মারকিন যুক্ত-রাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে অথবা যেমন নিগ্রো সম্প্রদায়, আমাদের দেশের নাগা ও মিজোরা অথবা তামিলরা যাঁরা নিজেদের আর্যাবর্তের সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ভাবেন। তবু শান্তির জন্য ও সমৃদ্ধির জন্য আমরা চাই, মানুষ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পরবশ হয়ে তফাৎ-এর চাইতে মিলগুলির উপর জোর দিয়ে একই রাষ্ট্রের মধ্যে থাকুক। এবং অন্তর্ঘাতী জাতীয়তাবাদী যুদ্ধে এইরূপ রাষ্ট্রের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া কাম্য নয়। সুতরাং বাঙালীরা আজ পাকিস্তানে লড়ছে পানজাবীদের বিরুদ্ধে, স্বাধীন বাংলা দেশ গড়ার জন্য, শুধু এই কারণে আমরা এপাশে আচম্বিতে উত্তেজিত হতে পারি না।

যে মুহূর্তে আমরা এই যুক্তি উপস্থাপিত করি, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-চমকের মতো পূর্ব বাংলার আন্দোলনের আসল রূপ দেখতে পাই। পাকিস্তানের ক্ষমতা ধরে আছে একটি সামরিক অফিসারগোষ্ঠী, যাঁদের সঙ্গে জনগণের সম্মতির কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের যা বিশিষ্টতম চিহ্ন অর্থাৎ অধিকাংশের ইচ্ছা অনুযায়ী গড়া একটি শাসনযন্ত্র, সেই মৌলিক লক্ষণই এখানে অনুপস্থিত। রাষ্ট্র মানুষের তৈরী এমন একটি যন্ত্র যা সেই ভূখণ্ডের মানুষের নিজেদের জীবন চালিত করার ইচ্ছা রূপায়িত করে; রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও ভূমিকা শুধু এইটুকু, বাকি সব প্রতারক মোহ, শূন্য শব্দের সারি। যখন দেখা যায়, রাষ্ট্র ঐ ইচ্ছার প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে, আরোপিত ও স্বাবলম্বী, তখন রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করে নতুন, জনগণের ইচ্ছানির্ভর রাষ্ট্র তৈরী করা আবশ্যিক হয়। মুজিবের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই স্বয়ম্ভু রূপ ধ্বংসের জন্যই উদ্দীপিত হয়েছিল। সারা পাকিস্তানকে যাঁরা বাপের জমিদারীর মতো প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সম্ভোগ করেছেন সেই গোষ্ঠী, যেহেতু ঐতিহাসিক ঘটনা-বশত, বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের, যে সম্প্রদায়েরই আজ পাকিস্তানে রবরবা, যার প্রতীক সারা পাকিস্তানের জাগতিক সম্পদ কুক্ষিগত করে বিশটি পরিবার। তাই মুজিবের আন্দোলন চেয়েছিল, খালি বাংলা দেশের লোকের মুক্তি যা সংবিধানের মধ্য দিয়ে চিরতরে মেনে নেওয়া হবে। এই বাংলা দেশের লোক সারা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ; এই সংখ্যাগরিষ্ঠ চেয়েছিল খালি নিজেদের জন্য নিজেদের মতো শাসন কায়েম করার অধিকার, কেননা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক সম্প্রদায় যেহেতু একাধারে জুনটার পোষ্যপুত্র ও ধর্মবাপ, তাই তারা জুনটার গড়া শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পূর্ণ সমর্থক ছিল। সমস্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যদি মুজিবর হতেও পারতেন, তাহলেও দরকার ছিল পূর্ব বাংলার সংবিধানস্বীকৃত মুক্তি, কেননা পাকিস্তান রাষ্ট্র-ব্যবস্থার গত পঁচিশ বছরের শরীর গড়ে উঠেছে সংখ্যা-গরিষ্ঠের ইচ্ছা উপেক্ষা করে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার উপর নির্ভর করে। সংবিধানের মধ্য দিয়ে যদি মুজিব এদের প্রথমেই এবং চিরতরে খোঁড়া করে না দিতে পারতেন, তাহলে তাঁকে ক্রীড়নক হতে হতো পুরানো ব্যভিচারী ব্যবস্থায় অথবা জড়াতে হতো অন্তহীন ফলহীন পারলামেনটি বাচালতা ও খেয়োখেয়ির জালে।

কী করলেন মুজিব? তিনি রাজি হলেন আলোচনায় বসতে সকলের সাথে, জাতীয় পরিষদে পূর্ণ সহযোগিতা করতে; তিনি রাজি হলেন না গোড়াতেই তাঁর মৌলিক দাবিগুলিকে বাদ দিতে। সংখ্যা-লঘু গোষ্ঠী তখন বললেন, জাতীয় পরিষদে আমরা যাব না। হঠাৎ পরিষদের বৈঠক স্থগিত করলেন জুনটার অধিকারী—যিনি নিজেকে বছর দুই আগে রাষ্ট্রপতি হিসাবে বহাল করেছিলেন—দোষ দিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠকে। অহিংস অসহযোগী আন্দোলন শুরু হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা, অবিসংবাদিত নির্বাচনী জয় যে সংবিধান আগেই তৈরী করে দিয়েছে, তার প্রাথমিক রূপ দেওয়া হলো স্বায়ত্তশাসনের শুরু দিয়ে। তারপরের ঘটনা: একদিকে প্রসন্ন একনায়কের মুখোশ পরে ইয়াহিয়া বসলেন বৈঠকে মুজিবের সাথে, অন্যদিকে সৈন্য আনা হতে লাগলো; ধারণা জন্মাতে দেওয়া হলো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ইয়াহিয়া স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করবেন। পরিবর্তে, রাতের অন্ধকারে করাচি প্রত্যাবর্তন, সেখান থেকে আদেশ, গুলি, বোমা ও যুদ্ধের। রাষ্ট্রশাসনের অধিকার আসে কেবলমাত্র জনগণের হাত থেকে; নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যাকে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের একমাত্র সনদ দিয়েছে, তাকে আজ আক্রমণ করেছে একদল সাঁজোয়া আমলা, প্লেন, ট্যাঙ্ক, রকেট, হেলিকপ্টার, নৌ-বাহিনী নিয়ে।

পূর্ব বাংলায় আজ এসেছে সেই ইতিহাসবিশ্রুত মুক্তিযুদ্ধের মুহূর্ত, যখন সমস্ত মানুষ ভাগ্য-অধিকারের সব শান্তি-পূর্ণ পথ পরীক্ষা করে করে বন্ধ দেখে দেখে অবশেষে চরমতম মূল্য, অর্থাৎ প্রাণ দিতে যাওয়ার মতো নিদারুণ অমানুষী সিদ্ধান্ত নেয়। এই সেই শোচনীয়, কিন্তু রক্তোন্মাদী ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন মানুষ বেঁচে থাকতে গেলে যা বার বার দরকার সেই স্বাধীনতার জন্য, যা হারালে স্বাধীনতাও নিরর্থক সেই অমূল্য সম্পদ বেঁচে-থাকা ফোয়ারার মতো দান করে। এই সেই চরম ভীষণ মুহূর্ত যখন সমাজে ব্যক্তিগত অপাপবিদ্ধতা থাকে না, রক্তে সকলেরই হাত ভিজে যায়, পরজীবন-হানির তীব্র দায়িত্ব যখন আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য হই, জীবনহানি পাপ জেনেও জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। পূর্ব বাংলার এই লড়াই তাই নিছক জাতীয়তা-বাদী অন্তর্যুদ্ধ নয়; বেঁচে-থাকার কাছে যে শপথ আমাদের জন্মসূত্রে করা থাকে, যে শপথ অদ্ভুতভাবে বলে জীবনকে নিজেদের মতো করে অধিকার করতে হবে, দরকার হলে জীবনদানের ঝুঁকি নিয়ে, সেই বিচিত্র রহস্যময় শপথের অন্তিম পালন করা হচ্ছে আজ পূর্ব বাংলার সমস্ত সমাজের দ্বারা।

দেশকে আমরা এদেশে মা বলে থাকি সেই মায়ের বুক আজ সীমান্তের ওপাশে বোমায় রকেটে মরটারে ছিঁড়ে গেছে, রক্তের ফোয়ারা উঠছে। রক্তে ভেজা পূর্ব বাংলায় আজ যে যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-বৃদ্ধেরা মরণপণ প্রতিরোধে নেমেছেন, তাঁরা কতটা সশস্ত্র আমরা জানি না; যুদ্ধের ব্যবহারিক সরঞ্জাম তাঁদের কী আছে আমরা কিছুই এদেশে জানি না। লজিসটিকস বলে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদল যদি প্লেন, কামান, সাঁজোয়া জাহাজ ইত্যাদির জোরে শহরাঞ্চল দখল করে রাখতেও পারে, জলময় বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল তাদের ক্ষমতার বাইরে থেকে যাবে। ভয়ের সাথে মনে হয়, তবে কী আমরা দেখব বাংলা দেশে একটি বিস্তৃত দীর্ঘসূত্রী গেরিলা যুদ্ধ, কাঁটাতার বেড়া-রক্ষিত শহর, গোপন আক্রমণ, গ্রামকে গ্রাম হসটিজ ধরা ও হত্যা, দখলদার বাহিনীর শাসন ও ব্যাপক রেজিসট্যানস (ও কিছু কোলাবোরেশন, দালালবৃত্তি) যেমন ফ্রানসে দেখা গিয়েছিল? নাকি, ইচ্ছাময় আশা হয় স্থলপথে সরবরাহহীন পশ্চিম পাকিস্তানীর কপালে নাচছে আরেক দিয়েন বিয়েন ফু?

কয় মাইল এপাশে পশ্চিম বাংলায় আজ আমরা কী করতে পারি? বক্তৃতা, হরতাল—এর শুধু মূল্য এই যে, পূর্ব বাংলা আশা করে, আজ যারা হরতাল করছে, কাল তারা আরও কিছু সক্রিয় সাহায্য করবে। শুধু গান গেয়ে, শ্লোগান তুলে আমাদের যদি উদাম ফুরিয়ে যায়, অথবা এদেশীয় রাজনৈতিক ভাগবাঁটোয়ায় ব্যস্ত থেকে আমাদের উদাম যদি এগুতেই না পারে, তাহলে মানতেই হবে, কিছুতেই যা মানতে পারা যায় না, এ বাংলার হৃদয়ে নারকীয় মরচে পড়ে গেছে, আমরা কতকগুলি বাচাল অমানুষ হয়ে গেছি। পূর্ব বাংলার আজ এখুনি দরকার খাবার, ওষুধ এবং—হ্যাঁ, সেই নিষিদ্ধ অশ্লীল বস্তু—অস্ত্র। গানরানিং বা অস্ত্র-পাচার এদেশে সরকারি উদ্যমে ছাড়া হতে পারে না; কিন্তু যা আমরাই করতে পারি, তা ওষুধ পাঠানো, খাবার পাঠানো, দরকার হলে সীমান্তে তাঁবু-হাসপাতাল তৈরি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা। খুব শীঘ্রই পূর্ব বাংলায় ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে, কেননা সেখানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত এবং পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী পোড়াতে পোড়াতে পিছু হটছে বা এগুচ্ছে। বাংলা দেশকে পশ্চিম পাকিস্তান যাতে কিছুতেই বাগাতে না করতে পারে, তার পূর্ণ দায়িত্ব আজ পশ্চিম বাংলার।

এর জন্য দরকার একটি রাজনীতি-নির্বিশেষে সংস্থা, কংগ্রেস থেকে নকশাল অবধি, যারা এখুনি এই কাজে নামবে। এবং দরকার, টাকা, যে টাকা তোলার দায়িত্ব এখুনি নেওয়া উচিত পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি শ্রমিক সংস্থার, ছাত্র সংস্থার। সংবাদপত্র, সাহিত্যিক, অভিনেতা, গায়ক অর্থাৎ যাঁরা সাধারণ লোকের মত ও প্রবৃত্তি গঠনে অংশ নেন, তাঁরা সকলে আজ নেমে এসে ডাক দিন, জাগরূক করে রাখুন সকলের চোখের সামনে পূর্ব বাংলার ভাই-বোনেদের রক্তের অশেষ স্রোত। বিশ্বাস না করে পারি না যে, ক-মাইল দূরের এই মরণপণ অসম যুদ্ধ, আমাদের এই বাংলাকে অবিকল এমনিই রেখে যাবে না, আমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি মরচে পড়ে যায়নি।

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধে মদত দেওয়ার দায়িত্ব শুধু পশ্চিম বাংলার নয়, সব বিবেকী লোকের; কিন্তু যতো দূরে, বিবেক তত ক্ষীণ হতে থাকে। আমাদের এই বাংলার লোকেদের দায়িত্ব আরও এই কারণে আমর্মমূল যে, আমরা চিরকাল বলে এসেছি, দুই বাংলা ভালোবাসার এক। শয়নে স্বপনে আমরা এতকাল গানে-গল্পে কবিতায় যে অঙ্গীকার করেছিলাম, তা আজ বিশাল চেহারা নিয়ে দাবি মেটাতে উপস্থিত, সেই মুহূর্ত আজ, এখন। সময় অতি দ্রুত পলাতক কেননা, ভুললে চলবে না, বিপ্লবী যুদ্ধের শুরুতেই মরতে শুরু করে সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ; পূর্ব বাংলার সবচেয়ে সচেতন, আদর্শবাদী ও সাহসী যুবকদের নিশ্চিহ্ন করার পর যদি এই বিপ্লব জয়ী হয়ও, সেই জয় বহু পরিমাণে পঙ্গু থেকে যাবে।

এবং এই ব্যাপক বিশাল কুরবানি যদি ব্যর্থ হয়, তার এক নিদারুণ দায়িত্ব বর্তাবে এই বাংলার উপর, এই ভারতের উপর।

তরুণ দত্ত

ভারতীয় এলাকা থেকে দুইজন সাংবাদিক অপহৃত

আগরতলা, ৪ এপ্রিল—বিশ্বস্ত-সূত্রে প্রকাশ, পাকিস্তানী ফৌজ সম্প্রতি ভারতীয় এলাকায় ঢুকে দুজন ভারতীয়কে জবরদস্তি ধরে নিয়ে যায়। ওই দুজন হলেন—শ্রীদীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুরজিৎ ঘোষাল। দুজনই কলকাতার। প্রথমজন সাংবাদিক এবং দ্বিতীয়জন সাংবাদিকতার ছাত্র।

ঘটনাটি ঘটেছিল গত ২ এপ্রিল, আগরতলা থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরবর্তী ও কুমিল্লা সীমান্তের এদিকে সোনামুরা নামক একটি জায়গায়। —পি টি আই

স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সমর গুহের আবেদন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল—স্বাধীন বাংলা দেশের অস্থায়ী সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ গতকাল ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানান।

এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীগুহ বলেন, তিনি সম্প্রতি দুদিনের জন্য বাংলা দেশের সীমান্ত অঞ্চল সফর করে এসেছেন। ঐ সময়ে তাঁর সঙ্গে যাঁদেরই দেখা হয়েছে, তাঁরা সবাই দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। ভারত সরকার কর্তৃক বাংলা দেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতিদান এবং মুক্তি ফৌজকে সব রকম সাহায্য দান।

সীমান্তে উৎপাত

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলা দেশের "সাহায্যদাতাদের" ব্যাপক অভিযানে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার এই রকম একদল "সাহায্য-দাতা" সীমান্ত রক্ষিবাহিনীর হাত থেকে এক বন্দীকে ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হলে এক অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয়।

বাংলা দেশের মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য একজন আহত অবাঙালী এপারে পালিয়ে আসে এবং আমাদের সীমান্ত বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়। তাকে সীমান্ত বাহিনীর পাহারায় হাসপাতালে পাঠাবার জন্য যখন খাটিতে বসিয়ে রাখা হয়, তখন তার প্রতি 'সাহায্যদাতাদের' নজর পড়ে এবং তারা তৎক্ষণাৎ গণআদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং তাকে 'সাহায্যদাতাদের' হাতে অর্পণ করার দাবি জানায়। সীমান্তরক্ষীরা অসম্মত হলে অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয় এবং শেষ পর্যন্ত জনৈক দায়িত্বশীল অফিসারের হস্তক্ষেপে 'সাহায্যকারীরা' স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

সীমান্তে এই রকম নানা উৎপাত সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

বাংলা দেশে পাক জঙ্গী শাসনের বর্বরতার নিন্দা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থাকতে পারে না। সারা বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এতে জনগণের ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁদের ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক করতে হবে যে ওপার বাংলার দুর্গত জনগণকে তাঁরা কিভাবে সাহায্য করতে পারেন।

এখনই বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না
—স্বর্ণ সিং

বাংলা দেশ সম্পর্কে প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কের জবাবে বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং এখনই বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন।

বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং পূর্ব বাংলা সম্পর্কে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবের উপর যেসব সদস্য বক্তৃতা করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই একবাক্যে বাংলা দেশের অস্থায়ী সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান। কিন্তু শ্রীসিং বলেন—সরকার ঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। তাড়াহুড়ো কোন ব্যবস্থা নিলে, তাতে পূর্ব বাংলার জনগণের দুর্দশার লাঘব না হয়ে বরং ক্ষতি হতে পারে।

তিনি বলেন, সব কিছুরই উপযুক্ত সময় আছে। তাড়াতাড়ি কিছু করলে আসল উদ্দেশ্যেরই ক্ষতি সাধন করা হবে। বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দানের মত বিষয়গুলি সর্বদাই সরকারের বিবেচনাধীন। 'আমি চাই না যে, ব্যাপারটি নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্ক অথবা মতভেদ দেখা দিক।'

আজকের তিন ঘণ্টার বিতর্কে সরকারের ভূমিকা নিয়ে সদস্যরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এমন কি জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি এম সাদিক বলেন, ভারত সরকারের উচিত সাহস ভরে এগিয়ে যাওয়া। তিনি বলেন, তিনি তাঁর নিজের রাজ্যের অবস্থার কথা মনে রেখেই এই দাবি জানাচ্ছেন।

প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শ্রী এ কে সেন, শ্রীমতী রেণুকা রায়, শ্রীমতী পূরবী মুখার্জিও সুদৃঢ় মনোভাব গ্রহণের কথা বলেন।

শ্রীসিং জানান, সংসদে গৃহীত প্রস্তাবটিতে একটি জাতীয় ঐকমত্যের প্রতিফলন ঘটেছে এবং তাতে জনসাধারণের আবেগকেও রূপ দেওয়া হয়েছে।

এমন কি, বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সরকারের আলোচনাকালেও বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা দেয়। কিন্তু পরে এইসব ব্যাপারে ঐকমত্য বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সুতরাং এ আই সি সি-র সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। তাতে উদ্দেশ্য আরও ভালভাবে সিদ্ধ হবে।

শ্রীসিং বলেন, তাঁর মতে সংসদে গৃহীত প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেই ভাল হবে। কারণ তাতে 'জাতীয় ঐকমত্যের' প্রকাশ ঘটেছে। ভাষার উন্নতি ঘটানর জন্য প্রস্তাবের কাঠামোর পরিবর্তন ভাল হবে না।

প্রস্তাবটি উত্থাপন করে শ্রীসিং বলেছিলেন, সমগ্র বিশ্ব, বিশেষ করে ভারত পাক জঙ্গী শাসকদের নগ্ন বর্বরতায় উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। পূর্ববঙ্গে যা ঘটছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার—এই দাবিও বিশ্ব সম্প্রদায় মেনে নিতে পারে না। ভারতের কাছে তো এটা বিশেষ উদ্বেগের ব্যাপার। কারণ, তিনি বলেন, যাদের বিরুদ্ধে আধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে তারা আমাদের ভাই, তারা আমাদের প্রতিবেশী। সুতরাং খুব স্বাভাবিক কারণেই শুধু পশ্চিম বাংলাতেই নয়, সারা ভারতে তীব্র ধিক্কার ধ্বনি উঠছে।

শ্রীশাহনাওয়াজ প্রস্তাবটি সমর্থন করে বলেন, পাকিস্তান পূর্ববঙ্গ থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাক। পূর্ববঙ্গবাসীরাই হোক নিজেদের ভাগ্যবিধাতা।

তিনি পাক শাসকদের প্রতি রাশিয়ার আবেদনের উল্লেখ করে বলেন, ইয়াহিয়া খাঁর এই আবেদনে সাড়া দেওয়া উচিত।

শ্রী ডি এন তেওয়ারী (বিহার) বলেন, সুনির্দিষ্ট কিছু করা দরকার।

শ্রীমতী রেণুকা রায় বলেন, আমরা কী স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতে পারি না? আমরা কী আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি?

শ্রীমতী রায় পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জ চুপচাপ থাকায় তীব্র সমালোচনা করেন।

শ্রীমতী রায় ভারতীয় ও বিদেশী সংবাদপত্রগুলি বাংলা দেশের পাক বর্বরতার চিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরছে বলে তাঁদের সাহসের প্রশংসা করেন।

শ্রী কে কে শুক্ল (পশ্চিমবঙ্গ) বলেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলিমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। ভারতের উচিত অবিলম্বে পূর্ব বাংলার উৎপীড়িতদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। নইলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না।

মালয়েশিয়া পূর্ব-বাংলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না
—টুন আবদুল রহমান

স্টাফ রিপোর্টার

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীটুন আবদুল রহমান পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। মধ্যস্থতাও না।

পূর্ব বাংলার গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে তিনি মধ্যস্থতা করবেন কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী রহমান এই কথা বলেন। তিনি বলেন, এটা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার।

পূর্ব বাংলার ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যদি কোন প্রস্তাব আনা হয়, আপনি কি তা সমর্থন করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী রহমান বলেন, না।

শ্রী রহমান শনিবার জেড্ডার পথে দমদম অতিক্রম করেন। তিনি করাচি হয়ে জেড্ডা যাবেন।

করাচিতে তিনি পাক প্রেসিডেনটের সঙ্গে দেখা করবেন কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী রহমান বলেন, না।

'উদ্বোধন'-এর নতুন কার্যালয়

রবিবার রামনবমীর দিন কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাতটায় রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সভাপতি স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বাগবাজারে নয়নকৃষ্ণ সাহা লেনে 'উদ্বোধন'-এর নতুন কর্ম-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। মহারাজজী একতলার প্রধান প্রবেশদ্বারে লাগানো একটি ফুলের মালা খুলে দিলেন। দোতলায় একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন। আর তিনতলায় পূজোস্থানে প্রণাম নিবেদন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজীর উদ্দেশে। ব্যাপারটি যেন প্রতীক। প্রতি মুহূর্তে ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনাপরায়ণ হয়ে, নীরব-শান্ত-অচঞ্চল কর্মের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে।

নতুন কার্যালয়টি 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি'-র আড়াইশ ফুটের মধ্যে। ভবনটি আপাতত তিনতলা। মনে হয়, ভূর্ভুবঃস্বঃ তিন লোকের বা মানুষের শরীর, মন, অধ্যাত্ম—ধাপে ধাপে আবার মিলিতভাবে এই তিন স্তরের ইংগিত যেন এতে লুকোনো রয়েছে। একতলায় থাকবে পুস্তক—প্রদর্শন, বিক্রয় ও সংরক্ষণ কেন্দ্র। দোতলায় প্রকাশনা বিভাগ ও গ্রন্থাগার—তথা পাঠকক্ষ। তিনতলায় 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ ও একটি হল ঘর—বক্তৃতা ইত্যাদির জন্য। চতুর্থ একটি তলা পরে নির্মিত হবে। সেখানে থাকবে সাধু ও কর্মীদের বাসস্থান। এজন্য অর্থের প্রয়োজন। এই ভবনে ধর্ম-দর্শনের একটি তুলনামূলক গ্রন্থ সংগ্রহ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক সমস্ত বইপত্রের একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হবে।

'উদ্বোধন'-এর পরিচিত গৃহটি 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' হিসাবে যথাপূর্ব থাকবে। বাংলার আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক নবজাগরণে 'উদ্বোধন'-এর দান স্মরণীয় ও বরণীয়। নতুন কার্যালয় সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করবে এবং এগিয়ে নিয়ে যাবে—এই প্রত্যাশা ও প্রার্থনা।

—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩ এপ্রিল মেয়র নির্বাচনের সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার

আগামী তেইশ এপ্রিল কলকাতা পৌরসভার নতুন মেয়র নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা।

বর্তমান মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর ওই দিনই মেয়র নির্বাচনের সভা ডাকার ব্যবস্থা করতে বলেছেন পৌর সচিব শ্রীশৈলজানন্দ ভট্টাচার্যকে। আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য সভা ডাকবেন পৌর কমিশনার এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ওই নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

তবে নতুন মেয়র কে এবং কোন্ দলের হবেন তা নিয়ে এবার কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। বামপন্থী পৌর ফ্রনটের চার বছরের চুক্তি অনুযায়ী এ বছর ফরওয়ারড ব্লকের মেয়র হওয়ার কথা। প্রথমত ফরওয়ারড ব্লকের কে ওই পদের জন্য দলের মনোনয়ন পাবেন তা স্থির হয়নি। দ্বিতীয়ত, বামপন্থী ফ্রনটে যে ফাটল দেখা দিয়েছে তাতে পুরানো চুক্তির মর্যাদা কতটা থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত ফরওয়ারড ব্লককে ওই দুর্লভ আসনটি ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা তা নিয়েও পৌর মহলে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে মেয়রপদটি সি পি এম-এর হাতে। ওই দলের মধ্যে একটা কথা প্রবল, তাহল, ফরওয়ারড ব্লক রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের সমর্থক হওয়ায় তার বামপন্থী চরিত্র নষ্ট হয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই পদ তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

ফরওয়ারড ব্লকও ব্যাপারটা ভাবছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা কংগ্রেস সহ অমারকসবাদী দলগুলির সঙ্গে কথা শুরু করেছেন। তাঁদের হিসাব, এস ইউ সি এবং আর এস পি কে না পেলেও অন্যান্য অমারকসবাদী সদস্যরা সংখ্যাগুরু, বাম ফ্রনট ছেড়ে গেলেও যাতে মেয়র পদ তাদের হাতছাড়া না হয় সেজন্য তাঁরা তৎপর।

বাংলা দেশের অবস্থা জটিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারী সংবাদ সংস্থা 'সিনহুয়া' পাক প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার একটি ঘোষণা ও বিবৃতির কথা জানায়। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের অভিযোগ করে যে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, সংবাদ সংস্থা সেই খবরও প্রচার করে।

পাকিস্তানের সংকটে যৌথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে যে আলোচনা চলছে—খবরে তারও উল্লেখ করা হয়।

পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেন যে, 'সিনহুয়া' পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে নিজেদের কোন মন্তব্য প্রচারে বিরত থেকেছে। এ থেকে মনে হয় যে—পাকিস্তান সরকার বা স্বাধীনতা-কামীদের মধ্যে কাদের সমর্থন করবে, পিকিং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

অবশ্য এর আর একটা ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে—চীন তার অন্যতম ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্র পাকিস্তানের এই বিরোধে জড়িয়ে পড়তে অনিচ্ছুক। —রয়টার

বাংলাদেশের ছেলেরা দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

একদিকে যখন পাক সেনাবাহিনী জেলা শহরগুলি দখল করে রেখে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে তখন গোটা বাংলা দেশে হাজার হাজার ছেলে দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

গত সাত আট দিন সীমান্তে এবং বাংলাদেশের ভিতরে এই রকম বহু ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ই পি আর, ই বি আর মোজাহিদ, আনসার ও পুলিশ বাহিনীর মোট যে প্রায় পঁচাত্তর হাজার লোক এখন পাক সেনাদের সঙ্গে শহরে শহরে লড়াই চালাচ্ছেন তাঁরা শেষ হয়ে গেলেও এই ছেলেরা লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরা ধরে নিয়েছে, বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রাম অনেক দিন ধরে চলবে এবং সে লড়াই তাদেরই চালিয়ে যেতেই হবে।

আপাতত এইসব ছেলে ট্রেনিং নিচ্ছে ছোট ছোট শহরগুলিতে এবং গ্রামে। সেখানে তাঁদের বাধা দেওয়ারও কেউ নেই। কারণ গোটা পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলা দেশে একমাত্র জেলা শহরগুলি ছাড়া আর কোথাও পাক সরকারের কোনও অস্তিত্ব নেই। বাংলা দেশের যেখানে যেখানে সৈন্য আছে শুধু সেই সব অঞ্চলেই পাক সরকারের অস্তিত্ব আছে। আবার, যেসব এলাকায় সৈন্য আছে সেখানের বাঙালী বাসিন্দারা সবাই বাড়ি ঘর ছেড়ে মুক্ত অঞ্চলে চলে গিয়েছেন।

এই সব ছেলেরা আপাতত প্রধানত খুব বড় ধরনের গ্রেনেড ও মলোটভ ককটেল তৈরী করা এবং ছোড়া শিখছে। কিছু ছেলে দ্রুত রাইফেল চালনা শেখারও চেষ্টা করছে। অতর্কিতে আক্রমণ চালানো এবং সঙ্গে সঙ্গে পলায়নের ব্যবস্থা করার কৌশলও এরা শিখছে। রাস্তাঘাটে কী করে অবরোধ সৃষ্টি করা যায়, কীভাবে ব্রীজ উড়িয়ে দিতে হয় সে সব কলাকৌশলও এরা আরম্ভ করার চেষ্টা করছে। ওপারে বারুদের তেমন অভাব নেই; তবে, অভিজ্ঞ ছেলের বেশ অভাব।

খুব সন্তর্পণে রাতের অন্ধকারে এবং দিনে নদী ডিঙ্গিয়ে এপারের বেশ কিছু অভিজ্ঞ ছেলে ওপারে গিয়েছে। কিছু ছেলেকে আবার গোপনে এপারেও নিয়ে আসা হয়েছে। তারা সব শিখে ওপারে যাবে। গেরিলা যুদ্ধের ওপর চে গুয়েভারা, মাও সে তুং এবং হার্বার্ট মার্কিউসের যত রচনা আছে তাও এখন প্রচুর পরিমাণে পূর্ববঙ্গে আছে। কিন্তু এপার থেকে ছেলে যাচ্ছে প্রায় সব দলেরই। যারা কোনও দলে নেই, তারাও।

ওপারের ছেলেরা এপারের সব দলের ছেলেদের সঙ্গেই যোগাযোগ করছে। আপাতত তাঁহার কাছে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রশ্ন বড় নয়— আপাতত যেকোনও ভাবে পাক সেনাবাহিনীকে খতম করাই তাদের কাম্য। এখানে তাঁদের যেসব দলের ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে তাঁরা অবশ্য নিজ নিজ মতাদর্শে বাংলা দেশের ছেলেদের অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছে। তাদের এপারে রেখেও লড়াইর কৌশল এবং রাজনীতি শেখাবার চেষ্টা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু নকশালপন্থী ছেলে কিছুদিন আগে থেকেই পাকিস্তানে ঢুকেছিল। তারা প্রধানত যশোর ও খুলনা শহরে ছিল। যশোর জেলা পরে এবং সাতক্ষীরায় আওয়ামী লীগের মুক্তি সেনাদের মুখে শুনেছি যে এরা রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের বিরোধী হলেও বর্তমান লড়াইয়ে মুক্তি সেনাদের সঙ্গেই সামিল হয়েছে। গোটা যশোহর শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে আমি দেয়ালে দেয়ালে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের মতই আলকাতরা দিয়ে লেখা নকশালপন্থী শ্লোগান দেখেছি।

পূর্ববঙ্গের নকশালপন্থীরা মোটামুটি তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দোহার গোষ্ঠী। এরা ভারতের সি পি আই (এম এল)-স্বীকৃত দল বলে শোনা যায়। তবে, আওয়ামী লীগের ছেলেরা বলে, এখনও এরা সংখ্যায় নগণ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এটা স্বীকার করে যে যে কজনই থাক তাঁরা সুসংগঠিত। লড়াই সুরু হওয়ার পরও গোপনে এপারের কিছু নকশালপন্থী ছেলে ওপারে গিয়েছে।

কিন্তু গোটা বাংলা দেশে যে সব ছেলে গেরিলা যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে তাদের পরস্পরের মধ্যে এখনও কোনও যোগাযোগ নেই। গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠছে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মহকুমা ভিত্তিতে। একটা যোগাযোগের চেষ্টা অবশ্য সুরু হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন। তারা মনে করছেন, এরাই ভরসা। সৈন্যরা এলে এরাই লড়াই করবে।

এই সব ছেলের মুখে বার বারই একটা কথা শোনা যায়। তাঁদের বক্তব্য: ওইটুকু জাতি ভিয়েৎনামীরা যদি প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন সেনা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চালাতে পারে তবে আমরা কেন ইয়াহিয়ার এই সেনাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে পারব না।

এই সংগঠন গড়ে উঠতে অবশ্য বেশ সময় লাগবে। ছেলেদের ধারণা, বর্ষা এসে গেলে সেনা বাহিনী শহর ছেড়ে কিছুতেই এগোতে পারবে না। তখন তাঁরা প্রস্তুতির জন্য অন্তত তিনচার মাস সময় পাবে। তারপর তাঁরা পুরো লড়াইয়ে নামতে পারবে। তিনচার মাসে যাতে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্রও জমা হবে।

যদি বাংলা দেশের এই লড়াই আরও তিনচার মাস চলে তাহলে এর নেতৃত্ব আস্তে আস্তে এই ছেলেদের হাতেই চলে যাবে। এখন নেতৃত্বটা ই পি আর, ই বি আর ইত্যাদিদের হাতে। জেলা শহরগুলি থেকে আওয়ামী লীগের মধ্যবয়স্ক নেতারা ইতিমধ্যেই গ্রামে সরে গিয়েছেন। অনেকে নিহত হয়েছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের অধিকাংশও দীর্ঘ মেয়াদী লড়াইর জন্য প্রস্তুত নন। তিন চার মাস লড়াই চললে ই পি আর এবং ই বি আরেরও আর বেশী লোক অবশিষ্ট থাকবে না। তখন পুরো লড়াইটাই চলে যাবে এইসব ছেলের হাতে। ইতিমধ্যে এরা সংগঠিত হয়ে উঠবে।

পূর্ববঙ্গের পুরোপুরি কর্তৃত্ব এরা কিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের উপর ছেড়ে দেবে না। এই লড়াই চলতে থাকলে দু এক বছরের মধ্যে পূর্ববঙ্গে আর এক ভিয়েৎনাম সৃষ্টি হবে। এবং তার ধাক্কা পূর্ব ভারতেও আসবে।

যশোর শহরে আদালতের পেছনে পাক ফৌজের গোলাবর্ষণের ঠিক পরেই এই ছবিটি তোলা। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে এই জায়গাটির দূরত্ব মাত্র এক মাইল। শনিবারও এইখানে মাঝে মাঝে বৃষ্টির মত গোলা এসে পড়েছে। চিত্র—তারাপদ ব্যানার্জি

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

স্তানীরা প্রবল আক্রমণ চালায়। ছাউনি এলাকার উত্তর-পশ্চিমাংশে কয়েকটি গ্রামে গোলাবর্ষণ করা হয়। সাতটি গ্রাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। হাজার হাজার লোক মারা যান। শহরের ছয় কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকার সমস্ত অধিবাসীকে সরে যেতে বলা হয়।

যশোরের ঘটনা

পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের একজন অফিসার বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিপর্যয়ের কারণ শত্রুপক্ষ ছাব্বিশ পাউন্ডের কামানের গোলা বর্ষণ করছে। আর তাঁদের হাতে রয়েছে ছয় পাউন্ডের গোলার কামান। মুক্তিফৌজ শনিবার পাক বিমানগুলিকে গুলি করে নামাতে ব্যর্থ হয়।

চাঁচড়ার মোড়ের কাছে মুক্তি ফৌজের বিবরঘাটিগুলি সংঘর্ষে বিনষ্ট হয়। তবে সেই অফিসারটি বলেন, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থাকলে আমরা এই সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিতে পারতাম।

তিনি আরও জানান যে, যে সমস্ত গ্রামে শত্রুরা গোলাবর্ষণ করেছে, তার শতকরা পঞ্চাশজন মাত্র নিরাপদস্থানে সরে যেতে পেরেছে। এই সমস্ত গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা বহু সহস্র।

রবিবার পাক বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণের আরও খবর পাওয়া যায়। খুলনা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা দক্ষিণ সুরমায় আওয়ামী লীগ নেতা সোনা মিঞার বাড়িতে ঢুকে দশজনকে হত্যা করে। নিহতদের পাঁচজন স্ত্রীলোক। তা ছাড়া, তিনটি মেয়েকে সৈন্যরা অপহরণ করে।

মুক্তিফৌজের লোকেরা কুমিল্লায় একজন সিনিয়র সেনাধ্যক্ষকে নিহত করেছেন বলে খবর পাওয়া যায়। এই এলাকার বিমান থেকে গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও ময়নামতীতে সামরিক ছাউনির উপর তাঁরা খুবই চাপ সৃষ্টি করেছেন।

শনিবার মুক্তি ফৌজ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের প্রহরাগুলির উপর আক্রমণ চালান এবং তার ফলে বেশ কয়েকটি শহরে ও সংস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

রেডিয়ো পাকিস্তান অবশ্য রবিবার রাত্রেও বলেছে, পূর্বাঞ্চলের অবস্থা আরও উন্নতির দিকে এগোচ্ছে।

সোমবার ঢাকায় আরও আড়াই ঘণ্টার জন্য কারফু শিথিল করা হবে। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফু রয়েছে।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

লালবাগ মুক্তি ফৌজের দখলে

আগরতলায় খবর: ঢাকার পুলিশ সদর দফতর লালবাগ বাংলাদেশ মুক্তি ফৌজের পুরো দখলে। তবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরের একাংশ পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। বিমানবন্দরটিও তাদের কবজায়।

শ্রীহট্ট দখল আসন্ন

শিলং-এর খবর: শ্রীহট্টের লড়াই রবিবার বিকালে ফয়সালার মুখে গিয়ে পৌঁছিয়েছে। মুক্তি ফৌজ কর্তৃক শহরটি দখল, মনে হয়, আসন্ন।

পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা তাদের পরিবারের লোকজনকে শ্রীহট্ট থেকে বিমানে ঢাকায় পাঠাচ্ছে।

আগের এক খবরে বলা হয়, হাজার হাজার আনসার, মুজাহিদ ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানী রাইফেলস-এর চারটি কোমপানি মেজর জেনারেল ইসফাকুল মজিদের নেতৃত্বে শ্রীহট্টের ছাউনিটি অবরোধ করেছে এবং 'শত্রু বাহিনীর' সমস্ত সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল করে দিয়েছে।

শ্রী মজিদ পাক সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল। তিনি আসামের জোড়হাটের লোক। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় তিনি পূর্ব বাংলায় চলে যান।

সীমান্তের ভারতের দিকে দোকানপাট ও বাজার-হাটে আগের মতই লোক সমাগম হচ্ছে। সীমান্তে পাহারা না থাকায় পূর্ব বাংলা থেকে লোকজন এসে মেঘালয়ের সীমান্ত বাজারগুলিতে কেনাকাটা করছেন।

৭০ জন ছত্রী সেনা নিহত

হরিদাসপুর সীমান্তের খবর: রবিবার কুমিল্লায় মুক্তি ফৌজের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াইয়ে অন্তত ৭০ জন পাকিস্তানী ছত্রী সেনা নিহত হয়েছে।

মুক্তি ফৌজ মহল জানান: মুক্তি ফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ে না পেরে উঠে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব বাংলা রেজিমেন্টের ঘাটিতে ছত্রী সেনা নামায়।

ছত্রী সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে জোর হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণের লড়াইয়ে অন্তত ৭০ জন ছত্রী সেনা নিহত হয়। পূর্ব বাংলা রেজিমেন্টের পক্ষেও কয়েকজন হতাহত হন।

রংপুরে পাক সেনাবাহিনী নাজেহাল

কোচবিহারের খবর: রংপুরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এখন একেবারে নাজেহাল। তারা রবিবার বিকাল থেকে শহর ছেড়ে ভেগে পড়তে শুরু করেছে। পাট-নগরী রংপুরে পুনর্দখলের আশায় তারা গত দু দিন ধরে মরীয়া হয়ে লড়ছিল।

রবিবার ভোরে মুক্তিযোদ্ধারা রংপুর ক্যানটনমেনটের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

রংপুর শহরের কাছে তিস্তা সেতুর ওপর পশ্চাদপসরণ পাক সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের এখন হাতাহাতি লড়াই বেধে গিয়েছে।

আওয়ামী লীগের জনৈক শীর্ষস্থানীয় নেতা পি টি আই-এর সংবাদদাতাকে বলেন: পালাবার সময় পাকিস্তানী সেনারা দুটি ব্যাঙ্ক— ইসটারন মারকেনটাইল এবং ইসটারন ব্যাঙ্কিং—লুঠ করে এবং কাউনিয়া থানার ও সি-কে খুন করে।

লড়াইয়ের সময় মুক্তি ফৌজ পাক সেনাদের কাছ থেকে দুটি জীপ এবং একটি হেলিকপটার দখল করেছে।

তিনি বলেন: উভয় পক্ষেরই বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন।

বগুড়া শহর দখলের জন্য সৈনাদল আজ নতুন করে আক্রমণ চালায়। ঠিক এর আগেই সেনাবাহিনীর সাহায্যের জন্য শহরে ছত্রী সৈন্য নামে। কোচবিহার থেকে পাওয়া খবর, সীমান্তের ভারতীয় গ্রামগুলির অধিবাসীরা গতকাল রংপুর জেলার লালমণিরহাটের উপর তিনটি পাক বিমানকে বোমা ফেলতে দেখেছে। এর পরেই শহরে আগুন জ্বলে ওঠে।

জাতীয় পরিষদের সদস্য আবিদ আলী জানিয়েছেন, গত কয়দিনের মধ্যে মোগলহাট ও পাটগ্রামের মধ্যে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ে প্রায় দুশো পাক সৈন্য খতম হয়েছে।

রবিবার কম করে ৬ জন পাক সৈন্য ভারতীয় সীমান্ত চেকপোস্টে আত্মসমর্পণ করে। তাদের মনোবল কি রকম দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে এরাই তার প্রমাণ।

শ্রী আলী জানান, বাংলাদেশের ১৮টি জেলার মধ্যে ১২টি কার্যত মুক্তি ফৌজের দখলে। তিনি জানান, সৈয়দপুরে জোর লড়াই চলছে। তবে তিনি মনে করেন ওরা যে কোন সময় আত্মসমর্পণ করবে। কারণ মুক্তিযোদ্ধারা খাদ্য সরবরাহের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধরা ঠাকুরগাঁও ক্যানটনমেনটের উপর আক্রমণ আজ দৃঢ়তার সঙ্গে ঠেকিয়েছে। ফলে পাক সৈনাদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

মুজিবের লোকদের দলে দলে শহরে অভিযান

বাংলাদেশের আখাউড়া থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার তুষার পণ্ডিত জানান, পাক সেনাদের গতিবিধি এখন শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। কুমিল্লা শহর প্রায় ওদের হাতছাড়া হতে চলেছে। শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামও হাতছাড়া হয় হয়। মুজিবের লোকেরা এখন দলে দলে গ্রাম থেকে শহরের দিকে অভিযান চালিয়েছেন। শ্রীহট্টে কোণঠাসা জঙ্গী কর্তৃপক্ষ ওখান থেকে অফিসারদের পরিবারবর্গকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামের মধ্যে পাক সামরিক বিমান চলাচল গত দুদিন থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামের বিমানবন্দরগুলির রানওয়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই সম্ভবত এর কারণ। অথবা পেট্রোলের অভাবেও বিমান চলাচল কমিয়ে দেওয়া হতে পারে। আবার অবিরাম কর্মরত থাকায় বিমানগুলিতে যান্ত্রিক গোলযোগের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্টে অবস্থানরত পাক সেনারা আরও সৈন্য চাইছে। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার যে কোন কারণেই হোক ওই সব জায়গায় নতুন কোন সেনাদল পাঠাতে পারছেন না। ফলে পানজাবী চমূদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে গ্রামবাসীদের সরিয়ে দেবার জন্য পাক বিমান বাহিনীর বিমানগুলি গ্রামাঞ্চলে মাঝে মাঝেই বোমা বর্ষণ করে চলেছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের মনোবল অটুট। এঁরা পাক দখলদারদের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

নোয়াখালি থেকে পাক সেনাদল পিছু হটেছে। এই শহরটি এখন মুজিবের লোকেদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

পাক সেনাদের অত্যাচারে যে সব পাক নাগরিক ভারতে চলে আসতে বাধ্য হবেন তাঁদের আসার সুবিধার জন্য ত্রিপুরা সরকার বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সীমান্তে কয়েকটি প্রবেশপথ তৈরী করেছেন। এই সব প্রবেশপথে খাবার-দাবারের ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এ রকম প্রায় ৪০০০ শরণার্থী বিভিন্ন প্রবেশপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন। এ'দের মধ্যে পুরুষরা নারী ও শিশুদের এপারে রেখে সঙ্গে সঙ্গেই আবার সংগ্রামে যোগ দিতে ওপারে ফিরে গিয়েছেন।

বহু সংখ্যক ভারতীয় নিরাপত্তা রক্ষী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে বলে পাক কর্তৃপক্ষ যে অভিযোগ তুলেছেন, একজন সরকারী মুখপাত্র তা ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন।

দেশলাই, সরষের তেল

শিলং থেকে খবর—পূর্ব বাংলার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। একজন মাঝবয়সী ব্যবসায়ী জয়ন্তিয়াপুরের মহম্মদ গুলজার হোসেন মেঘালয়ের মুক্তাপুর সীমান্তে জানিয়েছেন যে, শ্রীহট্টে একটি দেশলাই বাকসের দাম আট আনা। এর এক সের সরষের তেল বিকোচ্ছে ১০ টাকার উপর দরে।

যশোরে পাক বাহিনীর তৎপরতা

নিরঞ্জন হালদার

ঝিকরগাছা, যশোর (বাংলা দেশ), ৪ এপ্রিল—আজ সারা দিন ধরে যশোর শহর ও ক্যানটনমেন্টের তিন দিকের গ্রামগুলিতে গুলি বর্ষণ চলে। বেলা ২টা ৪০ মিনিট নাগাদ যশোর শহরে দুটি বোমার শব্দ পাওয়া যায়।

শনিবার দুপুর থেকেই ক্যানটনমেন্টের পাকিস্তানী সেনারা পাঁচ-ছ খানা জিপ নিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে কামারখালির মোড়ে হাজির হয়। ওই দিন তারা চাচরার মোড় দখল করে। কৃষি অফিসও দখল করে। আজ সকালে যশোর শহর অভিযান আরম্ভ হয়। রেল স্টেশনও তারা দখল করে। খুলনায় রাওয়ার বাস স্ট্যানডটিও তাদের দখলে। পাক সেনাবাহিনী চেষ্টা করছে বিচ্ছিন্ন খুলনার সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার।

আজ স্বাধীন বাংলার মুক্তি ফৌজের তিনখানা জিপ নষ্ট হয়েছে, ৪জন ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক মারা গিয়েছে।

রংপুর রণাঙ্গন: জেলখানা দখল

দীনেশ চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল—রংপুর রণাঙ্গনে আজ সাফল্যের খবর—কুড়িগ্রাম জেলখানা এখন মুক্তি ফৌজের দখলে। জেলখানার লৌহকপাট ভেঙ্গে দুই শতাধিক বন্দীকে মুক্তি ফৌজ মুক্ত করে এনেছে। এই বন্দীদের একজন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর শ্রীমোহিনী চ্যাটারজি। দশ মাস আগে পাক ফৌজ তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। শ্রীচ্যাটারজি আজ বিকালে দিনহাটায় ফিরে এসেছেন। কুড়িগ্রাম জেলখানার মুক্ত বন্দীরা মুক্তি ফৌজে যোগ দিয়েছেন।

পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী আজ সারাদিন ধরে লালমণির হাটে বিমান ঘাটির উপর বেপরোয়া নেপাম বোমা বর্ষণ করে। গতকাল এই বিমান ঘাটিটি মুক্তি ফৌজ দখল করেছিল। বোমা বর্ষণের ফলে অনেক লোক মারা গিয়েছে। পাকিস্তানী ফৌজ এখানে বিমানে করে ছত্রী সেনাও নামিয়েছে। লালমণির হাটে অসামরিক পাঞ্জাবীরা আজ পাক দখলদারদের সঙ্গে হাত মেলায় এবং লালমণির হাট ও আশপাশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ ও আগুন লাগায়। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে গিয়েছে। ভীত-সন্ত্রস্ত নরনারী নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘরের বাইরে বের হলে তাদের নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। গীতলদহ সীমান্ত থেকে আমাদের উচ্চপদস্থ অফিসাররাও লালমণির হাটের দিকে প্রচণ্ড ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পান বলে জানান।

কয়েক দিন আগে রংপুরে ইসটারন মারকেনটাইল ব্যাংক ও পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংকের তালা ভেঙ্গে পাক দখলদার বাহিনী সমস্ত টাকা-কড়ি এবং গহনা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে। রংপুর ও দিনাজপুরে সরকারী কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না।

পাকিস্তানী হানাদারদের পৈশাচিক অত্যাচার শুরু হবার পরই আজ প্রায় তিন হাজার শরণার্থী সিতাই ও গীতলদহ সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয়ের জন্য ভারতে ছুটে আসে। শরণার্থীদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। পুরুষরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সিতাই ও ছোকরাবাড়িতে ক্যামপে এই শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

ওদিকে বোমা বর্ষণ উপেক্ষা করে মুক্তি ফৌজ আজ দুপুরের দিকে রংপুর ক্যানটনমেনটে পালটা আক্রমণ চালায়। জঙ্গী বাহিনী এসব অঞ্চলেও নেপাম বোমা বর্ষণ করেছে।

মুক্তি সেনারা পাক হেলিকপটার গুলি করে নামিয়েছেন

কোচবিহার থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, মুক্তি ফৌজ রবিবার রংপুরের কাছে দখলদার বাহিনীর একটি হেলিকপটার গুলি করে নামিয়েছে। তাদের কয়েকটি জীপও দখল করেছে। দখলদার বাহিনী লালমণিরহাটে বোমা ফেলেছে।

মুক্তি ফৌজের তীব্র আক্রমণের মুখে দখলদার বাহিনী এখন রংপুর শহর থেকে পিছু হঠছে। জঙ্গী শাহীর পাঞ্জাবী সেনারা রংপুর শহরের ইসটারন ব্যাংকিং-এর সমস্ত টাকা পয়সা লুঠ করেছে। এ থেকে মনে হচ্ছে তারা শহর ছেড়ে সরে পড়বার মতলবে আছে।

লালমণিরহাটে দখলদার বাহিনী ঘেরাও

এরমধ্যে লালমণিরহাটে দখলদার বাহিনী সেনারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে। তাদের সাহায্যের জন্য রংপুর থেকে দু কোমপানী পাক ফৌজ রওনা হয়। সেই সুযোগে নাগেশ্বরী থেকে সাত ট্রাক বোঝাই পূর্ব পাক রাইফেল এবং অন্যান্য মুক্তি ফৌজ রংপুর শহরে ঢুকে পড়ে। সেখানকার দখলদার বাহিনী এই নতুন আক্রমণের সামনে পিছু হঠতে থাকে।

ওদিকে যে দলটি লালমণিরহাটে রওনা দিয়েছিল তারা তিস্তা সেতুর কাছে আটক পড়ে। মুক্তি ফৌজ তিস্তা পুল উড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই দখলদার বাহিনীর ওই লোকেরা ফেরিতে তিস্তা পেরোবার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে মুক্তি ফৌজ তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দখলদার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মুক্তি ফৌজের বুলেট এবং তিস্তার জলে তাদের বহু লোকের জীবনান্ত হয়।

বিদেশী পত্রিকায় বিকৃত খবর প্রকাশে বাংলাদেশে ক্ষোভ

নাভারণ (যশোর, বাংলাদেশ), ৪ এপ্রিল — বাংলাদেশের জনসাধারণ বিদেশী সাংবাদিকদের এতদিন ভাবের জল এবং শুভেচ্ছাসহ স্বাগত জানাচ্ছিলেন। এখন কোন কোন বিদেশী কাগজ এবং সাংবাদিকদের সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবের বদল ঘটেছে।

এখানে এক আওয়ামী লীগ নেতা কয়েকজন মার্কিন ও ব্রিটিশ সাংবাদিক ও টি ভি কর্মীকে বললেন, "ডেলি টেলিগ্রাফ বলেছে যে, বাংলাদেশের কোন পতাকা কোথাও উড়ছে না। ওই দেখুন আমাদের পতাকা। পানজাবীগুলো যা বলে তাই না লিখে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরুন। বি বি সি তো মেলা ভুল খবর চাউর করছে। 'টাইমস' নাকি বলেছে যে, ভারত বাংলাদেশে অস্ত্র পাঠাচ্ছে, বাংলাদেশে পানজাবী ব্যবসাদারদের খুন করা হচ্ছে—এসব বাজে কথা।"

বেনাপুরে বাংলাদেশের এক সীমান্ত রক্ষী একজন বিদেশী সাংবাদিককে সাফ বলেন, "না। আপনাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আপনার মতো যারা তাদের সঙ্গে আমরা কিছুতেই সহযোগিতা করব না।"

—ইউ পি আই

উত্তর প্রদেশে ত্রিপাঠি মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ

লখনউ, ৪ এপ্রিল—উত্তর প্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠি আজ শপথ গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে নব কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আরও ৬ জন সদস্যও শপথ নেন আজ সকালে এখানে রাজভবনে রাজ্যপাল ডঃ বি গোপাল রেড্ডি শ্রীত্রিপাঠি এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ করান।

৬৬ বছর বয়স্ক শ্রীত্রিপাঠির পরনে ছিল সাদা খাদির কুর্তা ও ধুতি এবং কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। শপথ গ্রহণের পর এগিয়ে এলে সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে অভিনন্দন জানান।

ত্রিপাঠি মন্ত্রিসভার অন্য ৬ জন সকলেই ক্যাবিনেট মন্ত্রী, এ'দের মধ্যে একজন মহিলা। তাঁদের নাম—শ্রীনারায়ণ দত্ত তেওয়ারি, শ্রীঅজিত প্রতাপ সিং, ডঃ সীতারাম, ডাঃ (শ্রীমতী) রাজেন্দ্রকুমারী বাজপাই, শ্রীমহম্মদ আলি খাঁ এবং শ্রীবলরাম সিং যাদব।

রাজভবনের দরবার হলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন—বিহারী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং এবং আদি কংগ্রেস ও বি কে ডি আইনসভা দলের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হতে তিরিশ মিনিট সময় লাগে।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

ছুরিকাহত ছাত্র-পরিষদ কর্মীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার রাত্রে এনটালিতে ছুরিকাহত ছাত্র পরিষদ কর্মী রণজিত ওঝা (২২) হাসপাতালে মারা গিয়েছেন, এ সম্পর্কে এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি।

রবিবার সকালে চিৎপুরে থানা এলাকার পাতিপুকুর মাছের বাজারে শ্রীতপন রাউত নামে একজন মাছ বিক্রেতা ছুরিকাহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

ছাত্র পরিষদ কর্মী নিহত

শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ এনটালি থানা এলাকার ক্রীসটোফার রোডে শ্রীরণজিত ওঝা ছুরিকাহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়, সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

পুলিশী সূত্রে বলা হয় শ্রীওঝা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কয়েকজন যুবক ছুরি ও ধারালো অস্ত্রাদি নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শ্রীওঝার রক্তাপ্লুত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

রবিবার মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর একটি শোক মিছিল বার করা হয়।

বন্দুক ছিনতাই

শনিবার রাত্রে যাদবপুর থানা এলাকার বাঁশদ্রোণীতে পুলিশের একটি বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবরে বলা হয়েছে, রাত এগারোটা নাগাদ আট দশ জন যুবক বোমা নিয়ে করডনিং চেক পোসটে হামলা চালায়। বোমায় দুজন কনসটেবল আহত হন। হামলাকারীরা একজনের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। আরও অনুসন্ধান চলছে।

রিভলবার, পাইপগান উদ্ধার

শনিবার রাত্রে শিয়ালদহ অঞ্চলে একটি বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ একটি রিভলবার ও একটি পাইপগান উদ্ধার করে।

রবিবার কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক মুখপাত্র এই খবর দিয়ে বলেন, বিকালে মহাত্মা গান্ধী রোড ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর সংযোগস্থলের কাছে সন্দেহক্রমে একটি গাড়ি আটক করে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ গাড়িটির পিছু নিয়েছিল, ধৃতদের জবানবন্দী অনুযায়ী একটি বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ ওই রিভলবার ও পাইপগান উদ্ধার করে এবং আর একজনকেও গ্রেফতার করা হয়।

পত্রিকা ভ্যানে আগুন

এদিন সকাল সাতটায় কাশীপুর থানা এলাকায় রেল পুলের কাছে একটি ইংরাজী পত্রিকার ভ্যানে কিছু লোক আগুন লাগায়। পুলিশ সূত্রে বলা হয়, গাড়িটি প্রায় পুড়ে যায়। দমকল গিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে।

রাজসাহী শহরে পাক বোমা বর্ষণ, প্রচণ্ড লড়াই

শত্রুঘ্ন দত্ত
(রাজসাহী শহরের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে)

পাক বিমান থেকে শুক্রবার রাত্রে আবার রাজসাহী শহরে বোমা ফেলা হয়েছে। স্যাবার জেট থেকে এই বোমা ফেলা হয়।

ওয়াকিবহাল মহলের খবর, পাক ফৌজ আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরও প্রবলভাবে বোমাবর্ষণ করে শহর উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে। মুক্তি যোদ্ধারা এ আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্যোগ আয়োজন করছেন। মুক্তি সেনারা এখন ভালভাবেই অস্ত্রসজ্জিত।

জঙ্গী বাহিনীর উপাশায় সেনা ছাউনিতে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন ওখানে ১৭টি বালুচ রেজিমেনট সহ ১,৪০০ সৈন্য আছে।

রাজসাহী পুলিশ ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী এস কে চৌধুরী মুক্তি যোদ্ধাদের পরিচালনা করছেন।

সমগ্র রাজসাহী এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা ও পাক সেনাদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। পাক সেনারা নারী, শিশু নির্বিচারে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে চলেছে। অনেক মসজিদেও তারা বোমা ফেলেছে।

অজ্ঞান অবস্থায় তারকেশ্বরী সিংহ হাসপাতালে

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল—আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহকে আজ সকালে অজ্ঞান অবস্থায় সফদরজং হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

বলা হয়েছে যে, তিনি রাত্রে বেশি ঘুমের বড়ি খেয়েছিলেন।

—পি টি আই

বিনামূল্যে! শিঙ্গার কুমকুম
তিনটি হালফ্যাশানের সেরা রঙের শিঙ্গার কুমকুমের একটি 'সেট' পাবেন হেজলীন স্নোর প্রত্যেক শিশির সঙ্গে।
হেজলীন স্নো

এই অপূর্ব্ব সুযোগ হারাবেন না। বিনামূল্যের এই উপহারটি আপনার নিজস্ব। আপনার পোষাকের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে মোট ৯টি নয়নাভিরাম রঙের কুমকুম সংগ্রহ করুন।
মনে রাখবেন, হেজলীন স্নোই আসলে একটি উপহার বিশেষ! এই লোভনীয় সৌন্দর্য ক্রীম যেমন মোলায়েম তেমনি কোমল এর স্পর্শ।
তাড়াতাড়ি করুন! স্টক থাকতে থাকতে!
হেজলীন স্নো
স্বাভাবিক সুকুমার সৌন্দর্যের গোপনকথা

অন্যান্য চিত্রগৃহে

পার্বতী — হাওড়া ৬৭-২৪৯১; ১২।, ৩।, ৬টা
THAT MAN FROM COCODY

সুরশ্রী — ৩৫-৩৮৩৬; ১২, ৩, ৬
চিরদিনের — উত্তম, সুপ্রিয়া

শ্যামাশ্রী — হাওড়া ৬৭-৩১৫০; ১২, ৩, ৬
সোনা বৌদি (২য় সপ্তাহ)

রূপায়ন — সিনেমা ৪৫-২৭৩৫; ২টা, ৫টা, ৮টায়
তিন ভুবনের পারে

শ্যামলী — ৬৭-২০৫৮; ১, ৪, ৭টা
প্রতিবাদ

যোগমায়া — হাওড়া ৬৭-২১২৮; ১।, ৪।, ৬।
জয় জয়ন্তী (৪র্থ সপ্তাহ)

জয়া
হামরাজ

জেম
গ্যাম্বলার

রূপম
তুম হাসীন ম্যায় জোয়ান

বিনোদিনী
নবরাগ

প্রবাসী
বন্ধন

নবীনা
গ্যাম্বলার

রাধাশ্রী
গ্যাম্বলার

অতীন্দ্র
চৈতালী

অশোকা
জয় জয়ন্তী (৪র্থ সপ্তাহ)

অলকা
সোনা বৌদি

নারায়ণী
আন মিলো সজনা

ছোটবড় সবাই জয় জয়ন্তী দেখে খুসী
উত্তম-অপর্ণা ও পাঁচটি বাচ্চা
উত্তরা ঃ পূরবী ঃ উজ্জ্বলা

চৈতালী
শ্রী ঃ প্রাচী ঃ ইন্দিরা

রূপকার প্রযোজিত
ব্যাপিকা বিদায়
নির্দেশনা — সবিতাব্রত দত্ত
মুক্ত অঙ্গন সন্ধ্যা ৭টায় ১২।৪।৭১
হলে টিকিট

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আশীর্বাদ-ধন্য
নান্দীকার-এর
চাঁপাডাঙার মেলা
মুক্ত-অঙ্গনে/আজ ৭টায়

রজতজয়ন্তী
নবরাগ

এখানে পিঞ্জর

প্রতি মুহূর্তেই আনন্দ
দেব আনন্দ অভিনীত
গ্যাম্বলার

বিষয় ঃ—
স্টার থিয়েটার

আন মিলো সজনা

মুক্ত অঙ্গনে
অনুভব
কাটা পতঙ্গ
রক্সি ঃ দর্পণা ঃ মেনকা
নিমন্ত্রণ
বসুশ্রী ঃ বাণী ঃ মিত্রা
প্রতিবাদ

• সাতের নামতা • গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত •

কালীঘাট জয়ের পথে

স্টাফ রিপোর্টার

রবিবার সিনিয়র সি এ বি নক-আউট ক্রিকেট সেমি-ফাইন্যালের দ্বিতীয় দিনে যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে কালীঘাটের জয় একরূপ নিশ্চিত হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। কালীঘাটের প্রথম ইনিংস ৩১০ রানের উত্তরে বি এন আর ৮ উইকেট হারিয়ে ১৭১ রান তোলে। প্রথম দিনে কালীঘাট ৭ উইকেটে ২৫৮ তুলেছিল, কিন্তু এইদিন তারা প্রায় এক ঘণ্টা খেলে বাকি তিনটি উইকেটে ৫২ রান করে ৩১০ রানে ইনিংস শেষ করে। গোপাল চক্রবর্তী ব্যাটিংয়ে দৃঢ়তা দেখালেও বি এন আরের শুরুতেই বিপর্যয় ঘটে। এই বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ান কালীঘাটের বোলার টি জে ব্যানারজি। তিনি ৩৯ রানের বিনিময়ে রেল দলের ৫টি উইকেট দখল করেন। রেল দলের পতনের মুখে শান্তি ঘোষাল রুখে দাঁড়িয়ে এইদিন ৫২ রানে অপরাজিত আছেন ঠিকই, তবে পরাজয় এড়াতে পারবেন বলে মনে হয় না। সোমবার খেলার শেষ দিন।

কালীঘাট—৩১০ (কে চৌধুরী ১২৭, জি বসু ৪৬, আর মুখারজি ৩২, আর ব্যানারজি ৩৮ নঃ আঃ; এস ঘোষাল ৫২ রানে ৩ উইঃ, এস নাথ ৭৩ রানে ৩ উইঃ)।

বি এন আর—৮ উইঃ ১৭১ (জি চক্রবর্তী ৬৬, এস ঘোষাল ৫২ নঃ আঃ; টি জে ব্যানারজি ৩৯ রানে ৫ উইঃ, বি কুণ্ডু ৩৫ রানে ২ উইঃ)।

ভারতের ৩৪৭ রানে ইনিংস শেষ

সারদেশাই, সোলকারের অনবদ্য ব্যাটিং

বারবাডোজ, ৩ এপ্রিল—দিলীপ সারদেশাই-এর অপরাজিত ১১১ ও ন্যাটা চৌখস তরুণ একনাথ সোলকারের নট আউট ৫৯ রানের জন্য ভারত ১ম ইনিংসে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। ওয়েসট ইনডিজের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ৫০১ (ডিঃ) রানের উত্তরে ভারত তৃতীয় দিনে এক সময় ৬ উইকেটে মাত্র ৭০ রান করেছিল। সপ্তম উইকেটে সারদেশাই ও সোলকার অসামান্য দৃঢ়তা সহকারে খেলে ওয়েসট ইনডিজের বিপক্ষে রেকরড রান (১৭৭) যোগ করেছেন এবং দুজনেই অপরাজিত আছেন। আর ৫৪ রান করলে ভারত ফলো অন বাঁচাতে পারবে।

এই সফরে সারদেশাই-এর এটি তৃতীয় টেসট সেনচুরি। কিংসটনে প্রথম টেসটে তিনি ২১২, পোরট অব স্পেনে দ্বিতীয় টেসটে ১১২ রান করেছিলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের কয়েক মিনিট আগে ভারতের ৬ উইকেটে ৭০ রানের সময় ন্যাটা সোলকার সারদেশাই-এর সঙ্গে যোগ দেন এবং দিনের শেষ পর্যন্ত খেলে ৫৯ রানে অপরাজিত থাকেন। প্রথম টেসটেও পতনের মুখে এই জুটি অসামান্য দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। ষষ্ঠ উইঃ তাঁরা ১৩৭ রান যোগ করেছিলেন।

সারদেশাই-এর খেলায় ছিল স্বচ্ছন্দ গতি। ৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিট উইকেটে থেকে তিনি ১৬ বার মাঠের বাইরে বল পাঠান। সোলকার ৩ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ব্যাট করেছেন। তিনি ৫৯ রানে ৯টি বাউনডারি মারেন। তবে তিনি ১২ রানে ডো-এর বলে এবং ৫৭ রানে জন শেফারডের বলে ক্যাচ দিয়েছিলেন।

তৃতীয় দিন শনিবার সকালে শুরুতেই ভারতের বিপর্যয় দেখা দেয়। ৩৫ মিনিটের মধ্যে দুটি উইকেট পড়ে। কৃষ্ণমূর্তি ডো-এর দ্বিতীয় ওভারের বাউন্সার বলে ইনসান আলির হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন। ওয়াড়েকর যোগদান করেন। ২০ রান উঠলে অশোক মাঁকড় হোলডারের বলে পুল করতে গিয়ে উইকেটরক্ষক লুইসের হাতে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন। বিশ্বনাথ ও ওয়াড়েকর খেলতে থাকেন।

বিশ্বনাথ ও ওয়াড়েকরের উইকেট পান অধিনায়ক সোবারস। ওয়াড়েকর ২৮ ও বিশ্বনাথ ২৫ রান করেন। জয়সীমা কোন রান না করেই ডো-এর বলে বোলড হন। জামাইকার পেস বোলার ডো ৪৩ রানে ৩টি উইকেট পান।

স্কোর

ওয়েসট ইনডিজ—৫ উইঃ ৫০১ ডিঃ (জি সোবারস ১৭৮ নট আউট, কানহাই ৮৫, ডেভিস ৭৯)

ভারত—১ম ইনিংস

এস গাভাসকর ক হোলডার ব ডো	১
এ মাঁকড় ক লুইস ব হোলডার	৬
কৃষ্ণমূর্তি ক ইনসান আলি ব ডো	১
এ ওয়াড়েকর ক লুইস ব সোবারস	২৮
বিশ্বনাথ ক লুইস ব সোবারস	২৫
ডি সারদেশাই নট আউট	১৫০
জয়সীমা ব ডো	০
ই সোলকার ক লুইস ব ডো	৬৫
বেঙ্কটরাঘবন ব শেফারড	১২
আবিদ আলী রান আউট	৯
বি বেদী নট আউট	২০
অতিরিক্ত	২১
মোট (৯ উইঃ)	৩৪৭

উইকেট পতন ঃ ১।২, ২।৫, ৩।২০, ৪।৬৫, ৫।৬৯, ৬।৭০, ৭।২৫৬; ৮।২৬৯, ৯।২৮৫,

রনজি ফাইনাল

বোমবাই প্রথম ইনিংসে এগিয়ে

বোমবাই, ৪ এপরিল—রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় তৃতীয় দিনে মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসে ২৩০ রানে শেষ করায় বোমবাই প্রথম ইনিংসে ৫৭ রানে এগিয়ে গিয়েছে। পরে বোমবাই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ২ উইকেটে ১২ রান ও দিনের শেষে ৪ উইঃ ১৩০ রান করেছে।

বোমবাই প্রথম ইনিংস—২৮৭ রান।

মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংস—২৩০ রান (বোরদে ৪৮, সালদানা ৫০, কানিৎকার ৪১, ইসমাইল ৪১ রানে ৪টি, এ পাই ৭৫ রানে ৩টি ও শিভালকর ৪৭ রানে ২টি উইঃ)।

বোমবাই দ্বিতীয় ইনিংস—৪ উইঃ ১৩০ রান। —পি টি আই

সুযোগ পেয়েও মহমেডান স্পোরটিং গোল করতে পারেনি

স্টাফ রিপোরটার

মহমেডান স্পোরটিং ০ রৌরকেলা স্টীল ০

বেটন কাপের প্রাথমিক পর্যায়ের সেমিফাইনালে মহমেডান স্পোরটিং ও রৌরকেলা স্টীল দলের মধ্যে অতিরিক্ত সময় খেলা হওয়া সত্ত্বেও জয়-পরাজয় মীমাংসা হয়নি।

খেলা অনুযায়ী মহমেডানেরই জেতা উচিত ছিল। কারণ খেলার বেশির ভাগ বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে তারা প্রতিপক্ষকে একেবারে চেপে ধরে। এ পর্বে রৌরকেলা শুধু তাদের পতন রুখে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে খেলা হয়েছে রৌরকেলার গোলরক্ষক ডি কে নিয়োগী এবং মহমেডানের সঙ্গে। আগন্তুক দলের পুরোভাগ যদি একটু আক্রমণ করে খেলতে পারত তাহলে তাদের রক্ষণভাগের ওপর অতখানি চাপ পড়ত না। গোলরক্ষক নিয়োগী। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে দলের পতন আটকেছেন।

গোল করার মতন সুযোগ মহমেডানের সামনে বেশ কয়েকবার আসে। রাইট ইন মহম্মদ বিন হোসেন কমপক্ষে ৩।৪টি সুযোগ নষ্ট করেন। আবার মহমেডানের আক্রমণের মূলেও ছিলেন তিনিই। দ্বিতীয়ার্ধেই কম করে তিনি ৩টি সুযোগ পেয়েছেন। গোলরক্ষক নিয়োগী ৩বারই আটকে দেন। রৌরকেলার আক্রমণ ছিল খাপছাড়া। তারা কখনই বিপক্ষের গোলে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ জানতে পারেনি।

এক ও তিন মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা

সালকিয়া তরুণ দল পরিচালিত পুরুষদের তিন মাইল ও মহিলাদের এক মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা ১১ এপরিল অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সালকিয়া তরুণ দল ৩৪।১, কালীতলা লেন, হাওড়া-৬—এই ঠিকানায় ৯ এপরিলের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।

দ্বিতীয় দিনে এরিয়ানের সাফল্য

এরিয়ান ২ বারনপুর ইউনাইটেড ০ (সুশেরাজ ও কে গুই)

আগের দিন গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ করার পর রবিবার এরিয়ান নিজেদের মাঠে বেটনের প্রাথমিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউনডের খেলায় ২—০ গোলে বারনপুর ইউনাইটেডকে হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে কাসটমসের সঙ্গে খেলার যোগ্যতা লাভ করে। বিরতির আগে ৫ মিনিটের মধ্যে এরিয়ান পর পর গোল দুটি করে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা নিজেদে অনুকূলে নিয়ে যায়।

প্রথমার্ধে গোড়ার দিকে বারনপুর ইউনাইটেড এরিয়ানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে গোল করার মত সুযোগের সৃষ্টি করলেও পুরোভাগের ব্যর্থতার জন্য কোন গোল করতে পারে না। ১৫ মিনিটের সময় ওনকার সিং সহজতম সুযোগ নষ্ট করেন।

২৫ মিনিটের সময় পেনালটি কর্নার থেকে সুশেরাজ প্রথম গোল করেন ১—০। ৩ মিনিট পরে সুশেরাজের কাছ থেকে বল পেয়ে কে গুই দ্বিতীয় গোল করায় এরিয়ানের জয় নিশ্চিত হয়ে যায় ২—০।

দ্বিতীয়ার্ধে মামুলি খেলা মাঝমাঠে অধিকাংশ সময় সীমাবদ্ধ থাকে।

সোমবারের ক্রিকেট খেলা

সি এ বি সিনিয়র নক-আউট (সেমি-ফাইন্যাল) কালীঘাট ঃ বি এন আর (ইডেন উদ্যান—তৃতীয় দিন); অফিস ক্রিকেট লীগ প্লে অফ ঃ ইসটারন রেল একাউনটস ঃ জে স্টোন (পি অ্যানড টি); রিজারভ ব্যাংক ঃ ইউকো ব্যাংক (ফেডারেশন)।

সোমবারের ফুটবল খেলা

পাওয়ার লীগ—পোরট কমিশনারস ঃ বেহালা ইক্কথ (সিটি); আন্তঃ অফিস লীগ—স্টেট ব্যাংক ঃ ইনডিয়া হারড মেটাল (হাইকোরট ৪-১৫); স্যাকসোনেট এ সি ঃ ইসপাত ক্লাব (রিজারভ ব্যাংক)।

সোমবারের হকি খেলা

পি গুপ্ত কাপ—জয়শ্রী শিক্ষা-নিকেতন ঃ মথুরানাথ জগদীশ বিদ্যালয় (গ্রীয়ার ২-৪৫); খিদিরপুর একাডেমি ঃ সেনট জেভিয়ারস স্কুল (ওয়াই এম সি এ ৩-৪৫); লক্ষ্মীবিলাস কাপ—এরিয়ান ঃ খালসা ব্লুজ (এরিয়ান ৩-৩০); ল্যাগডন শীলড—এনটালি এ সি ঃ রেনজারস (রেনজারস ৩-৪৫); কল্যাণ শীলড—ওয়াই এম সি এ সেনট্রাল ঃ রিভার সাইডারস (গ্রীয়ার ৩-৪৫); আন্তঃ কলেজ লীগ—বিদ্যাসাগর ঃ শ্রীরামপুর কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয় ৩টা);

ভারত ৩-০ খেলায় বিজয়ী

কলম্বো, ৪ এপরিল—ডেভিস কাপ পূর্বাঞ্চলের ভারত ও সিংহলের খেলায় ভারত ডাবলসেও জয়ী হয়ে ৩—০ খেলায় বিজয়ী হয়েছে।

ডাবলস

প্রেমজিৎ লাল ও আনন্দ অমৃতরাজ (ভারত) ৬—৩, ৬—২, ৬—৪ গেমে বারনারড পিনটো ও রনজন ওয়াডে-গোদেরাকে (সিংহল) হারিয়েছেন। —ইউ এন আই

গায়ে ব্যথা?
অ্যানাসিন

ব্যথাবেদনায় অনেক বেশী আরাম দেয়
কারণ জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

জোরালো, নির্ভরযোগ্য, তাড়াতাড়ি
অ্যানাসিন
Regd. User of T.M.: Geoffrey Manners & Co., Ltd.

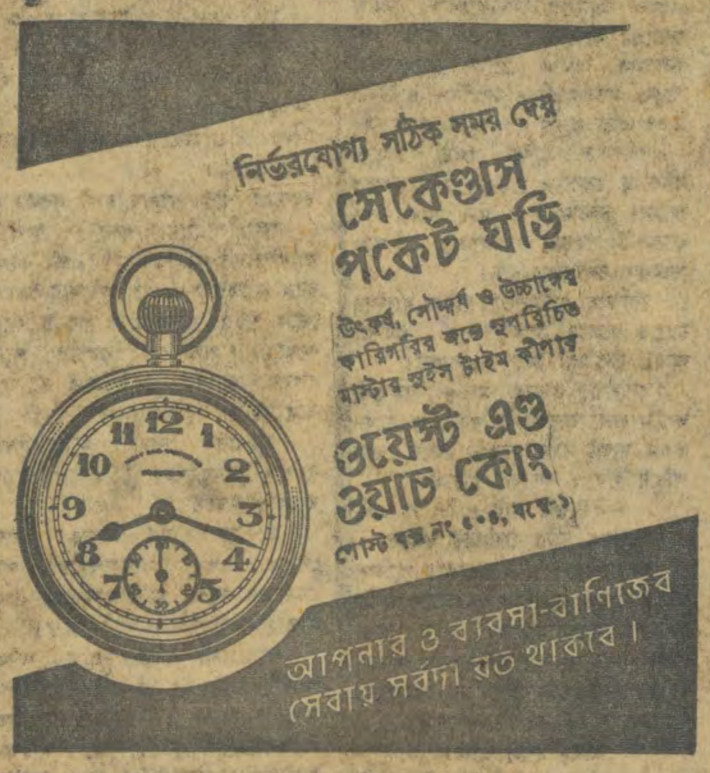

ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট লটারিজ

১৩শ খেলার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হইল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারির ১৩শ খেলা ১০-৪-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তদনুযায়ী, এই খেলার জন্য টিকিট বিক্রয়ের শেষ তারিখ ৩-৪-৭১ তারিখে নির্দিষ্ট ছিল।

কিন্তু, বিক্রয়ের জন্য আমাদের টিকিট উপস্থাপিত করিতে কিছু বিলম্ব হওয়ার দরুন এবং তৎপরে সংশিষ্ট সকলে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমাদের টিকিট যথাসময়ে এবং যথোপযুক্ত পরিমাণে আমাদের অনেক ক্রেতা ও এজেন্টের নিকট পৌঁছিতে পারে নাই।

সুতরাং এই খেলার তারিখ ৩-৫-৭১ তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তদনুযায়ী, এজেন্টদের নিকট টিকিট বিক্রয় ২৬-৪-৭১ তারিখ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

এখনই আপনার টিকিট কিনুন
এবং ভাগ্য পরীক্ষা করুন!

ডি এস এল তারিখ ৩-৪-৭১

INDIANOIL

ইণ্ডিয়ান অয়েল

ডিলারশীপের জন্য বিজ্ঞপ্তি

১। ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (মার্কেটিং ডিভিশন) ৫৭/১, ব্রিস্টোকার রোডে রিটেল আউটলেট ডীলার ('প' লাইট স্টেশন) নিযুক্ত করিতে চাহেন।

২। যোগ্যতা ঃ মনোনয়ন সেই সকল আবেদনকারীর মধ্য হইতে করা হইবে, যাঁহারা—

(ক) এনজিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট/এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা হোল্ডার/সাধারণ গ্র্যাজুয়েট;

(খ) বেকার;

(গ) কলিকাতা মেট্রোপলিটন সিটির বাসিন্দা;

(ঘ) নিম্ন আয়বিশিষ্ট;

(ঙ) নিম্নবর্ণিতভাবে আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখে বয়স ৩০ বৎসরের কম;

(একক ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে, যোগ্যতার নির্ধারিত শর্তগুলি পূরণ করিতে পারিলে প্রাক্তন সৈনিক এবং তপশিলভুক্ত জাতি/উপজাতি আবেদনকারীদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে।

৩। ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের অনুকূলে কাটা ৫ টাকার একটি ক্রসড পোস্টাল অর্ডারসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলে আবেদনের ফরম পাওয়া যাইবে ঃ

ডিভিশনাল ম্যানেজার
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ
(মার্কেটিং ডিভিশন)
১, মিডলটন স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬

যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র ৪-৫-৭১ তারিখের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় পৌঁছান চাই। এই তারিখের পর প্রাপ্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না।

অমর অক্ষয় বাণী—২,

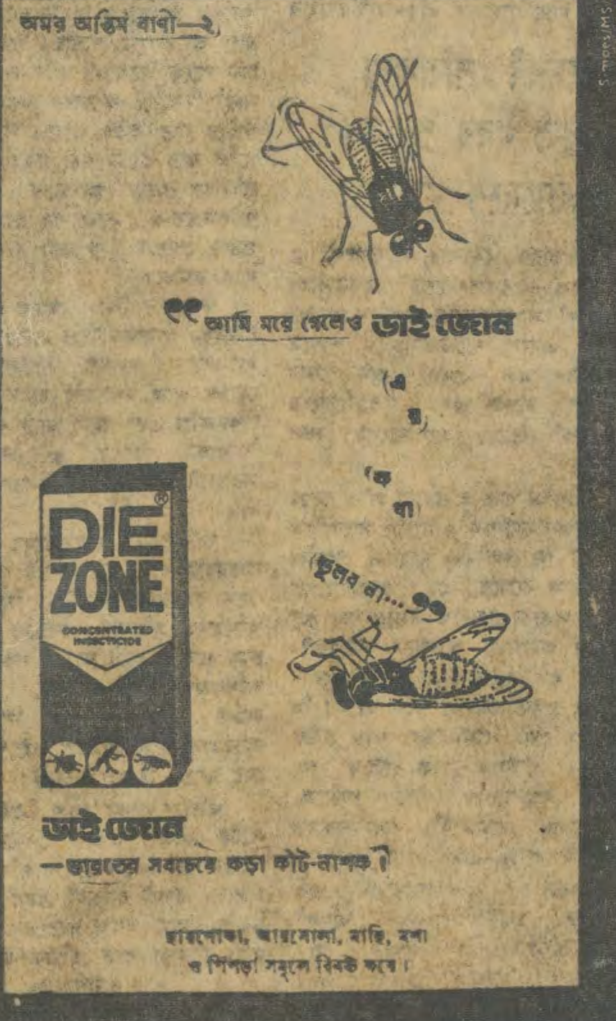

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৩১-৩-৭১ তারিখে কলিকাতার ৫টি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সর্বাশিক্ষার নির্দেশের ধারাবাহিকতাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রেসিডেন্ট নিম্নোক্ত অর্ডার ইস্যু করিয়াছেন:

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিস ৫ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ হইতে ৯ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে এবং ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে পুনরায় খুলিবে।

এ. সি. চট্টোপাধ্যায়
সেক্রেটারি

(৫১৮৫)

ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল—বাংলা দেশের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবিরোধী প্রচার যথারীতি অব্যাহত রেখে পাকিস্তান আজ ভারতের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করে যে, ভারত পশ্চিমবঙ্গে সৈন্য পাঠাচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর তাদের সকলকে মোতায়েন করা হচ্ছে।

পাকিস্তান বলেছে, পশ্চিমবঙ্গে ভারতের এক লক্ষের বেশি লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রয়েছে যা পাঁচ ডিভিশন সৈন্যের সমান।

আর একজন পাক ব্রিগেডিয়ার খতম

স্টাফ রিপোর্টার

মুক্তি ফৌজের হাতে পাক সামরিক বাহিনীর আর একজন ব্রিগেডিয়ার খতম হয়েছে। এর নাম ইকবাল সফি। শনিবার রাত্রে কুমিল্লা শহরে মুক্তি ফৌজের সঙ্গে লড়াই পরিচালনা কালে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়। শ্রীসফি কুমিল্লা সেকটরের ভারপ্রাপ্ত কমানডার ছিল।

রবিবার রাত্রে সীমান্তের ওপার থেকে কলকাতায় যেসব সংবাদ আসে তাতে দেখা যায় সামরিক বাহিনী এখন শুধু শহরের ক্যানটনমেণ্ট এলাকাগুলিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। বাইরে থেকে শুধু বিমান আক্রমণ ছাড়া জলপথে খুব বেশি সুবিধা করতে পারছে না। শনি ও রবিবার দিনাজপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা ও সিলেটে বোমা বর্ষণ করেছে।

সভা-সমাবেশ

(অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।)

অষ্টম জাতীয় নৌবাহিনী দিবস:—আজ সকাল ৯টায় আই এন এস 'ভদ্রা' জাহাজে অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি—শ্রী বি বি ঘোষ। হ্যানিম্যান জন্মোৎসব কমিটি—৬টায় কলেজ স্ট্রিট বাজারে করপোরেশনের কমারশিয়াল মিউজিয়ামে প্রদর্শনী। সভাপতি—শ্রী জে সি দে; উদ্বোধক—ডাঃ রমা চৌধুরী। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি:—(বালিগঞ্জ স্টেশন রোড) সকাল ১১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত আজ ও কাল কারুশিল্প প্রদর্শনী। ইনসটিটিউশন অব ইনজিনীয়ারস:—৬টায় ৬ গোখলে রোডে শ্রী ডি পি মুখারজির 'পশ্চিমবঙ্গে শিল্পসম্পর্কের উন্নতির উপায়' সম্পর্কে বক্তৃতা। রামকৃষ্ণ মিশন (গোল পারক):—৬॥টায় শিবানন্দ হলে 'নিবেদিতার রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ' সম্পর্কে শ্রীশংকরী বসুর বক্তৃতা।

এ সপ্তাহে আপনার রাশিফল

শ্রীভাস্কর

সৌর জগতে বর্তমান গ্রহ-পরিস্থিতি এই রকম:—শনি ও বুধ মেষে (শনিবার বুধ বক্রী হবে)। কেতু কর্কটে। বক্রী বৃহস্পতি বৃশ্চিকে। মঙ্গল ধনুতে। রাহু মকরে। শুক্র কুম্ভে। রবি মীনে। চন্দ্র আজ আছে কর্কটে। মঙ্গলবার চন্দ্র যাবে সিংহে। বৃহস্পতিবার রাত্রে চন্দ্র যাবে কন্যায়।

রাষ্ট্রীয় ফল:—পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলবে। করাচীর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ শক্তি ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠবে। আভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে পশ্চিম পাকিস্তান ভারতের সংগে প্রত্যক্ষভাবে বিবাদ ও বিরোধের সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রশক্তির সহানুভূতি বাংলা দেশ পাবে—ভারতের তো বটেই। পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন হলেও অশান্তি চলবে।

আজ থেকে আগামী রবিবার পর্যন্ত ব্যক্তিগত রাশি অনুযায়ী সম্ভবপর ফলাফল দেওয়া হল।

মেষ—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। বৈষয়িক সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। কোনো মহিলার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

বৃষ—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রের ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো বিষয়ে সম্মানলাভ করতে পারেন। বেকার ব্যক্তির চাকুরিলাভ হতে পারে। কোনো সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো চলবে না। অধিক পরিশ্রম এড়িয়ে চলবেন।

মিথুন—আর্থিক ইংগিত অপেক্ষাকৃত শুভ। ব্যবসাক্ষেত্রের ফলও শুভ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। বৈষয়িক সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। কোনো ভ্রাতার সংগে মনোমালিন্য হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো চলবে না।

কর্কট—আর্থিক ইংগিত অনুকূল। ব্যবসাক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি হতে পারে। কোনো সহযোগীর সংগে মতবিরোধ হতে পারে। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। কোনো বৈষয়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

সিংহ—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসাপত্তর ঢিমে-তালে চলবে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো ব্যাপারে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য উদ্বেগ হতে পারে। কোনো বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

কন্যা—আর্থিক অবস্থায় কিছুটা টান পড়তে পারে। ব্যবসাপত্তর ভালো চলবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। শত্রুভয়ে মন বিক্ষিপ্ত থাকতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

তুলা—আর্থিক ইংগিত অনুকূল। ব্যবসাক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি হতে পারে। বেকার ব্যক্তির চাকুরি হতে পারে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। শত্রু বশ্যতা স্বীকার করবে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

বৃশ্চিক—আর্থিক ইংগিত অপেক্ষাকৃত শুভ। ব্যবসাক্ষেত্রের ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো ব্যাপারে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। কোনো ভ্রাতার দ্বারা শত্রুতাচরণের আশংকা দেখা যায়। সম্পত্তি বা বাস-গৃহ সংক্রান্ত সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

ধনু—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো ব্যাপারে ভুলের ফলে অর্থক্ষতি বা দ্রব্যক্ষতি হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। কোনো সন্তানের ব্যাপারে মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

মকর—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বিষয়ে সম্মান লাভ করতে পারেন। আর্থিক ব্যাপারে কোনো ভ্রাতার সংগে মনোমালিন্য হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

কুম্ভ—আর্থিক অবস্থা কিছুটা টান পড়তে পারে। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। কোনো ভ্রাতার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। কোনো বৈষয়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

মীন—আর্থিক ইংগিত শুভ। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। বেকার ব্যক্তির চাকুরিলাভ হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে বিশিষ্ট বন্ধুলাভ যোগ দেখা যায়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

চতুর্থ দিনের খেলা

চতুর্থ দিনে ভারত মধ্যাহ্ন ভোজের পরই প্রথম ইনিংস ৩৪৭ রানে শেষ করে ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

দীনবন্ধু এনড্রুজ মৃত্যুবার্ষিকী

দীনবন্ধু সি এফ এনড্রুজের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড (লোয়ার সারকুলার রোড) সমাধি ক্ষেত্রে আজ (সোমবার) বিকাল সাড়ে পাঁচটায় শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ, বিশ্বভারতী, দীনবন্ধু এনড্রুজ শতবার্ষিকী কমিটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী পুষ্পার্ঘ প্রদান করবেন।

দিনপঞ্জিকা

আজ দশমী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

সোমবার, ২২ চৈত্র, ১৩৭৭ (১৫ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ৫ এপ্রিল, ১৯৭১, ৮ শফর। দশমী দিবা ঘঃ ১।১২ মিঃ পর্যন্ত। অশ্লেষানক্ষত্র অহোরাত্র। ঘঃ ৫।২৯।৫৮ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫৪৯।১৮ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ তিথ্যমৃতযোগ-মাত্র। পূর্বাহ্ণ ঘঃ ১।০৬ মিঃ মধ্যে কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ঘঃ ৭টা মধ্যে ও ৮।০৩ মিঃ গতে পূর্বাহ্ণ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর দশমীবিহিতপূজা সমাপন ও বিসর্জন প্রশস্ত। দেবীর গজে গমন। ফলং—গজে চ জলদা দেবি শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। মধু ও গৌণচান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

সোমবার, ২২ চৈত্র, ১৩৭৭ (১৫ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ৫ এপ্রিল, ১৯৭১, ৮ শফর। দশমী দিবা ঘঃ ৩।২৮।১৭ সেঃ পর্যন্ত। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ঘঃ ৬।৫।৪০ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৩০।২৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৯।৪ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ তিথ্যমৃতযোগ পূর্বে ও পশ্চিমে নাস্তি। দিবা ঘঃ ১।০৬।০৭ সেঃ মধ্যে পুর্বাহ্ণ কিন্তু কালবেলানুরোধে অ্যাম্বকচরলগ্নচরনবাংশানুরোধে ঘঃ ৭।২।৪৪ মধ্যে পুনঃ দিবা ঘঃ ৮।৫০।১ সেঃ গতে দিবা ৯।৫।৫৯ সেঃ মধ্যে পুনঃ দিবা ঘঃ ১।০১।৫৪ সেঃ গতে দিবা ঘঃ ১।০৬।০৭ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবীর দশমী বিহিত পূজা সমাপন ও দেবীর বিসর্জন। বিজয়াদশমীকৃত্যম। দেবীর গজে গমন। ফলং—গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। মধু ও গৌণচান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

১৯৭১ সালের
১লা এপ্রিল থেকে

বিভিন্ন প্রকার এ সি এবং ডি সি মোটর, ট্রান্সফর্মার, অল্টারনেটর, ওয়েল্ডিং জেনারেটর এবং বিশেষ কাজে ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য রকমারি ইলেকট্রিক্যাল সাজ-সরঞ্জামের প্রখ্যাত প্রস্তুতকারক

কির্লোস্কার ইলেকট্রিক কোং লিঃ

তাঁদের কলকাতা শাখা
নূতন প্রেমিসেসে
স্থানান্তরিত করছেন।
যোগাযোগ করুন:

কির্লোস্কার ইলেকট্রিক কোং লিঃ
"কোহিনূর", ১০৫, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
ফোন: ৪৪-০৬২৪

(৪৮৭১৯এ)

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য
এই টুথপেস্ট—নিম।

নিম টুথপেস্ট শুধু আপনার দাঁত পরিষ্কারই করে না। নিমের হিতকর বিশেষ দ্রব্যগুণ দাঁত শক্ত করে, মাড়িকে রোগের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচায়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে শ্বাস-প্রশ্বাসে, এনে দেয় মিষ্টি সুবাস।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী।

ভারতীয় বিমান বাহিনী

মিটিওরোলজিক্যাল ব্র্যাঞ্চে স্থায়ী কমিশন
৫১ গ্রাউন্ড ডিউটি অফিসারস কোর্স

ভারতীয় বিমানবাহিনীর মিটিওরোলজিক্যাল ব্র্যাঞ্চে স্থায়ী কমিশনের জন্য ভারতীয় পুরুষ নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

উপযুক্ততা:

নাগরিকত্ব—প্রার্থীকে অবশ্যই
(ক) ভারতের নাগরিক, বা
(খ) গোর্খা (নেপালের প্রজা), বা
(গ) সিকিমের প্রজা, বা
(ঘ) ভুটানের প্রজা, বা
(ঙ) ভারতে স্থায়িভাবে বসবাসেচ্ছায় পাকিস্থান হইতে আগত ভারতীয় পিতার সন্তান হইতে হইবে।

অবশ্য প্রকাশ থাকে যে, তিনি যদি (ঙ) পর্যায়ভুক্ত হন তাহা হইলে তাঁহার অনুকূলে অবশ্যই ভারত সরকার কর্তৃক যোগ্যতার সার্টিফিকেট দিয়া থাকা চাই। আরো প্রকাশ থাকে যে, তিনি যদি (ঙ) পর্যায়ভুক্ত হন, তাহা হইলে নিয়োগের তারিখ হইতে কেবল এক বৎসর কালের জন্য যোগ্যতার সার্টিফিকেট বৈধ থাকিবে, উহার পর তিনি ভারতের নাগরিক হইলেই কেবল তাঁহাকে চাকরিতে রাখা হইবে। যে প্রার্থীর ক্ষেত্রে এইরূপ সার্টিফিকেট আবশ্যক হইবে, তাঁহাকে অবশ্য রিক্রুটিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীতব্য সাক্ষাৎকারে ডাকা যাইবে এবং সরকার কর্তৃক তাঁহাকে আবশ্যক সার্টিফিকেট ইস্যু হইবে এই প্রত্যাশায় চাকরিতেও নিয়োগ করা যাইবে।

যোগ্যতা: ফিজিক্স, এপ্লায়েড ম্যাথেম্যাটিকস, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, এপ্লায়েড ফিজিক্স বা মিটিওরোলজিতে কোন স্বীকৃত ভারতীয় বা বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততঃ ২য় শ্রেণীর এম এস-সি ডিগ্রী।

১ এপ্রিল, ১৯৭২ তারিখে বয়স—২০ হইতে ২৫ বৎসর; উপরোক্ত যোগ্যতাবলী হইতে উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থিগণের ক্ষেত্রে ২৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

দ্রষ্টব্য ১—কোন ক্ষেত্রেই বয়ঃসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা যাইবে না। এই বিষয়ে কোনরূপ পত্রালাপ গ্রাহ্য হইবে না।

দ্রষ্টব্য ২—১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে ২৫ বৎসরের কম বয়স্ক প্রার্থিগণকে অবিবাহিত হইতে হইবে এবং কমিশন না পাওয়া পর্যন্ত অবশ্যই তদ্রূপ থাকিতে হইবে। 'অবিবাহিত' সংজ্ঞার মধ্যে সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট হইলেও বিপত্নীক ও বিবাহ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগণ পড়িবেন না।

মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড

সাধারণ স্বাস্থ্য—প্রার্থীকে অবশ্যই যে-কোন সক্রিয় বা প্রচ্ছন্ন, তরুণ বা পুরাতন মেডিকেল বা সার্জিক্যাল অক্ষমতা বা সংক্রামক ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে হইবে এবং শান্তির বা যুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে কাজ করিবার ব্যাপারে শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়া অবশ্যই উপযুক্ত হইতে হইবে। শরীরের কার্ডিও-ভ্যাসকুলার, রেসপিরেটারী, ইউরো-জেনিটাল, নার্ভাস এবং অন্যান্য সিস্টেম স্বাভাবিক হওয়া চাই।

উচ্চতা—৬২″ (১৫৭.৪৮ সেঃ মিঃ)-এর কম নহে।

ওজন—বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী হওয়া চাই।

ছাতির মাপ—২″ (৫.০৮ সেঃ মিঃ) সম্প্রসারণ সহ পুরাপুরি সম্প্রসারিত ছাতির মাপ অন্যূন ৩২″ (৮১.২০ সেঃ মিঃ) হওয়া চাই।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা—সঠিক দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অপেক্ষাকৃত ভাল চোখে ৬/৬ জে ১ এবং অপেক্ষাকৃত খারাপ চোখে ৬/১৮ জে ৬ হওয়া চাই। নির্দেশ দেওয়া হইলে চশমা পরা বাধ্যতামূলক এবং চোখের পাতার, রিফ্র্যাকটিভ মিডিয়ার বা রেটিনার কোন আনুষঙ্গিক ব্যাধি না থাকা চাই। মাইওপিয়ার সর্বোচ্চ পরিমাণ যে-কোন মেরিডিয়ানে মাইনাস ৫.৫ ডি অনুমোদনযোগ্য।

কালার ভিসন—স্বাভাবিক অত্যাবশ্যক।

শ্রবণ—পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকে কানে (অপর কানটি বন্ধ করিয়া) ২০ ফুট (৬০৯.৬০ সেঃ মিঃ) দূর হইতে জোর ফিসফিস শব্দ শোনার সক্ষমতা।

দ্রষ্টব্য—প্রার্থীর টিমপ্যানিক মেমব্রেন অক্ষত থাকা চাই। কোন পুরাতন বা সক্রিয় এস ও এম-এর চিহ্ন থাকা চলিবে না।

প্রস্রাব—সুগার ও অ্যালবুমেনমুক্ত হওয়া চাই।

দাঁত—উপযুক্ত চর্বণের জন্য যথেষ্টসংখ্যক দাঁত থাকা চাই।

মনোনয়ন

যে সকল প্রার্থীকে এয়ার হেডকোয়ার্টার্স সুপারিশ করিবেন, তাঁহাদিগকে এয়ার ফোর্স সিলেকশন বোর্ডের সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে এবং তাঁহাদের নিজ ঝুঁকিতে টেস্ট দিতে হইবে। কোন টেস্টের সময়ে অথবা উহার ফলে তাঁহারা যদি আহত হন তবে সে ব্যাপারে তাঁহারা কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না। এয়ার ফোর্স মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক সফলকাম প্রার্থীদিগের ডাক্তারী পরীক্ষা করা হইবে। চলতি রুল অনুযায়ী রাহাখরচা ও দৈনিক ভাতা দেওয়া হইবে। যে সব প্রার্থী সর্বদিক দিয়া উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহাদিগকে এয়ার ফোর্স সিলেকশন বোর্ডে প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করিয়া কঠোরভাবে মেধা অনুযায়ী আবশ্যক সংখ্যক শূন্যপদ পূরণ করার জন্য ট্রেনিংয়ের নিমিত্ত মনোনয়ন করা হইবে।

ট্রেনিং

কোর্সের ট্রেনিং ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারী হইতে কোয়েম্বাটুরস্থিত এয়ার ফোর্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কলেজে শুরু হওয়ার কথা। ট্রেনিং-এর মেয়াদ ৫২ সপ্তাহ। অবশ্য এই মেয়াদ পরিবর্তনসাপেক্ষ।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

(ক) প্রার্থীদিগকে ট্রেনিং শুরু হওয়ার তারিখ হইতে অথবা ট্রেনিং সংস্থায় যোগদানের তারিখ (যাহাই পরে হইবে) হইতে জেনারেল সার্ভিস ট্রেনিং-এর সময়ের জন্য পাইলট অফিসারের র‍্যাঙ্কে মিটিওরোলজিক্যাল ব্র্যাঞ্চে প্রভিসনাল শর্ট সার্ভিস কমিশন মঞ্জুর করা হইবে। যে সকল প্রার্থী অসুস্থতা (অনধিক তিন মাস) ব্যতীত অপর কোন কারণে যথাসময়ে জেনারেল সার্ভিস ট্রেনিং কোর্স পাশ করিতে অপারগ হইবেন, তাঁহাদের কমিশনের অবসান ঘটান হইবে।

(খ) জেনারেল সার্ভিস ট্রেনিং সাফল্যের সহিত সমাপনের পর অফিসারগণ ১২ মাস কালের জন্য পাইলট অফিসারের র‍্যাঙ্কে অবেক্ষাধীনে স্থায়ী কমিশনে নিযুক্ত হইবেন। অবেক্ষাধীন কাল সাফল্যের সহিত সমাপনের পর তাঁহারা যদি ডাক্তারী পরীক্ষায় যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন তবে তাঁহারা পাইলট অফিসার হিসাবে পাকা বহাল হইবেন।

(গ) যে সময়ে তাঁহারা অস্থায়ী শর্ট সার্ভিস কমিশনে থাকিবেন সেই সময়ে তাঁহারা উক্ত র‍্যাঙ্কের কেবল বেতন ও দুর্মূল্য ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন। তাঁহারা অন্যান্য অফিসারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে মেসিং, অ্যাকোমোডেশন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার চার্জ আদায় দিবেন।

(ঘ) তবে, অস্থায়ী শর্ট সার্ভিস কমিশনড অফিসার হিসাবে ব্যয়িত কাল স্থায়ী কমিশন মঞ্জুর করা হইলে বেতন, পদোন্নতি ও পেনশনের ব্যাপারে হিসাব করা হইবে না।

কিভাবে দরখাস্ত করিতে হইবে:

সাধারণ কাগজে টাইপ-করা বা বড়হাতের হরফে লেখা দরখাস্ত ডিরেক্টরেট অফ পার্সোনেল (অফিসার্স) পি (ও) ৩ সেকশন, বায়ুভবন, এয়ার হেড কোয়ার্টার্স, নয়াদিল্লী-১১ শিরোনামে পাঠাইতে হইবে। দরখাস্ত ভর্তি খামে "৫১নং জি ডি ও কোর্সের জন্য দরখাস্ত" কথাগুলি মোটা অক্ষরে লিখিয়া দিতে হইবে। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখের পর প্রাপ্ত দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না। ইতিমধ্যে কর্মেনিযুক্ত প্রার্থিগণকে তাঁহাদের নিয়োগকর্তা মারফৎ দরখাস্ত করিতে হইবে। যে সমস্ত কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারী কর্মচারী ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখের পূর্বে "নো অবজেকশন" সার্টিফিকেট দাখিল করিতে অপারগ হইবেন, তাঁহাদিগকে ট্রেনিং-এর জন্য প্রেরণ করা হইবে না। যে সমস্ত প্রার্থী ১৫ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে সাক্ষাৎকারের জন্য কোন আহ্বান পাইবেন না, তাঁহারা ধরিয়া লইবেন যে, তাঁহাদিগকে এয়ার হেড কোয়ার্টার্স কর্তৃক এয়ার ফোর্স সিলেকসন বোর্ডের সাক্ষাৎকার ও পরীক্ষার জন্য সুপারিশ করা হয় নাই। যে সমস্ত প্রার্থীর ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফল ১৫ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ মধ্যে চূড়ান্ত হইবে না, তাঁহাদিগকে ট্রেনিং-এর জন্য প্রেরণ করা হইবে না। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, এন সি সি এবং পাঠ্যতালিকাবহির্ভূত কার্যকলাপের প্রমাণসূচক সার্টিফিকেটসমূহের প্রত্যায়িত নকল দরখাস্তের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। সার্টিফিকেটের এই সমস্ত নকল ফেরত দেওয়া হইবে না। একটি স্বনাম ঠিকানা লিখিত ডাকটিকিটবিহীন খাম দরখাস্তের সঙ্গে গাঁথিয়া দিতে হইবে।

নিম্নোক্ত ক্রমানুযায়ী নিম্নবর্ণিত বিবরণ অবশ্যই দিতে হইবে:
(ক) বড় হরফে পুরা নাম (সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর বিশদ করিয়া লিখিতে হইবে)
(খ) ডাকের পুরা ঠিকানা
(গ) খৃষ্টীয় সালে জন্মতারিখ
(ঘ) ১ এপ্রিল, ১৯৭২ তারিখে বয়স
(ঙ) জন্মস্থান
(চ) নাগরিকতা (পাকিস্তান হইতে আগত হইলে আগমনের তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে)
(ছ) পিতার নাম (সংক্ষিপ্ত নাম বিশদ করিয়া লিখিতে হইবে)
(জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা:
(১) ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তীর্ণ পরীক্ষাসমূহ
(২) প্রত্যেক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার বৎসর
(৩) স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম
(৪) প্রত্যেক পরীক্ষার প্রাপ্ত ক্লাস/ডিভিসন
(৫) পঠিত বিষয়সমূহ
(৬) এন সি সি, বয়স্কাউট, খেলাধুলার রেকর্ডের বিবরণ
(৭) অতিরিক্ত যোগ্যতা (যদি কিছু থাকে)
(ঝ) বিবাহিত বা অবিবাহিত কিনা। বিবাহিত হইলে স্ত্রীদের সংখ্যা উল্লেখ করুন।
(ঞ) স্থলবাহিনী/নৌবাহিনী/বিমানবাহিনীতে যে-কোনরূপে প্রবেশের জন্য পূর্বে সাক্ষাৎকার দিয়াছিলেন কিনা। দিয়া থাকিলে কোর্স নং/ব্র্যাঞ্চ, সাক্ষাৎকারের তারিখ ও স্থান এবং ফলাফল উল্লেখ করিতে হইবে (সকল বিবরণ জানা না থাকিলে, যতটা জানা আছে তাহাই উল্লেখ করিতে হইবে)।
(ট) মনোনীত হইয়া থাকিলে, শেষ মেডিক্যাল বোর্ডের তারিখ ও স্থান।
(ঠ) স্ব জেলার এমন দুইজন গেজেটেড অফিসার বা অন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির (আত্মীয় নহে) নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করুন, যাঁহারা আপনার চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারেন এবং আপনাকে অন্তত দুই বৎসর ধরিয়া চেনেন।
(ড) বর্তমান চাকরির (যদি কিছু থাকে) বিবরণ।
(ঢ) স্বাক্ষর ও দরখাস্তের তারিখ।

দ্রষ্টব্য ১—এমন কাহারো দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না—
(১) যাঁহারা বর্ণিতমত শর্তাদি পূরণ করিতে পারেন নাই;
(২) যাঁহারা সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল সঙ্গে গাঁথিয়া দেন নাই;
(৩) যাঁহারা অসম্পূর্ণ/বেঠিক/অস্পষ্ট তথ্য দাখিল করিবেন;
(৪) যাঁহাদের দরখাস্ত নির্ধারিত তারিখের পর পাওয়া যাইবে।

দ্রষ্টব্য ২—২৫ বৎসরের কম বয়স্ক প্রার্থিগণ ট্রেনিং-এর পূর্বে ও উহা চলাকালে বিবাহ করিতে পারিবেন না।

দ্রষ্টব্য ৩—যে সমস্ত প্রার্থীর এমন যোগ্যতা আছে, যাহার জন্য বয়ঃসীমা ২৫ বৎসরের বেশি শিথিল করা হইয়াছে, তাঁহাদের ক্ষেত্রে বিবাহ বাধা হইবে না।

ভারতের প্রতিরক্ষায় ব্রতী হউন

—ডি এ ভি পি ৭০/৮/১৬—

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের

জন্ম তাং ১৭ই মার্চ, ১৯২০ খৃঃ বুধবার ৪ঠা চৈত্র, ১৩২৬ সন ২৫শে জমাদিয়সসানি, ১৩৩৮ মঃ উক্ত জন্ম তারিখ অনুযায়ী (কণ্ডেন্সড এফিমেরিস দৃষ্টে) মুজিবরের রাশি, নক্ষত্র, গণ, বার, জন্মচক্র ইত্যাদি নিরূপণ করা হয়েছে। যে কেউ আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসে জানতে পারেন।

এম পি জুয়েলার্স
১ বিবেকানন্দ রোড,
কলিঃ ৭, ফোন: ৩৩-৫৭৬৫

বিঃ দ্রঃ ২৭-৩-৭১ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত "বঙ্গবন্ধু মুজিবর" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উক্ত জন্মতারিখ সংগৃহীত হয়েছে।

PEARLINE

গোপন ফরাসী ফর্মুলা উপায় বলে দিতে পারে

পেটেন্ট-করা একটি গোপন ফরাসী পদ্ধতির সাহায্যে দুষ্প্রাপ্য শিকড়, বাকল এবং গাছড়ার সারবস্তু থেকে ফলপ্রদ ভেষজগুণটুকু বার করে নিয়ে তা দিয়ে প্রাত্যহিক ব্যবহারের জন্য এক মিশ্রণ তৈরী করা হয়েছে। মাথার ত্বকের নীচে গ্ল্যান্ডগুলিতে যে অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে ভাইটেক্স তার সামঞ্জস্যবিধান করে এবং চুলের গোড়াগুলিকে সক্রিয় করে তুলে নতুন কেশোদ্গমের সূচনা করে। ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে ত্বকের উপরে পৌঁছতে নতুন চুলের ৩ মাস সময় লাগে এবং সেজন্য সুফল পেতে হলে ভাইটেক্স চিকিৎসায় কমপক্ষে এই সময়টুকু দিতে হবে।

ভাইটেক্সের এক পাউণ্ড সক্রিয় উপাদান নিষ্কাশন করতে প্রচুর ব্যয় হয় কিন্তু সারা পৃথিবীতে বিপুল জনপ্রিয়তার দরুনই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এর উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে।

ভাইটেক্স চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগায়: পাতলা, রুগ্ন এবং ঝরে-যাওয়া চুলের জায়গায় সজীব, সতেজ কেশোদ্গমে সাহায্য করে।

ভারতবর্ষে ভিটামিনযুক্ত ভাইটেক্স কেশতৈল (চটচটে নয়) এবং পমেড (ঘনীভূত) আকারে পাওয়া যায়। বিশেষ করে দুরারোগ্য অবস্থায় এবং বয়স বাড়ার দরুন চুল ওঠায় পমেড ব্যবহার করাই ভাল।

ঘন চুলের জন্য
ভাইটেক্স

প্রস্তুতকারক:
পারলিন-প্যারিস প্রাইভেট লিঃ
পোঃ অঃ বক্স ৪১৩, বোম্বাই-১।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম এবং ওড়িশার ডিস্ট্রিবিউটর:— এম জি শাহানি অ্যাণ্ড কোং (ক্যাল.) প্রাঃ লিঃ, ৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

POPULAR (P.T.I.P. Ltd.) STRAINER
সর্বত্র সুপ্রশংসিত
পাইওনিয়ার
টিউবওয়েল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

পুনরমুদ্রণ

কলকাতা থেকে শাহাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে উঠে এসেছি। যা মনে করেছিলুম তাই। বেশ লাগছে। মাথার উপরে ছাদটা অনেক উঁচুতে এবং দুই পাশে দুই খোলা বারান্দা থাকাতে আকাশের অজস্র আলো আমার মাথার উপরে বর্ষণ হতে থাকে—এবং সেই আলোতে লিখতে পড়তে এবং বসে-বসে ভাবতে ভারী মধুর লাগে। আর-একটি বেশ লাগে—কাজ করতে করতে কোনো-এক দিকে মুখ ফিরোলেই দেখতে পাই নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমার ঘরের লাগাও হাজির। যেন প্রকৃতি কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো [illegible]ই আমার জানলা-দরজার কাছে উঁকি মারছে। আমার ঘরের এবং মনের—আমার কাজের এবং অবসরের চারিদিক প্রসন্ন, প্রফুল্ল, ফরসা এবং সজীব, নবীন এবং সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এপার এবং ওপার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা, একটা স্বর্গীয় কবিতায়—অ্যাপলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এতো অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি!...

—ছিন্নপত্র : রবীন্দ্রনাথ

খুব ভোরে কেবিন থেকে বেরিয়েই পদ্মার সঙ্গে চোখাচোখি হল। আকাশ নীলাভ ধূসর, পূবে অল্প লাল রং; ভোরের অস্পষ্ট আলোতে তার সমস্তটার ছায়া পদ্মার জলের উপর রহস্যের যবনিকার মতো কাঁপছে। স্টিমার ডান পাড় ঘেঁষে চলেছে; বাঁয়ে চক্রাকারে শীতের পদ্মার প্রশান্ত বিস্তার, বহুদূরের তরুশ্রেণীর আবছায়া কালো রেখায় সীমানা টানা। ......সূর্যোদয়ের পর থেকেই কিছু কিছু কুয়াশা জমতে আরম্ভ করেছে। বেলা সাতটার পর সাদা কুয়াশা এতটা ঘন হয়ে এল যে, বাঁ-পাড়ে একটা জায়গায় স্টিমার বাঁধতে হল। উঁচু পাড়। সামনেই একটা ছোট বসতি। খানসাত-আটেক খড়ের ঘর, দুখানা টিনের কয়েকটা খড়ের গাদা। গোটা দশেক গরু গোল হয়ে খুব নিবিষ্টমনে জাব খাচ্ছে। নদী আর বসতির মাঝের জমিটুকুতে দুটি কলাঝোপ, ছোট একখানি সরষে ক্ষেত, আর অল্প গোটা-কয়েক তামাকের চারা। কয়েকজন ছেলেমেয়ে ও দু-তিনটি বয়স্ক লোক স্টিমার দেখতে দাঁড়িয়ে গেল, যদিও স্টিমারের যাতায়াত এখানকার নিত্য বহুবারের ঘটনা।

—নদীপথে : অতুলচন্দ্র গুপ্ত

খুলনায় গিয়ে নাক-উঁচু একটা স্টিমারে চড়ে বসেই—চলো যাই বরিশালে। চতুর্দিক ঘন বরষার জলে ভর্তি, সবুজে চোখ ডুবে যায়, কালো কাজল মেঘময় দিনে ছবির মতো গ্রাম, কোথাও রোদ্দুর পড়ছে আড় হয়ে। যাই বলো—এমন বুকভরা দৃশ্য আর কোথাও নেই। বহু হারানো বৎসরের পূর্বস্মৃতি জন্মজন্মান্তরের পরিচয়ে ভরে আছে—এই আকাশব্যাপ্ত মেঘলা আলো আর নীচের কচি চারা ধান আর নদী-কল্যাণী লোকালয় সবাইকে পূর্ব অঞ্চলের ভাষায় ভরে তোলে।... আমি তো বহুদিন নদীপথে যাইনি—এবারে স্টিমারে খানিক এগিয়ে মধুমতী নদীকে সর্বস্বান্ত ভালোবেসে ফেললাম। কোথাও রোদে ঝিকিয়ে উঠছে তার ঢেউ, বসন্ত উদাত্ততার প্রাণসলিলে সারিসারি ডিঙি-গহনার নৌকো জলের উপর ঘরোয়া সংসার পেতেছে, দুপাশে মাঠ গ্রাম সুপুরির বন। হাটের ব্যাপারী, মাঝিদের আনাগোনায় নদী ধারাময়ী।...বরিশালের বিষয়ে একটি ঔৎসুক্যজনক খবর এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগে এখানে বিপিন পালের সঙ্গে এসেছিলেন, কিন্তু ডাঙায় নামতে পারেননি—শহরে তখন খুব একটা কী গোলমাল চলছিলো।......

স্টীমার চলেইছে।
ছবি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে ॥

—চলো যাই : অমিয় চক্রবর্তী

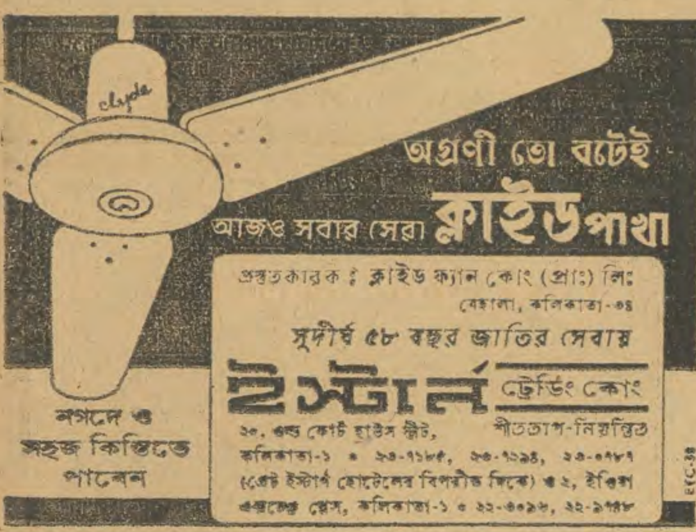
অগ্রণী তো বটেই
আজও সবার সেরা ক্লাইড পাখা
প্রস্তুতকারক : ক্লাইড ফ্যান কোং (প্রাঃ) লিঃ
বেহালা, কলিকাতা-৩৪
সুদীর্ঘ ৫৮ বছর জাতির সেবায়
ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোং
শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত
২০, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলিকাতা-১ • ২৩-৭১৮৫, ২৩-৭২৯৪, ২৩-০৭৮৭
(গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের বিপরীত দিকে) • ২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১ • ২২-৩০৯৬, ২২-৯৭৪৮
নগদে ও সহজ কিস্তিতে পাবেন
২১/২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
(চৌরঙ্গী রোড ও লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়) ফোন : ২৩-২৬৭১

অটোগ্রাফ খাতা

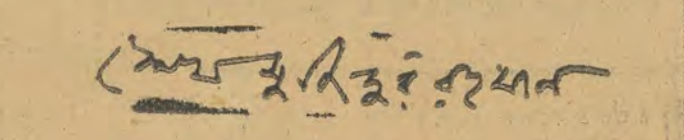

কেটে নাও

মুজিবর যখন কলকাতায়

প্র[illegible] লেখে ফেলে নিজেই চমকে উঠেছিলাম। যদি সত্যি হতো! যদি সত্যি হয়! এবং মুজিবর (মুজিবুর) তো কলকাতার সবারই স্বপ্নে-মনে চাক্ষুষ। এবং মুজিবর শুধু কলকাতায় কেন, বাংলা দেশের, ভারতবর্ষের, পৃথিবীর সব স্বাধীনতাকামী মানুষের সঙ্গে আছেন। সঙ্গে থাকবেন। মনের মানুষ মুজিবর। আজকের বাংলা দেশের যাদুকর, যোদ্ধা, ভালোবাসার ধন। পূজ্য? নিশ্চয়ই। এমন বীর তো পূজারই যোগ্য। পাষাণ, পাথর, মাটির প্রতিমা অন্ধ পূজো পেয়ে আসছেন নিরবধিকাল, আর তিনি তো মানুষের মতন মানুষ।

বিশ্বাস করো, তিনি একদিন তোমাদেরই মতো ছোট্ট ছেলেটি হয়েছিলেন বাবা-মার কোলে। ১৯২০ সালে জন্ম। গাঁয়ের নাম টুঙ্গিপাড়া, জেলা ফরিদপুর। বাড়িতে খাওয়াপরার অভাব ছিলো না, ছিলো না মায়ামমতা সুখের দৈন্য। ছেলেবেলা থেকেই প্রকৃত ধর্ম কি তা চিনতে শিখেছিলেন, ধর্মের মধ্যেকার অন্ধতা অন্ধকার নয়। গোপালগঞ্জ-র স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে এলেন কলকাতা শহরে। কিন্তু তার আগে যা হবার তা হয়ে গেছে। আগুন স্পর্শ করেছে তাঁকে মাত্র সতেরো বছর বয়েসেই। তিনি প্রসঙ্গত বলেছেনঃ যে দিন প্রথম জেলে গেলাম, সেদিনই আমার জীবনের ছেলেবেলার সমাপ্তি ঘটে গেলো।

কলকাতায় এলেন ১৯৪২ সালে। আই এ ক্লাসের ছাত্র, প্রকৃত ইতিহাসে নেশা, বিশেষ করে বাংলা দেশের ইতিহাস বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে। এসে ভর্তি হলেন আজকের মৌলানা আজাদ, সেকালের ইসলামিয়া কলেজে। উঠলেন এসে বেকার হসটেলে। পড়াশুনোর নিষ্ঠা প্রচণ্ড। কিন্তু যাকে বই-এর পোকা বলে তা তিনি কোনোকালেই ছিলেন না।

এখানে এসেই যুক্ত হলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে। মাধ্যম ছাত্র-আন্দোলন। দীক্ষাগুরু অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রিসভার সদস্য সোহরাবরদি। মুজিবর মুসলিম সংগঠনের নেতা। সঙ্গে আছেন কাজি আহমেদ কামাল, ফজলুল কাদের চৌধুরী, জহিরুদ্দিন। মুজিবরের হসটেলের ঘর তখনকার ছাত্ররাজনীতির চণ্ডীমণ্ডপ।

বেশি দিন ভালো লাগলো না। মুজিবর ছিলেন শুদ্ধতার উপাসক। রাজনীতির নামে নোংরা দলাদলির অনেক উঁচুতে। এবং ধর্মপ্রাণ। বললেন, দল গড়ার আগে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করে শপথ নেবো, দলমত মান্য, নির্বাচিত নেতার নির্দেশ একবাক্যে মেনে নিতে হবে। এরই নাম আদর্শের শৃঙ্খল। যে এই শৃঙ্খলের ভার সহ্য করতে পারবে না, সে যথার্থ আদর্শে বন্দী নয়। আদর্শ, খেয়াল এবং মহান আল্লার উপাসনা তোমার আমার কাছে এক ধরনের বন্দিত্ব আকাঙ্ক্ষা করে।

সেই বন্দিত্বের অহংকারে, ভালোবাসায় আজ পূর্ববাংলায় মুক্তিসংগ্রাম। ঘরের দুয়ারে মূর্তিমান স্বাধীনতা॥

বাজারের সেরা
তারা মার্কা পাট বীজ
ফোন : ২৩-০৬০৩, ২৩-০৬০৪
বি. কে. রায় (প্রা) লিঃ

দুড়ুম দাড়ুম

গোলা রে গোলা গুলি রে গুলি
কি ওড়াবি? মাথার খুলি?
কিন্তু বুকের স্বপ্নগুলো
নদীর জল বা মাটির ধুলো
ভাষার গরব মুখে মুখে
উড়িয়ে দিবি কোন্ মুলুকে
গুলি রে গুলি গোলা রে গোলা
দুড়ুম দাড়ুম শিকেয় ঝোলা।

পূর্ণেন্দু পত্রী

বাড়ি

আমার জন্ম হয়েছিল টিনের চালের নীচে। হ্যারিকেন পেরিয়ে টিপ্‌-বোতাম-আলোয় আমার বাড়ির লোকেরা তখনো পৌঁছতে পারেনি। আমার যে-বাড়িতে জন্ম হয়েছিল তার চারপাশে কোথাও বেড়া ছিল না। এবাড়ি-ওবাড়ির মাঝখানে পর্দার [illegible] দিত কয়েকটা ফুলে-ছাওয়া টগর গাছ। আমার দেশের বাড়িতে ছোট্ট পুকুর ছিল, তাতে আকাশ। বাড়ির কাছে ছিল নদী নৌকো, খোপ-খোপ নক্সা-আঁকা লুঙ্গি পরে তামাক আর নৌকোর গুণ টানতো আবদুল্লা আর জয়নুল মাঝিরা। [illegible] এখনো মনে হয় ঐ নৌকোতেই [illegible] জন্ম হয়েছিল, তাদের আর কোনো বাড়ি ছিল না॥

সমীর দাশগুপ্ত

আনন্দমেলা

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

হাতে খড়ি

নির্বাণ চৌধুরী (বয়স ৫)

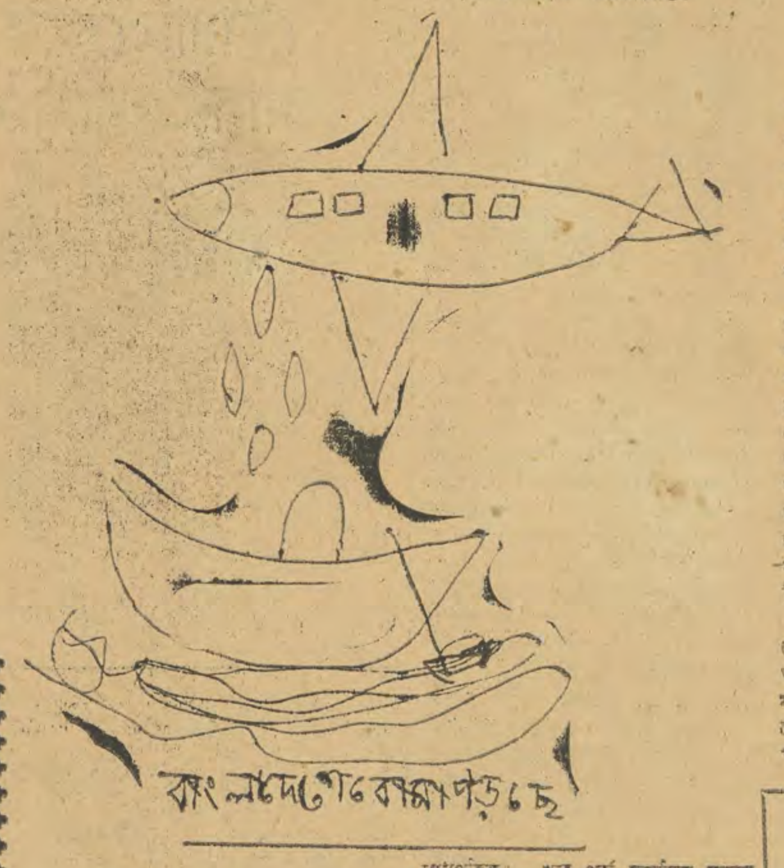

পাঁচকড়ির গল্প

হঠাৎ ডিম পাড়তে শুরু করে নিরঞ্জনকাকার মুরগীটা আমাদের রাঁধুনী বিন্দুদিদিকে বিপদে ফেলে দিয়েছিল। কারণ, কাকা গুটিকয় ডিম হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত। আদর করে আমায় খেতে দিয়ে গেলেন। এখন বিধবা বিন্দুদিদি হেঁসেলে ওই বস্তু ঢোকান কী করে? অথচ আমার মুখে তুলে না দিয়েও তাঁর শান্তি নেই।

বাবা গেছেন চরের হাঙ্গামা মেটাতে। অগত্যা বিন্দুদিদি গেলেন বেণু ছইয়ালের সাহায্য চাইতে। ছইয়াল বুড়ো চিৎ হয়ে শুয়ে আমায় গল্প শোনাত। আমি তার চওড়া বুকের উপর বুদ্ধ সেজে বসতাম তোফা আরামে। খকর খকর কাশি এলেই তার বুকের লোম পাকড়ে ধরে টাল সামলাতাম। তাও একদিন এমন হেঁচে উঠল সে, যে আমি চিৎপটাং। তা বেণু ছইয়াল ব্যবস্থা পাকা করে দিল। রোজ সকালে ডিম সেদ্ধ করে পাঁচকড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। বিন্দু যেন ভাবনা না করে।

ছইয়ালের বড় ছেলে পাঁচকড়ি। যাত্রী নৌকো চালাত। আগাইর‍্যা থেকে পালং, তারপাশা, গোয়ালন্দ, পদ্মা নদীর মাঝি নয়, জলের পোকা ছিল সে। কতবার নৌকা ডুবেছে। কিন্তু পদ্মা পাঁচকড়িকে গিলতে পারেনি। ডাঙায় এলেই পাঁচকড়ি আমায় কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। হাটে নিয়ে চিনির হলুদ ঘোড়া কিনে দিয়েছিল। জীবনে আস্ত ঘোড়া ওই একবারই খেয়েছি। আর খাব না, পেটে বড্ড ব্যথা হয়। আর খাব না। পাঁচকড়ি নেই, কে কিনে দেবে?

বেণু ছইয়াল বেঁচে থাকতেই পাঁচকড়ি মরে যায়। বিন্দুদিদি যে বর্ষায় সাপের কামড়ে মরে গেল, সেই বছরই। সে বছর আমাদের পুকুর থেকে মাছ আর গাছের ডাব খুব চুরি হচ্ছিল। ওৎ পেতে থেকে পাঁচকড়ি চোরদের ধরে ফেলল। তারা সংখ্যায় আটদশজন। পাঁচকড়ি একলা। তাদের দুজনকে শুইয়ে দিয়ে সে নিজেও পড়ল। আর উঠল না। বাবা তার কবরে মাটি দিয়েছিলেন। আসামে বসে আমি বেণু ছইয়ালকে লম্বা চিঠি দিয়েছিলাম।

তারপাশার ইস্টিমার বাড়ির ঘাট ছুঁয়ে ভোঁ বাজিয়ে চলে যাচ্ছে, এই স্বপ্ন আজও দেখি। পাঁচকড়ির নৌকো বিষণ্ণ গাবের আঠা ভিজিয়ে একলা ঢেউ তুলতে বেরিয়েছে এই ছবিটাও চোখে ভাসত অনেককাল। কদিন থেকে ভাবছি, বেঁচে থাকলে বেণু ছইয়ালের ছাওয়াল নিশ্চয় মুজিবের ফৌজে নাম লেখাত। হয়তো আমাদের কাগজেই তার ছবি দেখতে পেতাম।

অরুণ বাগচী

ঈশান ইস্কুলের পথ

ফরিদপুর টাউনের লাগোয়া ট্যাপাখোলা গাঁয়ে ছিল আমাদের ভিটে। এজমালি পুকুর-ছাঁকা জিয়ল মাছের ঝোলমাখা ভাত খেয়ে নাজিরের মেজো ব্যাটা মামুনের সঙ্গে আল-নাবাল ভেঙে ইসকুলের দিকে পা বাড়াতাম। আমার বয়স তখন আট। একটু এগোলেই বাঁ দিকে বাবার সায়েবের লালকুঠি। কাঠবাদাম গাছের ছায়ায় ছায়ায় আরও এগিয়ে গেলে ফরিদ মুর্শেদের কবর। চোখে পড়ত, ভুঁয়ে বদিফোতার গামছা বিছিয়ে নামাজ পড়ে নিচ্ছে হয়তো সেই বুড়োটিই, যে রোজ সকালে আমাদের বাড়ী দু হালি করে ডিম দিত। সুরকি ঢালা পথ বেয়ে জোরসে এক্কা চালাত কোচোয়ান—তাদের ঠোঁট আর হাতের ছিপটি একসঙ্গে শিস দিয়ে উঠত—হুই, হুউই। চাকা থেকে লাল ধুলো উড়ত, জামা দিয়ে চোখ মুছতে গেলে আমার পেট বেরিয়ে যেত। আরও দু-চার পা এগোলে পাঙাশ মাছের আঁশটে গন্ধে মনে পড়ত, ওখানে পর পর বুনোদের ঘর। পুলিশব্যারাক, মেলার মাঠ, জহরুল মিঞার মক্তব—তারপরই ঢং ঢং ঘণ্টার শব্দে বনচাঁড়াল, বাজডুমুরের মাথার ওপর ফোঁস করে জেগে উঠত ঈশান ইসকুলের চুড়ো। প্রায়ই দেখতাম, হনহন করে ছাতাটি লাঠির মত ধরে মৌলভী স্যার হেঁটে যাচ্ছেন।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

— ৭ই এপ্রিল বেরুচ্ছে —
কিশোর ও তরুণ জগতের
অদ্বিতীয় মাসিকপত্র
কিশোর ভারতী
[এপ্রিল '৭১ : চৈত্র '৭৭]
প্রতি সংখ্যার দাম : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক চাঁদা (বিশেষ শারদীয়া সংখ্যাসহ) নয় টাকা, শারদীয়া সংখ্যা ডাকে নিলে দশ টাকা। বর্ষের ১ম সংখ্যা থেকে গ্রাহক করা হয় ॥ এজেন্সী নিতে গেলে পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা রাখতে হয় ও অন্ততঃ দশ কপি করে নিতে হয়
কমিশন ২৫%
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলি-৯

নদীর ওপারে

ইস্কুলে আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো মকবুল। ভারী দুরন্ত ছেলে ছিল সে। আমাদের গ্রামের পাশে নদীটির নাম ছিল ভারী অদ্ভুত, আড়িয়েল খাঁ। নাম শুনলেই গা ছমছম করে এমন দুর্দান্ত নদী। মকবুল বলতো, তার এক পূর্বপুরুষ নাকি ছিল জলডাকাত, তার নামেই ঐ নদীর নাম। বানিয়ে বানিয়ে কত কথাই বলতো মকবুল। সেই মকবুল এখন পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে স্বাধীন বাংলার। মকবুল কোনোদিন কোনো খেলায় হারেনি, সে এবারও জিতবে।

চাঁদু লেখা পড়া করতো না। সে ছিল নমঃশূদ্র পাড়ার ছেলে, সবাই বলতো ওরা নিচু জাত। একদিন ওদের বাড়িতে আমায় জোর করে পান্তা ভাত খাইয়ে দিয়েছিল চাঁদু। বলেছিল, খাও বামুনঠাকুর, তোমার জাত মেরে দিলাম। কি সুন্দর স্বাদ ছিল সেই লেবুপাতা দিয়ে মাখা পান্তা ভাতের প্রায়ই আমি জাত হারাতে যেতাম। চাঁদু কোঁচ নামে এক ধরনের বল্লম দিয়ে মাছ মারতো। একদিন সে একটা কুমীর গেঁথেছিল। খুব গর্ব হয়েছিল আমার চাঁদুর জন্য। চাঁদু এখন লড়াই করছে পাঠান সৈন্যদের সঙ্গে। চাঁদুর জন্য এখনো আমার গর্ব হয়।

আলতাফ ছিল বড্ড ভালো ছেলে। সারাদিন পড়াশুনো করতো। আমরা যখন নদীতে সাঁতার কাটতে যেতাম কিংবা যেতাম শেয়াল মারা দেখতে, তখনও আলতাফ বাড়িতে বসে বসে বই পড়তো শুধু। আমরা বলতাম, আলতাফের জীবনে কিচ্ছু হবে না। আলতাফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিল। নিষ্ঠুর মিলিটারি যখন অত্যাচার করতে শুরু করলো, তখন আলতাফ বই পত্র ছেড়ে নেমেছিল লড়াইয়ে। আলতাফ মারা গেছে। কিন্তু আলতাফের জীবন সার্থক হয়ে গেল, তার কথা আমি সারা জীবন মনে রাখবো।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দেখে এলাম

ইছামতী পেরিয়ে বনগাঁ আর মেঠো পথ ভেঙে ভেঙে আমরা কয়েকজন এগোচ্ছিলাম অদম্য উৎসাহে। বুকের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে আবেগ, তাতেই চাপা পড়ে যাচ্ছে চৈত্রের রোদ্রে পথচলার ক্লান্তি। সীমান্তের এপারে জমায়েত হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে 'জয় বাঙলা' ধ্বনি তখনো শোনা যাচ্ছিল। সীমান্তে এ যেন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কেউ আবেগে কাঁদছেন, কেউ চিৎকার করে শ্লোগান দিচ্ছেন, যুবকরা তো কিছু একটা করবার জন্যে মরিয়া।

জোরাপথে আমরা যাচ্ছিলাম লাখো শহীদের খুনে লাল স্বাধীন বাঙলাকে দেখতে, সর্বাঙ্গে সেই বাঙলার পবিত্র ধূলি মাখতে। অনেক পথ আর পরিখা পেরিয়ে অবশেষে দেখা মিলল কয়েকজনের। গরিব ক্ষেত মজুর আর বিল মজুরের কয়েকটি ঘর। আমাদের দেখে ওরা সবাই মিলে বেরিয়ে এলেন উঠোনে। আমরা এগিয়ে গিয়ে ওঁদের বুকে বুক লাগালাম। আলিঙ্গনের সেই স্বাদ আজীবন আমার বুকে যেন লেগে থাকে। বললাম, লড়াই হচ্ছে কতদূরে?

ওঁদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি প্রবীণ, তিনি বললেন, আরো পনেরো মাইল গেলে তবে দ্যাখন যাইবো।

যদি ওরা লড়াই করতে করতে এখানে চলে আসে?

বুকের পাঁজর দিয়া রুইখ্যা দিমু ফৌজেরে।

খালি হাতে পারবেন ওদের সঙ্গে?

না পারি তো মরুম। গইরা গইরা রাস্তা আটকাইয়া ফ্যালামু। কলিজার খুন থাকতে হারামিদের পুতেগরে গ্রামে ঢুকতে দিমু না। কিছু যদি না পারি তো মরণের আগে উয়াগোর মুখে একদলা থ্যাপ তো দিতে পারুম।

দুলেন্দু ভৌমিক

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বোস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সারাদিন ধ'রে
ভোরের মত
সতেজ সুন্দর
Pond's Dreamflower talc
পণ্ডস
ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যালক

ফিন্‌লের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি
দেয় আরাম

মার্জিত রুচির মানুষের অভিজাত
দৃষ্টিভঙ্গীর নতুন রূপ দিয়েছে ফিন্‌লে।
ফিন্‌লের ধুতির কত বিচিত্র বাহার—
যেমন স্নিগ্ধ নরম তেমনি আরামের।
সবচেয়ে কমদামী থেকে মিহে
সবচেয়ে ফিনফিনে মিহি ধুতি—
যা আজকের সহজ সামাজিক
জীবনের পক্ষে মানানসই।
আর আছে কুর্তার জন্যে চমৎকার
অতিমিহি কেম্ব্রিক আর লন।

মনের মত কাপড় কিনতে হলে—
ফিন্‌লে